মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৬তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ফেব্রুয়ারী ২০১৩

মাসিক
আত-তাহরীক

১৬তম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২
✡ **দরসে কুরআন :** ০৩
♦ আল্লাহ্‌র আশ্রয়
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
✡ **প্রবন্ধ :**
♦ মানবাধিকার ও ইসলাম *(৯ম কিস্তি)* ০৯
-শামসুল আলম
♦ মানব জাতির সাফল্য লাভের উপায় *(৪র্থ কিস্তি)* ১৬
-হাফেয আব্দুল মতীন
♦ ইসলামের কতিপয় সামাজিক বিধান ২১
-মুহাম্মাদ ইমদাদুল্লাহ
♦ আত্মসমালোচনা : গুরুত্ব ও পদ্ধতি ২৫
-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
♦ মুসলিম নারীর পর্দা ও চেহারা ঢাকার অপরিহার্যতা *(শেষ কিস্তি)* ২৮
-অনুবাদ : আব্দুর রহীম বিন আবুল কাসেম
♦ বিশ্ব ভালবাসা দিবস *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩৩
✡ **সাময়িক প্রসঙ্গ :** ৩৫
♦ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক : একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা *-আবু নাফিয মুহাম্মাদ লিলবর আল-বারাদী*
✡ **হাদীছের গল্প :** ৩৭
♦ তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস
✡ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ♦ক্বিয়ামতের সামান্য দৃশ্য ৩৮
✡ **চিকিৎসা জগৎ :** ♦ মাছের খাদ্যগুণ ও উপকারিতা ৩৯
✡ **ক্ষেত-খামার :** ♦ সঊদী খেজুরের চাষ পদ্ধতি ৪০
✡ **কবিতা :** ৪১
♦ আমি চাই, আমি চাই না ♦ কালিমার পতাকা উড়বেই
♦ মরণ ♦ কবরের ডাক
✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪২
✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩
✡ **মুসলিম জাহান** ৪৫
✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৫
✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৬
✡ **প্রশ্নোত্তর** ৪৮

সম্পাদকীয়

নৈতিক অবক্ষয় প্রতিরোধের উপায়

নৈতিক অবক্ষয় প্রতিরোধের জন্য যথাযথ অনুশাসন ও কড়া শাসন দু'টিই সমভাবে প্রযোজ্য। অনুশাসন তিনভাবে হ'তে পারে : (১) পিতা-মাতা ও পরিবারের অনুশাসন (২) শিক্ষক ও গুরুজনদের অনুশাসন এবং (৩) আল্লাহ ও আখেরাতভীতির অনুশাসন। যে সন্তানের ভাগ্যে এ তিনটি নে'মত একসাথে জুটেছে, সে সন্তান ভাগ্যবান। সে জীবনের সর্বত্র সফলতা লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। উক্ত তিনটি অনুশাসনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল তৃতীয়টি। কেননা বাপ-মা ও শিক্ষক-গুরুজন সর্বদা সঙ্গে থাকেন না। কিন্তু আল্লাহ সর্বদা সঙ্গে থাকেন। তাঁর দৃষ্টিকে এড়িয়ে কিছুই করার ক্ষমতা মানুষের নেই। সর্বোপরি আখেরাতে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির ভয়ে সে সর্বদা ভীত থাকবে ও অন্যায় থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। এরপরেও যদি শয়তানী কুহকে পড়ে সে অপকর্ম করে বসে, তাহলে পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য সে তওবা করবে এবং কড়া দুনিয়াবী শাসন তথা আল্লাহ প্রেরিত দণ্ডবিধি হাসিমুখে বরণ করে নেবে। বরং নিজে এসে ধরা দিয়ে দণ্ড চেয়ে নেবে। মাদানী রাষ্ট্রে মা'এয আসলামী ও গামেদী মহিলার ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে অম্লান স্মৃতি হয়ে আছে। বস্তুতঃ ইসলাম জাহেলী আরবের ছন্নছাড়া মানুষগুলিকে মূলতঃ তৃতীয় অনুশাসনটি দিয়েই পরিবর্তন করেছিল। দণ্ডবিধি নাযিল হয়েছিল অনেক পরে মাদানী জীবনের শেষ দিকে।

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা জাহেলী আরবকেও ছাড়িয়ে গেছে। তার কারণ অনুসন্ধান করলে সহজেই বলা যাবে যে, বর্ণিত তিনটি অনুশাসনের কোনটিই যথার্থভাবে এদেশে নেই। অথচ সমাজ পরিবর্তনে এগুলির কোন বিকল্প নেই। এখানে আরেকটি বিষয় স্মর্তব্য যে, পিতা-মাতা, শিক্ষক ও গুরুজন যেসব উপদেশ দেন, তা মান্য করা অবশ্যই যরূরী হলেও তাঁরা মানুষ। তাই অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের উপদেশে ও নির্দেশে ভুল থাকতে পারে। কিন্তু আল্লাহ প্রেরিত উপদেশমালায় কোন ভুল বা ত্রুটি থাকার অবকাশ নেই। তাই সর্বদা কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত হেদায়াতকে সামনে রাখতে হবে ও তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

অতঃপর আমরা যদি নিম্নোক্ত উপদেশগুলি মেনে চলি, তাহ'লে নৈতিক অবক্ষয়ের স্রোতধারা বন্ধ না হলেও কমে যাবে বলে আশা করি। পারিবারিক জীবনকে নৈতিক শিক্ষার দুর্গ হিসাবে গড়ে তুলুন। এজন্য নিম্নের হাদীছগুলি পরিবারের সবাইকে মুখস্ত করিয়ে দিন।-

(১) ব্যক্তি জীবনে : (ক) আল্লাহ বলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু *(হুজুরাত ১৩)*। (খ) তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে চরিত্রের দিক

দিয়ে সর্বোত্তম *(বুঃমুঃ)*। (গ) রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে বান্দার সচ্চরিত্রতা এবং আল্লাহ্র সবচেয়ে ক্রোধের শিকার ঐ ব্যক্তি, যে অশ্লীলভাষী ও দুশ্চরিত্র *(তিরমিযী)*।

(২) পারিবারিক জীবনে : রাসূল (ছাঃ) বলেন, (ক) স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরে পোষাক সদৃশ' *(বাক্বারাহ ১৮৭)*। (খ) পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী)*। (গ) সন্তানের জন্য পিতার দো'আ আল্লাহ অবশ্যই কবুল করেন নিঃসন্দেহে' *(আবুদাঊদ)*। (ঘ) মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত' *(নাসাঈ)*। (ঙ) বৃদ্ধকালে পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা একজনকে পেল, অথচ যে সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করল না, সে হতভাগা' *(মুসলিম)*। (চ) যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানকে সুন্দরভাবে মানুষ করবে, ঐ সন্তান তার জন্য জাহান্নামের পর্দা হবে' *(বুখারী, মুসলিম)*। (ছ) সন্তান যাতে সৎবন্ধু তালাশ করে সেজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আরশের নীচে ছায়া পাবে ঐ দুই বন্ধু, যারা স্রেফ আল্লাহকে খুশী করার জন্য পরস্পরে বন্ধুত্ব করেছে' *(বুঃমুঃ)*। (জ) দ্বীনী শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয *(ইবনু মাজাহ)*।

(৩) সামাজিক জীবনে : (ক) ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অনিষ্টকারিতা হ'তে তার প্রতিবেশী মুক্ত থাকে না' *(বুখারী, মুসলিম)*। (খ) যে ব্যক্তি পেট ভরে খায় ও তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে, সে ব্যক্তি মুমিন নয়' *(বায়হাক্বী-শো'আব)*। (গ) আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর দয়া করেন না, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না' *(বুঃ মুঃ)*। (ঘ) যে ব্যক্তি বিধবা ও অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায় ছওয়াব পাবে' *(বুঃ মুঃ)*। (ঙ) নিজের বা অন্যের ইয়াতীম প্রতিপালনকারী ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে পাশাপাশি থাকবে' *(বুখারী)*। (চ) তোমরা যমীনবাসীর উপর দয়া কর, আসমানবাসী তোমাদের উপর দয়া করবেন' *(আবুদাঊদ)*। (ছ) পরস্পরের জন্য তিনটি বস্তু হারাম : তার রক্ত, সম্পদ ও ইযযত' *(মুসলিম)*। (জ) যে ব্যক্তি ছোটকে স্নেহ করে না ও বড়কে সম্মান করে না, সে মুসলমানের দলভুক্ত নয়' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী)*। (ঝ) যে ব্যক্তি আমাদের প্রতি অস্ত্র উত্তোলন করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(বুঃমুঃ)*। (ঞ) যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম)*। (ট) জামা'আতবদ্ধ জীবন রহমতস্বরূপ এবং বিচ্ছিন্ন জীবন আযাব স্বরূপ *(আহমাদ)*। (ঠ) দ্বীন হ'ল নছীহত' *(মুসলিম)*। অতএব পরস্পরকে সর্বদা উপদেশ দাও।

(৪) আত্মীয়তার সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য : (ক) যে ব্যক্তি তার রূযী ও আয়ু বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন তার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে *(বুঃমুঃ)*। (খ) আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহ্র আরশের সাথে ঝুলন্ত থাকে। যে তা যুক্ত রাখে, আল্লাহ তার সাথে যুক্ত থাকেন। আর যে তা ছিন্ন করে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন' *(বুঃমুঃ)*।

(৫) নারী ও পুরুষের পরস্পর সম্পর্ক : আল্লাহ বলেন, পুরুষেরা যেন দৃষ্টিকে অবনত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। .. নারী যেন তার দৃষ্টিকে অবনত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে..। তারা যেন তাদের বুকের উপর চাদর দিয়ে রাখে..। তারা যেন এমনভাবে চলাফেরা না করে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে যায়' *(নূর ৩০-৩১)*।

(৬) সরকার ও সমাজনেতাদের জন্য : (ক) তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে' *(বুঃমুঃ)*। (খ) যাকে আল্লাহ জনগণের নেতৃত্ব দান করেন। অতঃপর সে নাগরিকদের প্রতি খেয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন' *(মুসলিম)*। দেশকে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী পরিচালিত না করাই সবচেয়ে বড় খেয়ানত। (গ) আল্লাহ বলেন, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আগে বেড়োনা। আল্লাহকে ভয় কর' *(হুজুরাত ১)*। (ঘ) তিনি বলেন, তোমরা জেনেশুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানতের খেয়ানত করো না' *(আনফাল ২৭)*। (ঙ) তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে সে বিষয়ে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর অন্য কোন সিদ্ধান্ত দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় নিপতিত হবে' *(আহযাব ৩৬)*। (চ) তিনি বলেন, রাসূলের আহ্বানকে তোমরা অন্যদের আহ্বানের মত মনে করো না। তোমাদের মধ্যে যারা চুপি চুপি সরে পড়ে, তাদেরকে আল্লাহ জানেন। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ ব্যাপারে সতর্ক হৌক যে, (দুনিয়ায়) তাদের নানাবিধ ফিৎনা গ্রেফতার করবে এবং (আখেরাতে) তাদেরকে পাকড়াও করবে মর্মান্তিক শাস্তি' *(নূর ৬৩)*। (ছ) পক্ষান্তরে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আরশের নীচে ছায়াপ্রাপ্ত সাত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রথম হবেন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও বিচারক *(বুঃমুঃ)*।

অতএব সমাজের নৈতিক ধস থামাতে গেলে প্রথমে নিজ পরিবারে, অতঃপর শিক্ষা ও প্রশাসনের সর্বস্তরে ইসলামী অনুশাসন বাধ্যতামূলকভাবে পালন করতে হবে। সাথে সাথে আদালতের মাধ্যমে ইসলামী দণ্ডবিধি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রনেতাগণ যদি অন্ততঃ ছয়মাসের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে এটা চালু করেন, তাহ'লে দেশের চেহারা পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং দেশ সত্যিকার অর্থে সোনার বাংলায় পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

আল্লাহ্র আশ্রয়

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ- مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ- وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ- وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ- وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ-

অর্থ : (১) বলুন! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের প্রতিপালকের। (২) যাবতীয় অনিষ্ট হ'তে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। (৩) এবং অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট হ'তে, যখন তা আচ্ছন্ন হয়। (৪) গ্রন্থিতে ফুঁকদানকারিণীদের অনিষ্ট হ'তে। (৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট হ'তে যখন সে হিংসা করে।

বিষয়বস্তু :

অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির অনিষ্ট এবং জাদুকরদের ও হিংসুকদের অনিষ্টসহ যাবতীয় অনিষ্ট হ'তে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করা।

শানে নুযূল :

হযরত আয়েশা (রাঃ), যায়েদ বিন আরক্বাম ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনাগুলির সার-সংক্ষেপ এই যে, ইসলামের বিরুদ্ধে সুগভীর চক্রান্তের অংশ হিসাবে ইহুদীরা রাসূল (ছাঃ)-এর চুলের মাধ্যমে তাঁর মাথায় জাদু করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটানো। কিন্তু আল্লাহ হিংসুকদের সে চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেন।

মা আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী মদীনার ইহুদী গোত্র বনু যুরাইক্বের (بنو زريق) মিত্র লাবীদ বিন আ'ছাম (لبيد بن أعصم) নামক জনৈক মুনাফিক তার মেয়েকে দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর মাথার ছিন্ন চুল ও চিরুনীর ছিন্ন দাঁত চুরি করে এনে তাতে জাদু করে এবং মন্ত্র পাঠ করে চুলে ১১টি গিরা দেয়। এর প্রভাবে রাসূল (ছাঃ) কোন কাজ করলে ভুলে যেতেন ও ভাবতেন যে করেননি। অন্য বর্ণনা অনুযায়ী ৪০ দিন বা ৬ মাস এভাবে থাকে। এক রাতে রাসূল (ছাঃ) স্বপ্নে দেখেন যে, দু'জন লোক এসে একজন তাঁর মাথার কাছে অন্যজন পায়ের কাছে বসে। অতঃপর তারা বলে যে, বনু যুরায়েক্ব-এর খেজুর বাগানে যারওয়ান (ذَرْوَان) কূয়ার তলদেশে পাথরের নীচে চাপা দেওয়া খেজুরের কাঁদির শুকনো খোসার মধ্যে ঐ জাদু করা চুল ও চিরুনীর দাঁত রয়েছে। ওটা উঠিয়ে এনে গিরা খুলে ফেলতে হবে। সকালে তিনি আলী (রাঃ)-কে সেখানে পাঠান এবং যথারীতি তা উঠিয়ে আনা হয়। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) গিরাগুলি খুলে ফেলেন এবং তিনি সুস্থ হয়ে যান।[১]

ছা'লাবী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও আয়েশা (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, এ সময় আল্লাহ সূরা ফালাক্ব ও নাস নাযিল করেন। যার ১১টি আয়াতের প্রতিটি পাঠের সাথে সাথে জাদুকৃত চুলের ১১টি গিরা পরপর খুলে যায় এবং রাসূল (ছাঃ) হালকা বোধ করেন ও সুস্থ হয়ে যান *(ইবনু কাছীর)*। রাসূল (ছাঃ)-কে প্রতিশোধ নিতে বলা হ'লে তিনি বলেন, أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِى اللهُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيْرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا- 'আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। আমি এ বিষয়টি অপসন্দ করি যে, লোকদের মধ্যে মন্দ ছড়িয়ে পড়ুক'।[২] এমনকি তিনি মৃত্যু অবধি ঐ মুনাফিকের চেহারা দেখেননি (*ইবনু কাছীর, কুরতুবী*)।

উল্লেখ্য যে, জাদুর হাদীছকে পুঁজি করে একদল মানুষ কুরআন ও হাদীছের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এমনকি রাসূল (ছাঃ) সত্য নবী কি-না, সে বিষয়েও আপত্তি তুলেছেন। এ ব্যাপারে স্পষ্ট জানা আবশ্যক যে, এই জাদু অহি-র অবতরণে ও সংরক্ষণে কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটায়নি এবং তা আদৌ সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ নিজেই অহীর হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন *(হিজর ১৫/৯)*। তিনি মানুষের অনিষ্টকারিতা হ'তে রাসূল (ছাঃ)-কে বাঁচানোর ওয়াদা করেছেন *(মায়েদাহ ৫/৬৭)*। এমনকি জাদুকর বা জাদু যে কখনোই সফল হবে না *(ত্বোয়াহা ২০/৬৯)*, সেকথাও আল্লাহ বলে দিয়েছেন। অতএব অপপ্রচারকারীদের থেকে সাবধান থাকা আবশ্যক।

গুরুত্ব :

হযরত ওক্ববা বিন আমের আল-জুহানী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ آيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ: قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ إلخ وَ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ إلخ- 'আল্লাহ আমার উপরে এমন কিছু আয়াত নাযিল করেছেন, যার অনুরূপ আর দেখা যায়নি। তা হ'ল *'কুল আঊযু বি-রব্বিল ফালাক্ব' এবং 'কুল আঊযু বিরব্বিন্নাস'* শেষ পর্যন্ত।[৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ 'তুমি কি জানো আজ রাতে এমন কিছু আয়াত নাযিল হয়েছে, যার মত ইতিপূর্বে কখনোই দেখা যায়নি।[৪]

ফযীলত :

(১) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রতি রাতে যখন বিছানায় যেতেন, তখন দু'হাত একত্রিত করে

১. *বুখারী হা/৫৭৬৫, ৫৭৬৬ 'চিকিৎসা' অধ্যায়; মুসলিম হা/২১৮৯; মিশকাত হা/৫৮৯৩।*

২. *বুখারী হা/৬৩৯১।*
৩. *মুসলিম হা/৮১৪; নাসাঈ হা/৫৪৪০।*
৪. *মুসলিম হা/৮১৪, 'মু'আউবিযাতানের ফযীলত' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২১৩১।*

তাতে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে ফুঁক দিতেন। অতঃপর মাথা ও চেহারা থেকে শুরু করে যতদূর সম্ভব দেহে তিনবার দু'হাত বুলাতেন।[৫]

(২) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিন ও ইনসানের চোখ লাগা হ'তে পানাহ চাইতেন। কিন্তু যখন সূরা ফালাক্ব ও নাস নাযিল হ'ল, তখন তিনি সব বাদ দিয়ে এ দু'টিই পড়তে থাকেন'।[৬]

(৩) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুখে পড়তেন, তখন সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে ফুঁক দিয়ে নিজের দেহে হাত বুলাতেন। কিন্তু যখন ব্যথা-যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে পড়ত, তখন আমি তা পাঠ করে তাঁর উপরে ফুঁক দিতাম এবং রাসূল (ছাঃ)-এর হাত তাঁর দেহে বুলিয়ে দিতাম বরকতের আশায়'। মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে, 'পরিবারের কেউ পীড়িত হ'লে রাসূল (ছাঃ) তাকে ফালাক্ব ও নাস পড়ে ফুঁক দিতেন'।[৭]

(৪) ওক্ববা বিন আমের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে প্রতি ছালাতের শেষে সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন'।[৮]

(খ) একদা তিনি ওক্ববাকে বলেন, হে ওক্বায়েব! আমি কি তোমাকে শ্রেষ্ঠ দু'টি সূরা শিক্ষা দেব না? অতঃপর তিনি আমাকে সূরা ফালাক্ব ও নাস শিক্ষা দিলেন। অতঃপর তিনি ছালাতে ইমামতি করলেন এবং সূরা দু'টি পাঠ করলেন। ছালাত শেষে যাওয়ার সময় আমাকে বললেন, হে ওক্বায়েব! اِقْرَأْ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَكُلَّمَا قُمْتَ 'তুমি এ দু'টি সূরা পাঠ করবে যখন ঘুমাতে যাবে ও যখন (তাহাজ্জুদে) ছালাতে দাঁড়াবে'।[৯]

(গ) একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জাবের বিন আব্দুল্লাহকে বলেন, اِقْرَأْ بِهِمَا وَلَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا 'এ দু'টি সূরা পাঠ কর। কেননা এ দু'টির তুলনায় তুমি কিছুই পাঠ করতে পার না'।[১০]

(ঘ) অনুরূপ কথা তিনি ওক্ববা বিন আমেরকেও বলেন যে, مَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمِثْلِهِمَا وَلاَ اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيْذٌ بِمِثْلِهِمَا 'কোন প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করতে পারে না এবং কোন আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয় চাইতে পারে না এ দু'টি সূরার তুলনায়'।[১১]

(ঙ) ইবনু 'আয়েশ আল-জুহানীকে একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَا ابْنَ عَائِشٍ أَلاَ أَدُلُّكَ أَوْ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ الْمُتَعَوِّذُوْنَ؟ قَالَ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ : (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) هَاتَيْنِ السُّوْرَتَيْنِ– 'হে ইবনু 'আয়েশ! আমি কি তোমাকে আশ্রয়প্রার্থীদের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা সম্পর্কে খবর দিব না? আর তা হ'ল ফালাক্ব ও নাস এই সূরা দু'টি'।[১২]

(চ) ওক্ববা বিন আমের (রাঃ) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে জুহফা ও আবওয়া-র মধ্যবর্তী স্থানে ঝড়-বৃষ্টি ও ঘনঘটাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে পড়ি। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়তে থাকেন। তিনি আমাকে বললেন, হে ওক্ববা, এ দু'টি সূরার মাধ্যমে আল্লাহ্র পানাহ চাও। কেননা কোন আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয় চাইতে পারে না এ দু'টির তুলনায়'।[১৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, এসময় তিনি বলেন, তুমি সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পাঠ কর। সব কিছুতেই তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে (تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)।[১৪] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত সফরে ফালাক্ব ও নাস দু'টি সূরা দিয়ে ফজরের ছালাতে আমাদের ইমামতি করেন'।[১৫] তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি সূরা হূদ ও সূরা ইউসুফ পাঠ করব? তিনি বললেন, لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللهِ مِنْ (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ). 'আল্লাহ্র নিকটে সূরা ফালাক্ব ও নাস-এর চাইতে সারগর্ভ তুমি কিছুই পড়তে পারো না'।[১৬]

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ওক্ববা বিন আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছসমূহ 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের।[১৭]

জাদু, ঝাড়-ফুঁক ও তাবীয-কবচ :

ইসলামে জাদু করা নিষিদ্ধ এবং তা কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী পাপ হ'তে বেঁচে থাক। (১) আল্লাহ্র সাথে শরীক করা (২) জাদু করা (৩) অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা (৪) সূদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা (৬) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা

---

৫. বুখারী হা/৫০১৭, মুসলিম, মিশকাত হা/২১৩২।
৬. তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী বলেন, হাদীছ হাসান। তাফসীর সূরা 'নূন' দ্রষ্টব্য।
৭. বুখারী হা/৫০১৬; মুসলিম হা/২১৯২; মিশকাত হা/১৫৩২ 'জানাযেয' অধ্যায়।
৮. তিরমিযী হা/২৯০৩; আহমাদ হা/১৭৪৫৩; আবুদাঊদ হা/১৫২৩; মিশকাত হা/৯৬৯।
৯. আহমাদ হা/১৭৩৩৫; নাসাঈ হা/৫৪৩৭; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৪৮।
১০. নাসাঈ হা/৫৪৪১ সনদ হাসান ছহীহ।
১১. নাসাঈ হা/৫৪৩৮; সনদ হাসান ছহীহ।
১২. নাসাঈ হা/৫৪৩২; আহমাদ হা/১৭৩৩৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১০৪।
১৩. আবুদাঊদ হা/১৪৬৩; মিশকাত হা/২১৬২।
১৪. তিরমিযী হা/৩৫৭৫; আবুদাঊদ হা/৫০৮২; নাসাঈ হা/৫৪২৮; মিশকাত হা/২১৬৩।
১৫. আবুদাঊদ হা/১৪৬২, হাদীছ ছহীহ।
১৬. নাসাঈ হা/৯৫৩; মিশকাত হা/২১৬৪।
১৭. ইবনু কাছীর, উক্ত সূরার তাফসীর; ৮/৫০৪ পৃঃ।

এবং (৭) নির্দোষ ঈমানদার নারীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।[১৮]

ইসলামে ঝাড়-ফুঁক সিদ্ধ। কিন্তু তাবীয-কবচ নিষিদ্ধ। ঝাড়-ফুঁক স্রেফ আল্লাহ্র নামে হ'তে হবে। ফালাক্ব ও নাস ছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত দো'আ সমূহ দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করতে হবে। কোনরূপ শিরক মিশ্রিত কালাম ও জাহেলী পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না।[১৯] এমনিভাবে তাবীয ঝুলানো, বালা বা তাগা বাঁধা যাবেনা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ 'যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলালো, সে ব্যক্তি শিরক করল'।[২০] তিনি বলেন, مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকায়, তাকে তার প্রতি সোপর্দ করা হয়'।[২১] অর্থাৎ কোন বস্তুর উপরে নয়, স্রেফ আল্লাহ্র কালাম পড়ে আল্লাহ্র উপরে ভরসা করতে হবে। এটি হ'ল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনোচিকিৎসা। যা দৈহিক চিকিৎসাকে প্রভাবিত করে। যেমন রাসূল (ছাঃ) একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে জিব্রীল (আঃ) এসে তাঁকে নিম্নোক্ত দো'আর মাধ্যমে ঝাড়িয়ে দেন।- بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ 'আমি আল্লাহ্র নামে আপনাকে ঝেড়ে দিচ্ছি এমন সকল বিষয় হ'তে, যা আপনাকে কষ্ট দেয়। প্রত্যেক হিংসুক ব্যক্তির বা হিংসুক চোখের অনিষ্ট হ'তে আল্লাহ আপনাকে নিরাময় করুন। আল্লাহ্র নামে আপনাকে ঝেড়ে দিচ্ছি'।[২২] জিব্রীল (আঃ) এখানে শুরুতে ও শেষে বিসমিল্লাহ বলেছেন এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য যে, আল্লাহ ব্যতীত আরোগ্যদাতা কেউ নেই। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখনই কোন অসুখে পড়তেন, তখনই জিব্রীল এসে তাঁকে ঝেড়ে দিতেন।[২৩] উল্লেখ্য যে, জিব্রীল পঠিত উপরোক্ত দো'আ পড়ে যেকোন মুমিন বান্দা অন্য মুমিনকে ঝাড়-ফুঁক করতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসান-হোসায়েনকে নিম্নোক্ত দো'আর মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করেছেন, أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ 'আমি তোমাদের দু'জনকে আল্লাহ্র পূর্ণ বাক্য সমূহের আশ্রয়ে নিচ্ছি প্রত্যেক শয়তান হ'তে, বিষাক্ত কীট হ'তে ও প্রত্যেক অনিষ্টকারী চক্ষু হ'তে'।[২৪]

তাফসীর :

(১) قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ 'বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার'।

অর্থাৎ জাদুসহ সকল প্রকার অনিষ্ট হ'তে বাঁচার জন্য আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। কেননা ইষ্টানিষ্ট সবকিছুর মূল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। অতএব তাঁর কাছেই বান্দাকে সর্বাবস্থায় আশ্রয় ভিক্ষা করতে হবে। আর কেবলমাত্র তাঁর হুকুমেই অনিষ্ট দূর হওয়া সম্ভব। অন্য কিছুর মাধ্যমে নয়।

'ফালাক্ব' (الْفَلَقُ) অর্থ 'প্রভাতকাল' (الصُّبْحُ)। এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সকল অনিষ্ট হ'ল মূলতঃ অন্ধকার। অনিষ্ট দূর হওয়ার পরে আসে খুশীর প্রভাত। মানুষ যখন দুঃখে পড়ে, তখন তার চেহারা মলিন ও অন্ধকার হয়ে যায়। আবার যখন সে মুক্তি পায়, তখন তার চেহারাটা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার একচ্ছত্র ক্ষমতা আল্লাহ্র হাতে। যেমন তিনি বলেন, وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ– 'যদি আল্লাহ তোমাকে কোন অমঙ্গল স্পর্শ করান, তবে তা দূর করার কেউ নেই তিনি ব্যতীত। আর যদি তিনি তোমার মঙ্গল চান, তবে তাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারু নেই' (*ইউনুস ১০/১০৭*)। অতএব দুঃখের অমানিশা ছিন্ন করে যাতে শান্তির সুপ্রভাতের আগমন ঘটে, সেই কামনা নিয়ে প্রভাতের পালনকর্তা আল্লাহ্র নিকটে বান্দাকে সর্বদা আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অত্র আয়াতে।

الْفَلْقُ أَىْ الشَّقُّ. فَلَقْتُ الشَّيْءَ أَيْ شَقَقْتُهُ –فَلَقَ يَفْلِقُ فَلْقًا অর্থ বিদীর্ণ হওয়া, ফেটে বের হওয়া। যেমন মাটি ফুঁড়ে চারা বের হয়। সেখান থেকে فَلَقٌ অর্থ সকাল, প্রত্যেক সৃষ্ট জীব, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী নীচু যমীন বা পাহাড়ের ফাটল ইত্যাদি। কুরতুবী বলেন, كل ما انْفَلَقَ عن شئ من حيوان وصبح وحب ونوى وماء فهو فَلَقٌ 'প্রাণী, সকাল, শস্যদানা, শস্যবীজ বা পানিসহ যেকোন বস্তু যা বিদীর্ণ হয়, তাই-ই 'ফালাক্ব' *(কুরতুবী)*। রাতের অন্ধকার ভেদ করে প্রভাতের আলো বিচ্ছুরিত হয় বলেই এখানে 'ফালাক্ব' অর্থ 'প্রভাতকাল' বলা হয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ নিজের পরিচয় দিয়ে

---

১৮. বুখারী হা/২৭৬৬, মুসলিম হা/৮৯, মিশকাত হা/৫২।
১৯. মুসলিম হা/২২০০, মিশকাত হা/৪৫৩০ 'চিকিৎসা ও ঝাড়-ফুঁক' অধ্যায়-২৩।
২০. আহমাদ হা/১৭৪৫৮; হাকেম; ছহীহাহ হা/৪৯২।
২১. তিরমিযী হা/২০৭২, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৪৫৫৬।
২২. মুসলিম হা/২১৮৬, 'চিকিৎসা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১৫৩৪ 'জানায়েয' অধ্যায়, 'রোগী দেখতে যাওয়া ও রোগের ছওয়াব' অনুচ্ছেদ।
২৩. মুসলিম হা/২১৮৫; মির'আত হা/১৫৪৭-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ, ৫/২২৫ পৃঃ।
২৪. বুখারী হা/৩৩৭১, মিশকাত হা/১৫৩৫।

বলেছেন, فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى 'বীজ ও আঁটি থেকে অংকুরোদ্গামকারী' এবং فَالِقُ الْإِصْبَاحِ 'প্রভাত রশ্মির উন্মেষকারী' (*আন'আম ৫/৯৫-৯৬*)। উক্ত মর্মে এখানে 'ফালাক্ব' অর্থ কেবল 'প্রভাতকাল' নয়; বরং সকল মাখলূক্বাত হ'তে পারে। কেননা সকল সৃষ্টিই অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছে আল্লাহ্র হুকুমে এবং তিনিই সকল মাখলূক্বাতের সৃষ্টিকর্তা ও একক পালনকর্তা। অতএব তিনি 'রাব্বুল ফালাক্ব' এবং তিনিই 'রাব্বুল মাখলূক্বাত'।

(২) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ 'যাবতীয় অনিষ্ট হ'তে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন'।

অর্থাৎ ইবলীস ও তার সাথীদের প্রতারণা এবং শিরক-কুফর, যুলুম-অত্যাচার, রোগ-শোক, দুঃখ-বেদনা ইত্যাদি সৃষ্টিজগতের সকল প্রকারের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অনিষ্টকারিতা হ'তে হে আল্লাহ আমি তোমার পানাহ চাই। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভাল ও মন্দ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা মাত্র একজন, তিনি আল্লাহ। এটা নয় যে, ভাল-র স্রষ্টা আল্লাহ, আর মন্দের স্রষ্টা শয়তান। বরং সবকিছুই আল্লাহ্র একচ্ছত্র মালিকানার অন্তর্ভুক্ত। তিনি উভয়টি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য এবং সম্পদে ও বিপদে মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে কি-না তা যাচাই করার জন্য।

(৩) وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 'এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির অনিষ্ট হ'তে, যখন তা সমাগত হয়'।

মানুষের অধিকাংশ অনিষ্টকারিতা রাতের অন্ধকারেই হয়ে থাকে। সেজন্য এখানে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে সকল প্রকারের অনিষ্টকারিতা হ'তে আল্লাহ্র শরণ নেওয়ার কথা বলার পর এক্ষণে পরপর তিনটি প্রধান অনিষ্টকারিতার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। যার প্রথমটি হ'ল অন্ধকার রাত্রির অনিষ্টকারিতা যা সকলের নিকট বোধগম্য।

غَسَقَ অর্থ أول ظلمة الليل 'রাত্রির প্রথম অন্ধকার'। غَسَقَ يَغْسِقُ غَسَقًا অর্থ أَظْلَمَ 'অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া' (*কুরতুবী*)। যেমন আল্লাহ বলেন, أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ– 'তুমি ছালাত কায়েম কর সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির প্রথম অন্ধকার পর্যন্ত' (*বনু ইস্রাঈল ১৭/৭৮*)। এর মধ্যে যোহর, আছর, মাগরিব ও এশার ছালাতের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সূর্য ঢলার পর থেকে যোহরের ওয়াক্ত এবং সূর্যাস্তের পর প্রথম অন্ধকারের আগমন থেকে এশার ওয়াক্ত শুরু হয়।

وَقَبَ يَقِبُ وَقْبًا অর্থ أظلم، دخل، نزل، سكن 'অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া', 'প্রবেশ করা', 'অবতীর্ণ হওয়া', 'স্থিতিশীল হওয়া' প্রভৃতি। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে অর্থ হবে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া'। অর্থাৎ রাত্রির অন্ধকার যখন গভীরভাবে আচ্ছন্ন হয়। আর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতেই মানুষের অনিষ্টকারিতা বৃদ্ধি পায়। হাদীছে চন্দ্রকে غَاسِقٌ বলা হয়েছে। যেমন আয়েশা (রাঃ)-কে এক রাতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا عَائِشَةُ اسْتَعِيْذِيْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ– 'হে আয়েশা! এর অনিষ্টকারিতা হ'তে আল্লাহ্র নিকটে পানাহ চাও। কেননা এটি হ'ল 'গাসেক্ব' বা আচ্ছন্নকারী যখন সে সমাগত হয়'।[২৫]

বলা বাহুল্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি রাতের আকাশেই উদিত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে রাত্রিসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়সমূহ রয়েছে, যা মানুষের অনিষ্টের কারণ হয়ে থাকে। অতএব রাত্রিই হ'ল মূলকথা। সেকারণ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত 'গাসেক্ব' অর্থ 'অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি', যার অনিষ্টকারিতা হ'তে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাইতে বলা হয়েছে।

(৪) وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ 'এবং গ্রন্থিতে ফুঁকদানকারিণীদের অনিষ্ট হ'তে'।

এটি হ'ল দ্বিতীয় প্রধান অনিষ্টকারিতা, যা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। ইবনু যায়েদ বলেন, মদীনার ইহুদী মেয়েরা রাসূল (ছাঃ)-কে জাদু করেছিল এগারোটি গিরায় এগারোটি ফুঁক দিয়ে। আর এরা ছিল লাবীদ ইবনুল আ'ছামের মেয়ে (*কুরতুবী*)। তবে হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখাৎ ছহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে যে, লাবীদ ছিল মুনাফিক এবং ইহুদীদের মিত্র (*ইবনু কাছীর*)। আয়াতে স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করায় এটা নিশ্চিতভাবে ধারণা করা যায় যে, সে যুগে জাদু বিষয়ে মেয়েরাই ছিল প্রধান সহযোগী। ঐ জাদুর স্বাভাবিক প্রভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর মধ্যে কিছুটা ভাবান্তর দেখা দেয়। যেমন তিনি কোন কিছু করলে ভাবতেন করেননি। তানতাভী বলেন, এটা একটা রোগ। কিন্তু জ্ঞানের উপর এর কোন প্রভাব পড়ে না (*তানতাভী*)।

বস্তুতঃ ইহুদী ও মুনাফিকরা চেয়েছিল রাসূল (ছাঃ)-কে পাগল বানাতে ও তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটাতে। এটা ছিল তাদের শত্রুতার একটি নিকৃষ্টতম রূপ। কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসূলকে হেফাযত করেছিলেন। অমনিভাবে প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে হেফাযত করা তাঁর কর্তব্য বলে তিনি ঘোষণা করেছেন (*ইউনুস ১০/১০৩; রূম ৩০/৪৭*)।

২৫. তিরমিযী হা/৩৩৬৬; মিশকাত হা/২৪৭৫ সনদ ছহীহ।

প্রশ্ন হ'তে পারে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে জাদুর ক্রিয়া কেন হ'ল? তিনি তো আল্লাহ্র রাসূল। এর জবাব এই যে, আগুন ও পানির ন্যায় জাদুরও একটি স্বাভাবিক ক্রিয়া আছে। নবীগণ মানুষ ছিলেন। তাই তাঁরাও এসবের প্রতিক্রিয়ার ঊর্ধ্বে ছিলেন না। তবে সেই প্রতিক্রিয়ায় ক্ষতি হওয়া না হওয়াটা আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন বিষয়। যেমন আল্লাহ্র হুকুমে আগুন ইবরাহীম (আঃ)-এর কোন ক্ষতি করেনি (*আম্বিয়া ২১/৬৯*)। হযরত ইউনুস (আঃ)-কে নদীর পানি ও মাছ কোন ক্ষতি করেনি (*ছাফফাত ৩৭/১৪০-১৪৫*)। তেমনিভাবে আল্লাহ্র হুকুমে জাদু ক্রিয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আত্মিক ও জ্ঞানগত কোন ক্ষতি করতে পারেনি। অহি-র প্রচার ও প্রসারেও কোন ব্যত্যয় ঘটেনি, যেটা শত্রুরা কামনা করেছিল। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। নবী ছাড়াও আল্লাহ্র অন্যান্য নেক বান্দাদেরকেও আল্লাহ এমনিভাবে রক্ষা করে থাকেন। ঈমানদারগণের ইতিহাসে এর বহু নযীর রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আবুবকর আল-আছাম (ابو بكر الأصم) জাদুর এই ঘটনাকে অস্বীকার করেছেন এবং এগুলিকে কাফেরদের রটনা বলেছেন। জামালুদ্দীন ক্বাসেমীও তা সমর্থন করেছেন এবং এই মর্মে বর্ণিত ছহীহ হাদীছগুলিকে সমালোচনা থেকে মুক্ত নয় (ليس سالمًا من النقد), বলে মন্তব্য করেছেন *(তাফসীর ক্বাসেমী)*। অথচ এর পক্ষে তাঁরা কুরআনের যে দু'টি আয়াত এনেছেন, দু'টি আয়াতই তাঁদের দাবীর বিপক্ষে গেছে। তাঁদের প্রথম দলীল, وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 'আল্লাহ আপনাকে মানুষের (শত্রু) হাত থেকে বাঁচাবেন' *(মায়েদাহ ৫/৬৭)*। দ্বিতীয় দলীল وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى 'জাদুকর যেখানেই আসুক, সফল হবে না' *(ত্বোয়াহা ২০/৬৯)*। বস্তুতঃ জাদু করা সত্ত্বেও আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে মানুষরূপী শত্রুদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়েছিলেন এবং তাদের জাদু তাঁর উপরে সফল হয়নি। সেকারণ তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেনি।

(৫) وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 'এবং হিংসুকের অনিষ্ট হ'তে যখন সে হিংসা করে'।

এটি হ'ল তৃতীয় প্রধান অনিষ্টকারিতা। যা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। এটি সব শেষে আনা হয়েছে। কারণ হিংসা সকল আদম সন্তানের মধ্যে পরিব্যপ্ত এবং এটি সবচেয়ে কষ্টদায়ক ও সর্বাধিক ক্ষতিকর। কোন নবী-রাসূল হিংসুকদের হামলা থেকে রেহাই পাননি। সৎ ও ঈমানদার ব্যক্তিগণ দুনিয়াতে সর্বদা হিংসুকদের নিকৃষ্ট হামলার শিকার হয়ে থাকেন।

আলোচ্য আয়াতে إِذَا حَسَدَ অর্থাৎ 'হিংসুক যখন হিংসা করে' বলার কারণ হ'ল এই যে, যতক্ষণ কথায় বা কর্মে হিংসার বাস্তবায়ন না ঘটে, ততক্ষণ তা অন্যের কোন ক্ষতি করে না। যদিও হিংসার আগুনে হিংসুক নিজেই সর্বদা জ্বলতে থাকে। বস্তুতঃ এটাই হ'ল হিংসুকের জন্য নগদ দুনিয়াবী আযাব। আর পরকালের কঠিন আযাব তো আছেই।

হিংসুক কাকে বলে? الذى يتمنى زوال نعمة المحسود 'হিংসুক ঐ ব্যক্তি যে হিংসাকৃত ব্যক্তির নে'মত বিদূরিত হওয়ার আকাংখা করে' (*কুরতুবী, তানতাভী*)। যখন সে কর্মের মাধ্যমে তার হিংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, তখন তার অনিষ্ট হ'তে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, অন্যের মত নে'মতের অধিকারী হওয়ার কামনা করা বৈধ। কিন্তু অন্যের নে'মতের ধ্বংস কামনা করা অবৈধ। প্রথমটিকে বলা হয় الْغِبْطَةُ أو الْمُنَافَسَةُ ঈর্ষা বা আকাংখা এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় الْحَسَدُ বা হিংসা। হিংসা নিষিদ্ধ ও নিন্দিত। ঈর্ষা সিদ্ধ ও কাংখিত। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ 'হিংসা নেই দু'টি বিষয়ে ব্যতীত। ১. যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন। সাথে সাথে তাকে হক-এর পথে তা ব্যয় করার শক্তি দান করেছেন। ২. যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন। যা দিয়ে সে কার্য নির্বাহ করে ও যা সে লোকদের শিক্ষা দেয়'।[২৬] এখানে 'হিকমত' অর্থ সুন্নাহ। এখানে 'হিংসা' (حسد) দ্বারা 'ঈর্ষা' (الغِبْطة) বুঝানো হয়েছে। ফুযায়েল ইবনু 'ইয়ায বলেন, الْمُؤْمِنُ يَغْبِطُ، وَالْمُنَافِقُ يَحْسُدُ 'মুমিন ঈর্ষা করে ও মুনাফিক হিংসা করে'।[২৭] আল্লাহ মুমিনদেরকে জান্নাতে মিশকের মোহরাংকিত বিশুদ্ধতম শরাব পান করার ব্যাপারে উৎসাহিত করে বলেন, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ 'অতএব প্রতিযোগীরা এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করুক' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৬)*।

ইমাম কুরতুবী বলেন, হিংসা হ'ল প্রথম পাপ, যা আসমানে করা হয় এবং প্রথম পাপ যা পৃথিবীতে করা হয়। আসমানে ইবলীস আদমকে হিংসা করেছিল। আর পৃথিবীতে ক্বাবীল তার ছোট ভাই হাবীলকে হিংসা করেছিল। অতএব হিংসুক ব্যক্তি অভিশপ্ত, বহিষ্কৃত ও বিদ্বিষ্ট' (*কুরতুবী*)।

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, হিংসুক ব্যক্তি তার প্রভুর সাথে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হয় পাঁচভাবে। (১) সে অন্যের উপর আল্লাহ্র দেওয়া নে'মতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। (২) সে আল্লাহ্র অনুগ্রহ বণ্টনের উপরে ক্রুদ্ধ থাকে। (৩) সে আল্লাহ্র কাজের

২৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০২ 'ইলম' অধ্যায়।*
২৭. *কুরতুবী হা/৬৫৫০; ইসমাঈল 'আজলূনী, কাশফুল খাফা ২/২৯৫; তাযকেরাতুল মাওযূ'আত ১/১৪।*

বিরোধিতাকারী হয়। কেননা আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ যাকে খুশী তাকে দিতে পারেন। কিন্তু হিংসুক তার হিংসাকৃত ব্যক্তির জন্য সেটা চায় না। (৪) সে আল্লাহ্র বন্ধুদের লজ্জিত করে। অথবা লজ্জিত করতে চায় ও উক্ত নে'মতের ধ্বংস কামনা করে। (৫) সে আল্লাহ্র শত্রু ইবলীসকে সাহায্য করে' (*কুরতুবী*)।

মুক্তির উপায় :

প্রশ্ন হ'তে পারে, বর্ণিত তিন প্রকার অনিষ্ট হ'তে বাঁচার পথ কি?

উত্তর : এ থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হ'ল আল্লাহ্র উপর ভরসা করা। সব ফায়ছালা তাঁর উপরে ন্যস্ত করা এবং সূরা ফালাক্ব, নাস ও অন্যান্য দো'আ সমূহ পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাওয়া। অর্থ বুঝে অন্তর ঢেলে দিয়ে পূর্ণ আস্থাসহ দো'আ করতে হবে। আল্লাহ্র আশ্রয় হ'ল বড় আশ্রয়। যা পৃথিবীর সকল আশ্রয়ের চাইতে বড় ও নিরাপদ। এই আশ্রয় নমরূদের হুতাশন থেকে ইবরাহীমকে বাঁচিয়েছে, ফেরাঊনের হামলা থেকে মূসাকে বাঁচিয়েছে। যুগে যুগে অসংখ্য মুমিন বান্দাকে আল্লাহ বাঁচিয়েছেন। তিনি বলেন, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ 'আমার দায়িত্ব হ'ল মুমিনদের সাহায্য করা' *(রূম ৩০/৪৭)*।

বস্তুতঃ হিংসুক ব্যক্তি আল্লাহ্র নে'মতের শত্রু। সে আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে সরে যায়। সে মজলিসে কেবল লজ্জা পায়। ফেরেশতাদের কাছে লা'নতপ্রাপ্ত হয়। একাকী সে ক্ষোভের আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরে এবং আখেরাতে সে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হয়। ফলে হিংসুকের দুনিয়া ও আখেরাত সবই বরবাদ। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন-আমীন!

কবি ইবনুল মু'তায বলেন,

اصْبِرْ عَلَى حَسَدِ الْحَسُوْ + دِ فَإِنَّ صَبْرَكَ قَاتِلُهْ

فَالنَّارُ تَأْكُلُ بَعْضَهَا + إِنْ لَمْ تَجِدْ مَا تَأْكُلُهْ

'তুমি হিংসুকের হিংসায় ছবর কর। কেননা তোমার ধৈর্য ধারণ তাকে হত্যা করবে'। 'বস্তুতঃ আগুন তার একাংশকে খেয়ে ফেলে, যখন সে খাওয়ার মত কিছু পায় না'। অতএব الحسد مذموم وصاحبه مغموم 'হিংসা নিন্দনীয় এবং হিংসুক সদা দুঃখিত'।

সারকথা :

সকল বিপদাপদে সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে এবং সর্বদা তাঁর শরণ নিতে হবে।

জাতীয় গ্রন্থ পাঠ প্রতিযোগিতা ২০১৩

গ্রন্থ : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)

লেখক : ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সকলের জন্য উন্মুক্ত

পুরস্কার

১ম পুরস্কার : ৭০০০/= (সনদসহ)।
২য় পুরস্কার : ৫০০০/= (সনদসহ)।
৩য় পুরস্কার : ৪০০০/= (সনদসহ)।
৪র্থ পুরস্কার : ৩০০০/= (সনদসহ)।
৫ম পুরস্কার : ২০০০/= (সনদসহ)।
বিশেষ পুরস্কার : ৫টি।

নিয়মাবলী

- **রেজিস্ট্রেশনের তারিখ ও স্থান :**
  ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, কেন্দ্রীয় কার্যালয়
- **রেজিস্ট্রেশন ফি :**
  ৫০ টাকা
- **প্রতিযোগিতার তারিখ :**
  ১ মার্চ ২০১৩ শুক্রবার, সকাল ১০টা
  তাবলীগী ইজতেমা ২০১৩-এর ২য় দিন
- **প্রশ্নপদ্ধতি ও মানবণ্টন :**
  সময় : ১ ঘণ্টা, মোট প্রশ্ন ২০টি
  মোট নম্বর ২০×৫= ১০০
- **প্রতিযোগিতার স্থান :**
  কেন্দ্রীয় কার্যালয়
  বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
- **পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান :**
  ইজতেমা মঞ্চ, ২য় দিন বাদ এশা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন: ০৭২১-৮৬১৬৮৪, ০১৭৩৮-৬৭৩৯২৭

মানবাধিকার ও ইসলাম

*শামসুল আলম**

(৯ম কিস্তি)

দাসপ্রথা নিষিদ্ধতা প্রসঙ্গ :

ইসলাম প্রদত্ত দাস-দাসীদের অধিকার :

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম দাস প্রথাকে চূড়ান্ত রূপে নিষিদ্ধ করেনি নানাবিধ যৌক্তিক কারণে। আর সে কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ ব্যবস্থার ফলাফল মানব কল্যাণে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। প্রকৃতপক্ষে বাহ্যিক কিছু দিক খারাপ মনে হ'লেও ইসলামী জীবন বিধানে এ দাস ব্যবস্থাকে কেউ কখনও খারাপ বলতে পারেনি। প্রগতিবাদী ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে ইসলামের মূল চেতনার ওপর আঘাত হানার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা কখনও দাসব্যবস্থার ইতিবাচক দিকগুলোকে সামনে আনেনি এবং আনার চেষ্টাও করেনি। আবার কোন কোন পণ্ডিত এটাকে কিছুটা মেনে নেয়ার চেষ্টা করলেও তারা বলেছেন মানবতার ধর্ম ইসলাম বিশ্বের সকল মানুষের আশ্রয়স্থল হিসাবে স্বীকৃত, অথচ ইসলাম কেন মানুষের মধ্যে একটি গোষ্ঠীকে এত নিচু স্তরে রাখবে? কেন তাদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করবে? কেন তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা নষ্ট করবে ইত্যাদি? প্রকৃত অর্থে ইসলাম কখনও চায়নি দাস ব্যবস্থাকে ইচ্ছাকৃতভাবে টিকিয়ে রাখতে। পক্ষান্তরে ইসলাম যতটুকু এ ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তার বিপরীতে দাস-দাসীদেরকে মানুষ হিসাবে মর্যাদা, অধিকার ও স্বাধীনতা দিয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী। একটা মানুষকে সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য কয়েকটি মৌলিক অধিকার দরকার। যথা: খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে হয়তো এই অধিকারগুলো ক্ষুণ্ন হয়েছে। বিধায় জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদে দাসপ্রথাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং একই কারণে মানবাধিকার কর্মী ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ ইসলামের এই ব্যবস্থার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন। সুতরাং আমরা প্রথমে সেদিকে অর্থাৎ দাস-দাসীদের ক্ষেত্রে কতটুকু মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আলোকপাত করব-

১. খাদ্য-বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকার : ইসলাম দাস-দাসীদেরকে খাদ্য-বস্ত্র ও বাসস্থান প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছে। মহান আল্লাহ পাক দাস-দাসীদেরকে সকল দিকে পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা প্রদানের কথা ঘোষণা করেছেন। রাসূল (ছাঃ) দাস-দাসীদের বিষয়ে বিদায় হজ্জের ভাষণে অত্যন্ত কঠোরভাবে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা দাস-দাসীদের উপর অত্যাচার কর না। তোমরা যা খাবে দাস-দাসীদেরকে তা খেতে দিবে, নিজেরা যা পরবে তাদেরকে তা পরতে দিবে'।[২৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই ছোট অমিয় বাণীই বিশ্বের সকল যুগের সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। যার বাস্তব দৃষ্টান্ত হ'ল সে যুগ থেকেই দাস-দাসীদের উপর এই নীতির যথাযথ প্রয়োগ। সেজন্য অনেক দাস-দাসী নিজের অভাব পূরণের নিমিত্তে ইচ্ছা করে মনিবদের নিকটে বন্দীদশাকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। কোন মুসলিম শাসক বা সাধারণ মানুষ কোন দাস-দাসীদেরকে কষ্ট দিয়েছে এমন প্রমাণ কেউ দিতে পারেনি এবং পারবেও না। আর মনিবরা কখনও তাদেরকে খাওয়া-পরার কষ্ট দেয়নি। যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'খাদ্য ও পোষাক-পরিচ্ছদ দাস-দাসীদের প্রাপ্য এবং তাদের উপর এমন কাজের বোঝা চাপিয়ে দিবে না, যা তাদের সাধ্যের বাইরে'।[২৯]

এ সম্পর্কে আবূ যর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের দাস-দাসী তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনে করে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহ তা'আলা যার (কোন ব্যক্তির) ভাইকে তার অধীনে করেছেন, সে যেন নিজে যা খায় তাকেও তাই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরে তাকেও তা পরায়। আর যে কাজ তাদের সাধ্যের বাইরে তাদেরকে যেন সে কাজের কষ্ট না দেয়। একান্ত যদি তার উপর সাধ্যাতীত কাজ অর্পণ করতে হয়, তবে যেন তাকে সাহায্য করে'।[৩০]

অন্য হাদীছে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর হ'তে বর্ণিত, একদা তার কর্ম তত্ত্বাবধায়ক তাঁর নিকট আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি গোলামদেরকে তাদের খোরাকী সরবরাহ করেছ? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, তুমি এখনই যাও এবং তাদের খোরাকী দিয়ে দাও। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তির গুনাহের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে ঐ ব্যক্তির খোরাকী আটক করে রাখে, যার খোরাকী তার যিম্মায় রয়েছে'। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, 'কোন ব্যক্তির গুনাহের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, যার খাদ্য এই ব্যক্তির যিম্মায় রয়েছে, সে তা নষ্ট করে দেয়'।[৩১]

অন্য এক হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কারও খাদেম খানা তৈরী করে, অতঃপর সে উক্ত খানা তার মালিকের সম্মুখে উপস্থিত করে, অথচ সে আগুনের তাপ ও ধোঁয়ার কষ্ট সহ্য করেছে, তবে যেন মালিক তাকে নিজের সাথে বসায় এবং নিজের সঙ্গেই খানা খাওয়ায়। কিন্তু খাদ্যের পরিমাণ যদি কম হয়, তাহ'লে অন্তত তা হ'তে এক/দুই গ্রাস খানা তার হাতে তুলে দেয়'।[৩২] এ হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, শুধু দাস-দাসী নয় অধীনস্ত চাকর-চাকরাণীদের প্রতিও নযর রাখার তাকীদ রয়েছে।

---

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২৮. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৪০; আদাবুল মুফরাদ হা/১৮৮।

২৯. মুসলিম হা/১৬৬২, মিশকাত হা/৩৩৪৪।

৩০. মুত্তাফাক্ব আলাইহি, মিশকাত হা/৩২০১।

৩১. মুসলিম, বাংলা মিশকাত, অনুবাদ: নুর মোহম্মদ আজমী, (ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয়), হা/৩৩০৩।

৩২. মুত্তাফাক আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/৩২০৪।

পক্ষান্তরে এর বিপরীত চিত্র অন্যান্য জাতি ও ধর্মে আমরা দেখতে পাই। যেমন রোমক সাম্রাজ্যবাদীরা দাস-দাসীদেরকে মাঠে মাঠে অমানবিক পরিশ্রম করাত। তাদের কোন অধিকার স্বীকার করা হ'ত না। মাঠে কঠিন কাজ করার সময় যাতে পালাতে না পারে, সেজন্য হাতে ও পায়ে লোহার শিকল ও বেড়ী লাগানো হ'ত। তাদেরকে পেট পুরে খেতে দিত না। কোন মতে বেঁচে থাকার মত খাবার দিত। তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার মত ক্ষমতাটুকু যাতে টিকে থাকে সেজন্যই এ খাবারটুকু দিত। এ খাবার যে তার পাওনা এ কথা তারা ভাবত না কখনও। যদিও পশু-পাখী কিংবা গাছ-পালাকে যত্ন করাটা তাদের কর্তব্য বলে ভাবত। কাজের সময় কথায় কথায় দাসদের বেত্রাঘাত করে তারা সুখানুভব করত। কাজের শেষে তাদের অধিকাংশকেই ইঁদুর-পোকার নিবাস আঁধার কুঠুরীতে শৃংখলে বাঁধা অবস্থায় শুতে দেওয়া হ'ত। গরু-ছাগলের থাকার জন্য যতটুকু খোলা ও প্রশস্ত জায়গা দেয়া হ'ত, দাসদের তাও দেয়া হ'ত না।[৩৩] এভাবে ইতিহাসের পাতা ঘাটলে বহু অমানবিক চিত্র তুলে ধরা যাবে। পক্ষান্তরে ইসলাম দাস-দাসীদের খাদ্য-বস্ত্রের পূর্ণ চাহিদা পূরণ করতে মনিবদের নির্দেশ দিয়েছে।

২। শিক্ষা ও চিকিৎসার অধিকার : ইসলামে মনিবদের অধীনে দাস-দাসীদেরকে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। একবার কাইসারীয়ার চার হাযার গোলাম বন্দী হয়ে এলে ওমর ফারূক (রাঃ) তাদের অনেককেই শিক্ষালয়ে লেখাপড়া করার জন্য ভর্তি করে দিয়েছিলেন।[৩৪]

আব্বাস (রাঃ) তাঁর গোলাম ইকরামাকে কুরআন-হাদীছের শিক্ষা দান করেছিলেন। আবু আমের সালীম গ্রেফতার হয়ে মদীনায় নীত হ'লে তাকে লেখাপড়া শিক্ষার জন্য পাঠশালায় বসিয়ে দেয়া হয়। ওছমান (রাঃ)-এর গোলাম ইমরানকে ক্রয় করে লেখাপড়া শিক্ষার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। গোলামদের ন্যায় দাসীদেরকেও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা হ'ত। এজন্য তাদেরকে বিশেষভাবে উৎসাহ দেয়া হ'ত। রাসূল (ছাঃ) এজন্য নিজে ছাহাবীগণকে বিশেষ উপদেশ দিতেন। তিনি বলেন, ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجُورَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا 'তিন ব্যক্তি দু'টি বড় শুভ কর্মফল লাভ করবে। একজন সে, যে তার দাসীকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে এবং খুব ভালভাবে প্রশিক্ষিত করে তুলবে। তাকে খুব ভালভাবে আদব-কায়দা শিখাবে এবং পরে তাকে মুক্ত করে দিয়ে নিজে তাকে বিয়ে করবে'।[৩৫]

মনিবরা দাস-দাসীদেরকে কখনও বিনা চিকিৎসায় থাকতে দেয়নি। রোগে আক্রান্ত হ'লেই তাদের উপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করত। কারণ মনিবরা মনে করত দাসদের কষ্ট দেয়া মানেই আল্লাহ্র অসন্তোষে পতিত হওয়া। তাই তারা এ ব্যাপারে অত্যধিক সজাগ থাকত। সুতরাং ইসলাম দাস-দাসীদের শুধু খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং শিক্ষা ও চিকিৎসার প্রতিও বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছে।

দাস-দাসীদের অন্যান্য অধিকার :

১. ক্ষমা প্রদর্শন : ইসলাম দাস-দাসীদের প্রতি অতি দয়া দেখিয়েছে। যা অন্য কোন ধর্মে খুঁজে পাওয়া যায় না। যেখানে রোমকরা দাসদের পরস্পর যুদ্ধে অংশ নিতে বলত। এ মরণপন যুদ্ধে দাসরা একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। তরবারি ও বল্লমের মারে প্রতিদ্বন্দ্বী দাসকে ক্ষতবিক্ষত করে চলত তারা। আর যুদ্ধ সাঙ্গ হ'ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিষমভাবে হত্যা করার মাধ্যমে। মনিবরা সপরিষদ হাত তালি দিয়ে বিজয়ী দাসদের অভিনন্দন জানাত। খেলা দেখতে দেখতে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ত তারা। রোমান সম্রাটও এ ধরনের আনন্দ-উপভোগে অংশ নিত। আধুনিক ইউরোপীয়ান ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাও ঐ একই নীতি অবলম্বন করে যাচ্ছে।[৩৬]

ইসলাম দাস-দাসীদের প্রতি ক্ষমার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। একটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, একদিন একজন ছাহাবী জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আমরা গোলামদের কতবার ক্ষমা করব? প্রথম ও দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসার কোন জবাব দিলেন না। তৃতীয়বারে তিনি বললেন, তাকে দৈনিক সত্তরবার ক্ষমা করবে।[৩৭]

সালমান ফারসী ও ওছমান (রাঃ) তাঁদের গোলামদের উপর কোন কষ্টকর কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতেন না। ইসলামী শরী'আতে গোলামদের শাস্তি অর্ধেক রাখা হয়েছে। যেমন মুক্ত-স্বাধীন মানুষের যে অপরাধের জন্য ৮০ দোররা মারার বিধান রয়েছে, সেখানে গোলামদের ৪০ দোররা মারা হবে। আবূ মাসঊদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি আমার এক গোলামকে প্রহার করছিলাম, এমন সময় আমার পিছন দিক থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম, হে আবূ মাসঊদ! নিশ্চয়ই তার উপরে আল্লাহ যতটুকু ক্ষমতা দিয়েছেন তোমার উপর তার চাইতে অধিক ক্ষমতা দিয়েছেন। আমি ফিরে দেখি, রাসূল (ছাঃ) কথা বলছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আল্লাহ্র ওয়াস্তে ওকে আযাদ করে দিলাম। তিনি বললেন, أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ 'যদি তুমি তাকে আযাদ না করতে, তবে জাহান্নাম তোমাকে অবশ্যই স্পর্শ করত'।[৩৮]

৩৩. মুহাম্মাদ কুতুব, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৪), পৃঃ ৩৬-৩৭।
৩৪. মাওলানা আব্দুর রহীম, দাস প্রথা ও ইসলাম, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, মার্চ ২০০৯), পৃঃ ২১।
৩৫. বুখারী হা/২৫৪৭; আহমাদ হা/১৯৬১৮।
৩৬. ভ্রান্তির জালে ইসলাম, পৃঃ ৩৭।
৩৭. আবূদাঊদ হা/৫১৬৭, মিশকাত হা/৩৩৬৭।
৩৮. মুসলিম হা/১৬৫৯, আদাবুল মুফরাদ হা/১৭১।

২. সাক্ষ্য প্রদানের অধিকার :

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সুস্থ, বিবেক সম্পন্ন দাস-দাসীদেরকে সাক্ষ্য প্রদানের অধিকার দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে আনাস (রাঃ) বলেন, ক্রীতদাসের সাক্ষ্য কেউ অগ্রাহ্য করেছে বলে আমার জানা নেই। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) লিখেছেন, আল্লাহ্র কিতাব, রাসূলের সুন্নাত, ছাহাবাদের ইজমা এবং ন্যায়বিচারের মানদণ্ড সব কিছুই প্রমাণ করে যে, যেসব ব্যাপারে মুক্ত-স্বাধীন মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে, সেসব ব্যাপারে গোলামদের সাক্ষ্য অবশ্যই গ্রহণীয়।[৩৯]

৩. সদাচরণ পাবার অধিকার :

ইসলাম দাস-দাসীদের সাথে সদাচরণ করার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। কুরআন-হাদীছে যার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। যেমন- আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) বলেন, যে কেউ তার গোলামকে প্রহার করবে নির্যাতক রূপে তাকেই ক্বিয়ামতের দিন শৃংখলে আবদ্ধ করা হবে।[৪০] অন্য এক হাদীছে এসেছে আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কাউকে অন্যায়ভাবে প্রহার করবে, ক্বিয়ামতের দিন তার নিকট হ'তে তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে'।[৪১]

দাস-দাসীদেরও নতুন ও ভাল পোষাক এবং ভাল খাবার পাবার অধিকার রয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, মারূর ইবনু সুয়েদ বলেন, আমি একদা আবূ যার (রাঃ)-কে নতুন এক জোড়া কাপড় পরা অবস্থায় দেখতে পেলাম। তখন তার গোলামের গায়েও অনুরূপ একজোড়া নতুন কাপড় ছিল। আমি তখন এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আমি (আমার দাসদের মধ্যকার) এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম। তখন সে নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তখন নবী করীম (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তার মা তুলে গালি দিয়েছ? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের দাসরা হচ্ছে তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং যার অধীনে যার ভাই রয়েছে, তার উচিত সে যা খায়, তা তাকে খেতে দেয়া এবং সে যা পরে তাই তাকে পরতে দেয়া এবং যে কাজ তার সাধ্যের অতীত তার উপর তা চাপাবে না। আর এরূপ কোন কাজ তাকে করতে দিলে তাকে সেই কাজে সে নিজেও সাহায্য করবে'।[৪২]

দাস-দাসীদের শুধু অন্ন-বস্ত্র পাবার অধিকার নয় বরং তা প্রদান করাকে মুসলমানদের জন্য ছাদাক্বার ন্যায় বলা হয়েছে। যাতে পরকালে অশেষ নেকী রয়েছে। এ সম্পর্কে মিকদাম (রাঃ) বলেন, তিনি নবী করীম (ছাঃ) বলতে শুনেছেন, مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ وَوَلَدَكَ وَزَوْجَكَ وَخَادِمَكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ 'তুমি নিজে যা খাও, তোমার স্ত্রী, পুত্র এবং ভৃত্যকে যা খাওয়াও তার সবই ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত'।[৪৩]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ 'যখন তোমাদের মধ্যকার কারও খাদেম তার আহার নিয়ে তার কাছে আসে, তখন তাকেও সাথে বসিয়ে নেয়া উচিত। সে যদি তাতে সম্মত না হয় তবে তাকে তা থেকে কিছু দিয়ে দেয়া উচিত'।[৪৪]

উক্ত হাদীছগুলো থেকে বুঝা যায়, ইসলাম দাস-দাসীদের সাথে কি মহৎ ও উদার আচার-ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে। কোন মানবাধিকার সনদে অথবা ধর্মে এর নাম নিশানাও পাওয়া যায় না। উপরন্তু উচ্চবিত্ত বা অভিজাত শ্রেণী বাড়ীর চাকর-চাকরাণী বা নিম্নশ্রেণীর সাথে খাদ্য হৌক কিংবা অন্য কোন সামাজিক ক্ষেত্রে হৌক চরম অসদাচরণ ও বৈষম্যমূলক ব্যবহার করে থাকে। ক্ষুধার্ত অবস্থায়ও তাদের দু'মুঠো খাবার জোটে না। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে গৃহকর্তা/কর্ত্রী কর্তৃক নিষ্ঠুর অত্যাচারে তারা আহত হয়ে মৃত্যুবরণও করে থাকে। গরম খুনতির ছ্যাকা, বাথরুমে আটকে রেখে নিপীড়ন ও যৌন নির্যাতন প্রভৃতি অত্যাচার চালান হচ্ছে অহরহ। এগুলো বন্ধ হওয়া অতীব যরূরী। এগুলো অবশ্যই মানবাধিকার লংঘন।

৪. বিবাহ করার অধিকার : মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হ'ল প্রত্যেক নর-নারী উপযুক্ত বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। এটাই ইসলাম সম্মত। কিন্তু ইসলামপূর্ব যুগে দাস-দাসীদের বিয়ে করার অধিকার ছিল না। রোমান সাম্রাজ্য প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে গোলামদের বিয়ে-শাদী করার আইনগত কোন অধিকারী ছিল না।[৪৫] ইসলাম এক্ষেত্রে দাস-দাসীদেরকে সমান অধিকার দিয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنْكِحُوْا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ– 'তোমরা তোমাদের অবিবাহিত মেয়ে ও তোমাদের নেক চরিত্রবান দাস-দাসীদের বিয়ের ব্যবস্থা কর' *(নূর ৩২)*।

কোন পুরুষ গোলাম শুধু দাসী বিয়ে করবে এমনটা নয়, সে যে কোন স্বাধীন মহিলাকে এবং উচ্চ সম্ভ্রান্ত পরিবারেও বিয়ে করতে পারে। স্বয়ং নবী করীম (ছাঃ) স্বীয় মুক্ত গোলাম যায়েদ ইবনে হারেছার সাথে নিজের ফুফাতো বোন যয়নাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে দিয়েছিলেন।

মারিয়া কিবতিয়া ও রায়হানা নামের দু'জন দাসীকে মুক্ত করে তিনি (ছাঃ) তাদের স্বীয় বিবাহিতা স্ত্রীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত

৩৯. দাসপ্রথা ও ইসলাম, পৃঃ ৪২।
৪০. আদাবুল মুফারাদ হা/১৮১, সনদ ছহীহ।
৪১. আদাবুল মুফারাদ হা/১৮৬, সনদ ছহীহ।
৪২. বুখারী হা/৩০, আদাবুল মুফরাদ হা/১৮৯।
৪৩. আদাবুল মুফরাদ হা/১৯৫।
৪৪. আল-আদাবুল মুখরাদ হা/২০০।
৪৫. দাস প্রথা ও ইসলাম, পৃঃ ৪২।

করেছিলেন। প্রথমোক্ত জনের গর্ভে তার সন্তান ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

রোমান সভ্যতার একটি কলঙ্কজনক নিয়ম ছিল। কোন গোলামের কন্যার বিয়ে হ'লে তাকে প্রথম রাত মনিবের সাথে অতিবাহিত করতে হ'ত। সৈয়দ আমীর আলী লিখেছেন, এই নিলর্জ্জ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে খৃষ্টান পাদ্রীদেরও কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু ইসলামে এই ধরনের পাশবিক ব্যবস্থার কল্পনাও করা যায় না।[৪৬]

দাসীকে বিবাহ করে আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়াকে মনিবের জন্য দ্বিগুণ ছওয়াবের কারণ বলে রাসূল (ছাঃ) উল্লেখ করেছেন। এক হাদীছে এসেছে,... তিন ব্যক্তির জন্য দু'টি করে পারিশ্রমিক রয়েছে : (১) আহলে কিতাবের ঐ ব্যক্তি যে তার স্বীয় নবীর প্রতি ঈমান এনেছে, আবার মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতিও ঈমান এনেছে, তার জন্য দু'টি পারিশ্রমিক রয়েছে (২) ক্রীতদাস যখন আল্লাহ্র হক এবং তার মনিবের হক আদায় করে। (৩) ঐ ব্যক্তি, যার কাছে একটি দাসী ছিল সে তাকে শয্যাসঙ্গিনী করল, তাকে উত্তমরূপে আদব-কায়েদা শিক্ষা দিল, অতঃপর তাকে মুক্ত করে বিয়ের মাধ্যমে জীবনসঙ্গিনী রূপে বরণ করল। তার জন্যও দু'টি পারিশ্রমিক রয়েছে।[৪৭]

এখানে স্পষ্টত বুঝা যায়, দাস-দাসীদের বিবাহ-শাদী কেবল তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তারা স্বাধীন ব্যক্তিদের ন্যায় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে এবং পরিবার গঠন করতে পারবে। অথচ আধুনিক বিশ্বে একদল সভ্য শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান এক কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানকে একই দেশের, ভাষার ও ধর্মের মানুষ হওয়া স্বত্ত্বেও জনৈকা শ্বেতাঙ্গীনির প্ররোচনায় তার সাহচর্য দানের সাহস দেখানোর অপরাধে বুটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করল। পুলিশের সামনে এ ঘটনা ঘটলেও পুলিশ ছিল নির্বিকার।[৪৮]

৫. সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার : ইসলামে সকল মুক্ত মানুষের যেমন সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত, দাস-দাসীদেরকেও অনুরূপ অধিকার দেয়া হয়েছে। যেমন- কোন দাস যদি রাসূল (ছাঃ)-কে দাওয়াত দিত তাহ'লে তিনি (ছাঃ) কবুল করতেন এবং তাদের ঘরে উপস্থিত হয়ে তাদের দেয়া খাদ্যবস্তু আনন্দের সাথে গ্রহণ করতেন। ইসলামে ছালাতে ইমামতি করা অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন কাজ। যোগ্যতা থাকলে গোলামরা ছালাতে ইমামতি করার সুযোগ পেত। ইসলামের বড় ছাহাবীগণ তাদের পিছনে ছালাত আদায় করে তার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আবু হুযাইফা (রাঃ)-এর গোলাম সালেম ছালাতে ইমামতি করতেন এবং তার পিছনে আবুবকর (রাঃ), ওমর ফারূক (রাঃ), আবু সালমা (রাঃ), যায়েদ (রাঃ) এবং আমের ইবনে বারিতা (রাঃ) প্রমুখ সম্মানিত ছাহাবীগণ ছালাত আদায় করতেন। ওমর (রাঃ) যখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-কে কূফার বিচারপতি নিযুক্ত করেছিলেন, তখন মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম আম্মার ইবনে ইয়াসার কূফায় ছালাতের ইমাম এবং সাময়িক গভর্ণর রূপে নিয়োগ পেয়েছিলেন।

ইসলামপূর্ব সমাজে গোলামরা কোন কিছুর মালিক হ'তে পারত না। কিন্তু ইসলামে মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামরাও ধন-সম্পদের মালিক হওয়ার অধিকারী ছিল। ওমর (রাঃ) তাঁর খেলাফত আমলে যেসব বৃত্তি ও অনুদান বণ্টন করতেন, গোলামরাও তা থেকে ন্যায্য অংশ লাভ করত।[৪৯]

কোন কোন গোলাম তাদের মনিবদের কাছে এতই স্নেহ-ভালবাসা, সম্মান ও অধিকার ভোগ করত যে তারা দাসত্ব থেকে ইচ্ছা করে স্বাধীন হ'তে চাইত না। অথচ অন্যত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে বর্ণবৈষম্যের ভয়াল চিত্র আমরা দেখতে পাব। বিশ্ব পরাশক্তি আমেরিকার হোটেলে নোটিশ টানানো হ'ত যে, এটা শুধু শ্বেতাঙ্গদের জন্য, এখানে কৃষ্ণাঙ্গ ও কুকুর ঢুকতে পারবে না'।[৫০] আমেরিকা, বৃটেন, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি উন্নত রাষ্ট্রে এখনও কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে উক্ত মর্যাদা তো দূরের কথা সেখানে এমনও অবস্থা রয়েছে যে হোটেলে পাশাপাশি কালো মানুষদেরকে বসতে দেখলে সাদারা দূরে চলে যায়। এমনকি তাদেরকে থুথু নিক্ষেপ করার কথাও জানা যায়। অথচ ইসলাম দাস-দাসীদেরকে কতই না মর্যাদার স্থানে অভিষিক্ত করেছে।

পক্ষান্তরে পৌত্তলিক, মুসলিম বিদ্বেষী ও নিম্নস্তরের এক দাস মুসলমানদের দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ)-কে হত্যার হুমকি দিয়েছিল। তখন তার সাথে খলীফা কোন খারাপ ব্যবহার করেননি, তিনি শুধু বলেছিলেন দাসটি আমাকে হত্যা করতে চেয়েছে এবং এর প্রতিকারে কোন ব্যবস্থাই তিনি নিলেন না। তার বিরুদ্ধে তখনই অভিযোগ এল, যখন সে খলীফাকে হত্যা করল।[৫১] সমাজে দাসদের এমন মর্যাদা দেয়া হয়েছিল যে, ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় সম্মানিত ছাহাবী ও খলীফা ক্রীতদাস বেলাল হাবশীকে 'মওলানা' বা 'আমাদের বন্ধু' বলে সম্বোধন করতেন। তিনি বলতেন, আবু বকর (রাঃ) আমাদের বন্ধুকে মুক্ত করে দিয়েছেন। সালমান ফারসী (রাঃ)ও ক্রীতদাস ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, সালমান তো আমাদের পরিবারভুক্ত একজন। এ থেকেই বুঝা যায়, ইসলামে দাসদেরকে কোন দৃষ্টিতে দেখা হ'ত। কৃতদাস বেলাল (রাঃ)-কে কা'বা ঘরে প্রথম আযান দেয়ার জন্য মুয়াযযিন নিযুক্ত করা হয়েছিল। এভাবে বহু দাস ছিল যারা কখনও বুঝতে পারেনি যে, তারা দাস ছিল।

৬. রাজনৈতিক তথা নেতৃত্ব পাবার অধিকার : ইসলাম দাসদের রাজনৈতিক অধিকার তথা নেতৃত্ব পাওয়ার সকল পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে, যা অন্য কোন ধর্ম বা মানবাধিকার সনদে দেখা যায় না। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, উম্মুল হুছায়েন (রাঃ) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যদি

৪৬. তদেব, পৃঃ ৪৩।
৪৭. আদাবুল মুফরাদ, হা/২০৩।
৪৮. মুহাম্মাদ কুতুব, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, পৃঃ ৫৪।
৪৯. দাসপ্রথা ও ইসলাম, পৃঃ ৪৫-৪৬।
৫০. ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, পৃঃ ৫৪।
৫১. তদেব, পৃঃ ৫৫।

তোমাদের উপর নাককাটা কৃষ্ণকায় গোলামও আমীর নিযুক্ত হন, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করেন তোমরা তার কথা শোন ও মান্য কর'।[৫২]

দাসদেরকে ইসলাম সেনাপতিত্ব ও নেতৃত্বের মর্যাদায় ভূষিত করেছিল। মহানবী (ছাঃ)-এর ঘনিষ্ঠতম ছাহাবীদের সমন্বয়ে গঠিত এক সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করলেন এক সময়ের কৃতদাস যায়েদকে। সে বাহিনীতে আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর মত বিশিষ্ট ছাহাবীগণ থাকা সত্ত্বেও যায়েদের মৃত্যুর পর সেনাপতিত্ব দেয়া হ'ল তদীয় পুত্র উসামাকে। এভাবে ইসলাম দাসকে শুধু মনিবদের সমান মর্যাদাই দেয়নি; বরং কখনও কখনও মনিবেরা দাসদের আনুগত্যও করত। আর এসব ছিল মহানবী (ছাঃ)-এর অনুসৃত নীতির কিছু নমুনা। সুতরাং ইসলাম দাসদেরকে গোত্রীয় নেতা ও রাষ্ট্রনেতা বানাতেও স্বীকৃতি দিয়েছে।

৭. দাসদের স্বাধীন হওয়ার অধিকার : ইসলাম দাসদের শুধু মৌলিক অধিকার ও মর্যাদা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি; বরং দাস প্রথাকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে তাদের মুক্ত করার নানা উপায় ও পদক্ষেপ নিয়েছে। যাতে এক পর্যায়ে দাসপ্রথা নির্মূল হয়ে যায়। জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদে দাস প্রথাকে নিষিদ্ধ করার আর একটি কারণ হচ্ছে, দাস প্রথাতে মানুষ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না। অর্থাৎ তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকে না। কিন্তু ইসলামে তাদের স্বাধীনতা রয়েছে এবং সকল কাজে-কর্মে, বিয়ে-সাদী, চলাফেরা সকল ক্ষেত্রেই তা প্রয়োগ করতে পারে। দাস-দাসীরা স্বাধীনভাবে সবকিছু করতে পারে তবে তা মনিবদের অবগত করাতে হয়।

দাস-দাসীদের মুক্ত ও স্বাধীন হওয়ার জন্য যেসকল ব্যবস্থা ইসলাম খোলা রেখেছে, তা নিম্নে বর্ণিত হ'ল-

মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন, وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَـاةَ 'কিন্তু সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ হ'ল, যে ঈমান আনল আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণের প্রতি। তারই মহব্বতে নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃস্ব পথিক, প্রার্থী ও দাস মুক্তিতে অর্থ ব্যয় করল এবং ছালাত কায়েম করল, যাকাত আদায় করল'... *(বাক্বারাহ ১৭৭)*। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরও বলেন, مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْراً وَآتُوْهُم مِّنْ مَّالِ اللهِ الَّـذِيْ آتَـاكُمْ 'আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দান করবে' *(নূর ৩৩)*। আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন, فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِـدَاء 'অতঃপর হয় অনুকম্পা নয়, মুক্তি পণ' *(মুহাম্মাদ ৪)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّـارِ 'যে ব্যক্তি একজন দাসকে মুক্ত করল, আল্লাহ তা'আলা তাকে মুক্ত দাসের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে জাহান্নাম হ'তে নিস্কৃতি দান করবেন'।[৫৩] এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'গোলাম স্বাধীন কর এবং গলদেশ মুক্ত কর'। জনৈক ছাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, এই দু'টি কথার মধ্যে তো কোন পার্থক্য মনে হয় না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এই দু'টি কথা অভিন্ন নয়। প্রথম পক্ষের অর্থ, তুমি নিজে কোন দাসকে মুক্তি দিবে এবং দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ কোন দাসের মুক্তি লাভে তুমি সাহায্য-সহায়তা করবে।

নবী করীম (ছাঃ) যায়েদ ইবনে হারেছাকে মুক্ত করে স্বীয় পালিত পুত্রের মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং নিজের ফুফাত বোনকে তার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। ছওবানকে মুক্ত করেছিলেন। তিনি ছিলেন কা'বা ঘরের ঝাড়ুদার। আবু রাফে', সালমান ফারসী, আবু কাবাশা, ইয়ালা, রুয়াইকা প্রমুখ তারই মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন।

একদিন আনাস (রাঃ)-এর গোলাম তার সাথে চুক্তি করতে চাইলে তিনি মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু পরে ওমর (রাঃ) এটা জানতে পেরে এটা মেনে নেবার জন্য আনাস (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাতেও তিনি রাযী হ'লেন না দেখে ওমর (রাঃ) ক্রুদ্ধ হয়ে আনাস (রাঃ)-কে দোররা মারতে উদ্যত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত আনাস (রাঃ) তা মেনে নিতে রাযী হয়েছিলেন।[৫৪]

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি বিনা দোষে তার গোলামকে শাস্তি দেয় অথবা চপেটাঘাত করে তবে এর কাফফারা হ'ল সে যেন তাকে আযাদ করে দেয়'।[৫৫]

এ সম্পর্কে অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, জনৈক ছাহাবী কোন কারণে তার গোলামকে প্রহার করলে রাসূল (ছাঃ) তা দেখে ফেললেন। এর কারণ জানতে চাইলে উক্ত ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, আমি একে আযাদ (মুক্ত) করে দিলাম আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তুমি যদি এটা না করতে তবে জাহান্নামের আগুন তোমাকে জ্বালিয়ে ফেলত। অথবা বলেছেন, আগুন তোমাকে স্পর্শ করত'।[৫৬]

দাস মুক্তির জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা :

৫২. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬২, নেতৃত্ব ও বিচার ব্যবস্থা অধ্যায়।

৫৩. মুসলিম হা/১৫০৯, নাসাঈ হা/৩১৪২।
৫৪. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/১৭৬০।
৫৫. মুসলিম হা/১৬৫৭, আবুদাঊদ হা/৫১৬৮।
৫৬. মুসলিম, মিশকাত, বাংলা অনুবাদ, হা/৩২১০।

ইসলাম দাস-দাসীকে মুক্ত বা স্বাধীন করার কতিপয় স্থায়ী ব্যবস্থা রেখে গেছে। যেমন- গোলাম নিজের অথবা অন্যের দানকৃত অর্থের বিনিময়ে দাসত্ব মুক্ত হ'তে পারে। এজন্য ইসলাম অবারিত সুযোগ রেখেছে। ইসলামে যাকাত বণ্টনের যে আটটি খাত রয়েছে দাস মুক্তি তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। এ খাতে যাকাতের অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে মুসলমান দাসদের মুক্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া রাষ্ট্রীয় কোষাগার এবং বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় দাস মুক্তির সকল ব্যবস্থা ছিল।

এমনকি মালিক কখনও যদি কৃতদাসকে লক্ষ্য করে বলে যে, আমার মৃত্যুর পরে তুমি মুক্ত, তাহ'লে তার মৃত্যুর পরই গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। ইসলামে ভুলক্রমে হত্যা, যিহার, কসম ভঙ্গ, রামাযানে দিনের বেলায় যৌন মিলনের কারণে ছিয়াম ভঙ্গের কাফফারা হিসাবে দাস মুক্তির ব্যবস্থা রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে অসংখ্য দাস মুক্তির ঘটনা জানা যায়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, রাসূল (ছাঃ) নিজে তেষট্টিজন গোলামকে মুক্ত করেছিলেন। তাঁর ছাহাবীগণ কর্তৃক মুক্ত গোলামদের সংখ্যা ছিল ৩৯,২৫৯ জন।[৫৭] প্রকৃতপক্ষে ইসলাম দাসমুক্তির যে পদক্ষেপ ও উপায় রেখেছে তার বাস্তবায়ন করা হ'লে কোথাও দাসত্বের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। সে কারণে ইংল্যাণ্ডের ইসলাম বিদ্বেষী লেখক পোলও স্বীকার করেছেন এবং বলতে বাধ্য হয়েছেন, যেসব দেশে দাস প্রথা বিরাজমান, সেসব দেশে ইসলামের নবী কর্তৃক গোলাম মুক্ত করার লক্ষ্যে নির্দেশিত পন্থা অনুযায়ী কাজ করা হ'লে অল্পদিনের মধ্যেই দাসপ্রথার চূড়ান্ত অবলুপ্তি ঘটত, তাতে এক বিন্দু সন্দেহ নেই।[৫৮]

মুক্তি লাভের পর : দাস-দাসীর মুক্তি বা স্বাধীন হওয়ার পর সে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারবে, যা অন্যান্য স্বাধীন মানুষ করে থাকে। অর্থাৎ সে মানবীয় সকল অধিকার ভোগ করবে। এ সম্পর্কে ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, যে লোক তার গোলামকে মুক্ত করে দিল, তার এই মুক্তি নিশ্চিত ও শাশ্বত হয়ে যাবে। তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। তার যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান অবশ্যই স্বীকৃত হবে। তার উত্তরাধিকার চালু হবে। তার উপরে পূর্ববর্তী মনিবের কোন অধিকার থাকবে না এবং তার উপর কোন কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া যাবে না। অনুরূপভাবে তার উপর নতুন করে দাসত্ব চাপিয়ে দেয়া যাবে না।[৫৯]

পর্যালোচনা :

জাতিসংঘ সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের ৩নং ধারায় দাস প্রথা নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কারণ মানুষ, মানুষের নিকট প্রভু হিসাবে থাকতে পারে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং সকল মানুষের ধর্ম হয়েও কেন এ জঘন্য প্রথাকে টিকিয়ে রাখল? এরপরেও মুসলমানরা দাসীদেরকে ভোগ-বিলাসের জন্য খেলনার মত ব্যবহার করতঃ সাংঘাতিক রকমের পাপের বিস্তার ঘটিয়েছে। তারা মানবাধিকার লংঘন করেছে। এটা মোটেও কাংখিত নয়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহামানব রাসূল (ছাঃ) কেন এ প্রথাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে যাননি। এটা আমরা মেনে নিব না ইত্যাদি ইত্যাদি...।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও জবাব আমরা ইতিপূর্বে দিয়েছি। সেখানে আমরা বলেছি যে, এখন কোন বংশীয়, গোত্রীয় ও রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ অথবা অন্য কোন কারণে নতুন করে কাউকে দাস বানানো নিষিদ্ধ; কেবল দ্বীন ইসলাম রক্ষা ও প্রতিষ্ঠাকল্পে কোন ধর্মীয় যুদ্ধে বন্দী হওয়া ব্যতীত। যেমন- পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 'আর তারপর হয় তাদের এক তরফাভাবে মুক্ত করে দাও অথবা অস্ত্র সংবরণ না হওয়া পর্যন্ত বিনিময় হিসাবে বন্দী করে রাখ' *(মুহাম্মাদ ৪)*। এখানে যুদ্ধবন্দীদের দাসে পরিণত করার কথা কোথাও নেই; থাকলে সেটাই একটা স্থায়ী রণনীতি হিসাবে পরিণত হ'ত। পক্ষান্তরে কুরআন স্থায়ী রণনীতি হিসাবে নির্ধারণ করল। হয় যুদ্ধবন্দীদের এক তরফাভাবে মুক্তি দিতে হবে, অন্যথা তাদেরকে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটক রাখতে হবে। ইসলামে যে রণ নীতি রয়েছে, তাতেও যুদ্ধ বন্দীদেরকে দাস বানাতে হবে এমন কোন কথা নেই। যখনই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের আর দাস হয়ে থাকতে হয়নি। মহানবী (ছাঃ) স্বয়ং যুদ্ধবন্দীদের এক দাসকে বিনিময় নিয়ে এবং অন্যদের থেকে বিনিময়ে না নিয়েই মুক্তি দিয়েছিলেন। তেমনি তিনি (ছাঃ) নাজরানের খৃষ্টানদের থেকে জিযিয়া কর নিয়ে তাদের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিয়েছিলেন। এসব মহৎ কাজের লক্ষ্যই ছিল মানব জাতিকে সঠিক পথের নির্দেশনা দেয়া।

ইসলাম দাস-দাসীদেরকে একজন মানুষ হিসাবে সকল অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। একজন মানুষের অধিকার কখন ক্ষুণ্ন হয়, যখন তার কোন মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করা হয়। কিন্তু ইসলাম দাস-দাসীদের কোন অধিকার ক্ষুণ্ন করেনি; বরং তাদের সকল মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে। শুধু তাই নয়, তাদের জীবনের নিরাপত্তা, ব্যবসা-বাণিজ্য করতঃ সমাজে উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণের অধিকার, ধর্ম পালনের অধিকার, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অধিকার, এমনকি নেতা হবার অধিকার সহ সকল অধিকার ইসলাম দিয়েছে, যা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

ছেলে পিতার অধীনে থেকে যেমন সকল অধিকার ভোগ করে থাকে, ঠিক দাসও তেমনি তার মনিবের অধীনে থেকে সকল অধিকার ভোগ করে।

উল্লেখ্য, এখানে দাসত্ব কথাটি ব্যবহার না করে একে নির্দিষ্ট নিয়মে নির্দিষ্ট ব্যক্তির অধীনে সাময়িক বা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য কারও স্বাভাবিক অবস্থান বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে শুধু নিকট আত্মীয়ের সাথে তার স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও মেলামেশার অধিকার ক্ষুণ্ন হয়ে থাকে। আর এটা করা হয় সত্য দ্বীনের বিরুদ্ধে ও শান্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য।

৫৭. দাস প্রথা ও ইসলাম, পৃঃ ৩৮।
৫৮. তদেব, পৃঃ ৩৯।
৫৯. তদেব, পৃঃ ৪০।

যখনই সে সত্য দ্বীন মেনে নেবে, তাৎক্ষণিক সে নিজেকে সকল পরাধীনতা থেকে মুক্ত করে নিতে পারবে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মুসলমানদের দাসীদেরকে উপপত্নী বা স্ত্রী হিসাবে ব্যবহার করাকে পাপাচার বা মানবাধিকার লংঘন বলে আখ্যায়িত করেছে। এটা আদৌ যুক্তিসংগত নয়; এতে মানবাধিকার লংঘিত হয়নি। কারণ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিণীকে হত্যা করা যেত। কিন্তু মুসলমানরা তা না করে সসম্মানে তাদেরকে এক একজনের অধীনে রাখে। যেখানে তারা একজন মানুষ হিসাবে সকল অধিকার ভোগ করে। তাছাড়া একজন নারীর জন্য একজন পুরুষ অভিভাবকের প্রয়োজন পড়ে, এটাই স্বাভাবিক। নতুবা ঐ মহিলার মাধ্যমে নানা অপরাধমূলক কাজ সংঘটিত হ'তে পারে এবং সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি হ'তে পারে। এজন্য দাসীকে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে গ্রহণ করতঃ মুক্ত করে হৌক আর না হৌক তাকে স্ত্রীর মর্যাদা প্রদান করা হয়।

পক্ষান্তরে বর্তমানে বহু দেশে নারীদেরকে যথেচ্ছা ব্যবহার করা হচ্ছে। তারা একজন দাসী বা পরিচারিকাকে নিকৃষ্টভাবে ভোগ করে থাকে। ইহুদী-খৃষ্টান ও প্রগতিবাদীরা মুসলমান বিশেষত আরব জাহানের শাসকদের উপর যে নারীভোগী বলে অপপ্রচার করছে তা প্রকৃত অর্থে সঠিক নয়। কারণ আরব জাহানে কোন দাস-দাসী বর্তমানে নেই। ইসলামে দাস-দাসীর নামে কেউ যদি অপপ্রচার চালায় তাহ'লে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আর যদি চাকর-চাকরাণীর নামে এরকম কিছু ঘটেই থাকে তাহ'লে এটা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এই অপরাধের কারণে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হয়। ইসলাম কখনও অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে না। সর্বদা পাক-পবিত্রতাকে পসন্দ করে। সেই সাথে আল্লাহভীরু মানুষও অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড ও অশ্লীলতাকে পসন্দ করে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, ইসলাম দাস প্রথাকে নিষিদ্ধ না করে মানবাধিকার লংঘন করেনি। বরং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। কারণ যুদ্ধের ময়দানের পুরুষ-নারী যেই হৌক না কেন বন্দী হ'লে তাদের হত্যা করার কথা; কিন্তু তা না করে এবং তাদেরকে দ্বীপান্তর না করে, রাষ্ট্রীয় বন্দীশালায় খারাপ পরিবেশে অমানবিকভাবে না রেখে, তাদের ওপর কুকুর লেলিয়ে না দিয়ে, ইলেকট্রিক শক না দিয়ে, অনাহারে না রেখে, নিষ্ঠুর আচরণ না করে, নানা নির্যাতন না করে অপরের অধীনস্থ রেখে বাঁচার অধিকার দিয়েছে। দাসপ্রথাকে একবারে নিষিদ্ধ করা হয়নি। আর নিষিদ্ধ না করার পিছনে রয়েছে মানবকল্যাণের এক দূরদর্শী ও ফলপ্রসু পরিকল্পনা, যা অবিশ্বাসীদের কাছে গৃহীত নাও হ'তে পারে। তাতে আল্লাহ্‌র কাছে কিছু যায় আসে না। আল্লাহ যে সর্বশক্তিমান, মহাদার্শনিক ও মহাজ্ঞানী এই মৌলিক বিশ্বাসের উপর অটল থাকলে এসকল বিষয়ে কারও বিভ্রান্তিকর চিন্তা আসবে না। অতএব নিঃসন্দেহে বলতে পারি, বাহ্যিকভাবে দাস ব্যবস্থা খারাপ মনে হ'লেও প্রকৃত অর্থে এ ব্যবস্থাকে বহাল রাখা মানব সভ্যতা ও মানবাধিকার পরিপন্থী নয়। পক্ষান্তরে জাতিসংঘ সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের ৪নং ধারায় দাস প্রথাকে নিষিদ্ধ করার যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে তা সর্বযুগের সর্বশ্রেণী মানুষের জন্য নয়; কেবল কোন নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীর খণ্ডিত চিত্র দেখে করা হয়েছে। এর মধ্যে কোন স্থায়ী কল্যাণ ও দূরদর্শিতা নেই, যা আছে ইসলামে।

অতএব জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করণকে বাস্তবতা বিবর্জিত ও অসঙ্গত বলে আমরা তা মেনে নিতে পারছি না। কারণ বাস্তবতা ও কাগজে লিপিবদ্ধ বিষয় এক নয়। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সৃষ্টি ও হেকমত সম্পর্কে ভালভাবে বুঝার এবং তা মেনে চলার তাওফীক দান করুন- আমীন!

[চলবে]

দ্রুততম সময়ে দৈনন্দিন জীবন জিজ্ঞাসার পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক সমাধান প্রদানের লক্ষ্যে চালু হয়েছে

মাসিক আত-তাহরীক

ফাতাওয়া হটলাইন

০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭

যে কোন ফৎওয়া জানতে অথবা মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর প্রশ্নোত্তর বিভাগে প্রশ্ন প্রেরণ করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন অথবা নাম-ঠিকানাসহ এসএমএস করুন।

সময় : সকাল ১০টা থেকে ১২ টা

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2

আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

মানব জাতির সাফল্য লাভের উপায়

*হাফেয আব্দুল মতীন**

(৪র্থ কিস্তি)

৩য় উপায় : আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা :

মানব জাতির সাফল্য লাভের অন্যতম উপায় হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে কেবল কুরআন-হাদীছকে মেনে নেওয়া।

মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلاَغُ الْمُبِيْنُ– 'বল! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। আর তোমরা তাঁর আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে, রাসূলের কর্তব্য হচ্ছে শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া' *(নূর ২৪/৫৪)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করা এবং তাঁর অনুসরণে ছালাত প্রতিষ্ঠা করা ও যাকাত দেওয়ার মধ্যেই মানব জীবনে শান্তি ফিরে আসবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ– 'তোমরা ছালাত ক্বায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ'তে পার' *(নূর ২৪/৫৬)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করলে, আল্লাহ্রই আনুগত্য করা হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ 'যে কেউ রাসূলের আনুগত্য করে থাকে, নিশ্চয়ই সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করে থাকে' *(নিসা ৪/৮০)*।

মানব জাতির জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলেরই আনুগত্য করা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করো ও রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের অন্তর্গত 'উলুল আমর' তথা আদেশ দাতাগণের। অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাক। এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর সমাধান' *(নিসা ৪/৫৯)*।

মানব জীবনের সকল প্রকার আমল কুরআন-হাদীছ মোতাবেক হ'তে হবে। এর মাঝেই মানবতার সার্বিক সফলতা নিহিত আছে। আর আমল কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণে না হ'লে তা নিঃসন্দেহে বাতিল বলে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلاَ تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য কর, আর (তা না করে) তোমাদের আমল সমূহ বিনষ্ট করো না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)*। রাসূল (ছাঃ) যা করতে আদেশ দিয়েছেন তা গ্রহণ করা এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা আবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা হ'তে তোমাদের নিষেধ করেন তা হ'তে বিরত থাকো' *(হাশর ৫৯/৭)*।

মানুষকে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ফায়ছালা গ্রহণ করতে হবে, তাহ'লে তারা সফলকাম হবে। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে পথভ্রষ্ট হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيْنًا 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা করলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর নিজেদের ব্যাপারে অন্য কোন সিদ্ধান্তের ইখতিয়ার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ– 'আর এটাই আমার সরল পথ, সুতরাং তোমরা এ পথেরই অনুসরণ। এ পথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করো না। অন্যথা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে দিবে। আল্লাহ তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা বেঁচে থাকতে পার' *(আন'আম ৬/১৫৩)*।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর অমিয় বাণী গ্রহণ করলে বিশ্বের পথহারা মানুষ সঠিক পথ পাবে। মহান আল্লাহ বলেন, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا 'অতএব তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনও মুমিন হ'তে পারবে না, যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক হিসাবে মেনে না নিবে, তৎপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করবে এবং ওটা শান্তভাবে পরিগ্রহণ না করবে' *(নিসা ৪/৬৫)*।

* *এম.এ (অধ্যয়ন রত), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

আল্লাহ এবং রাসূল (ছাঃ)-কে অনুসরণের মাধ্যমেই মানব জাতি সর্বোত্তম মর্যাদা পাবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيْقًا 'আর যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, তবে তারা ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নবীগণ, সত্য সাধকগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীলগণ। আর এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী' *(নিসা ৪/৬৯)*। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করবে সে জাহান্নামে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا 'আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীগণের বিপরীত পথের অনুগামী হয়, তবে সে যাতে অভিনিবিষ্ট আমি তাকে তাতেই প্রত্যাবর্তিত করব ও তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব এবং এটা নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্তন স্থল' *(নিসা ৪/১১৫)*।

কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের কথা শুনার সাথে সাথে তা মেনে নেওয়ার মধ্যেই মানব জাতির সফলতা। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ، وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ– 'মুমিনদের উক্তি তো এই, যখন তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দেবার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলবে, আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম, আর তারাই সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হ'তে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম' *(নূর ২৪/৫১-৫২)*।

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে, বিরুদ্ধাচরণ করলে জাহান্নামে যেতে হবে। যেমন হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ أُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى، قَالَ مَنْ أَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ أَبَى– 'আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে (সে নয়)। তারা বললেন, কে অস্বীকার করে? তিনি বললেন, যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সেই অস্বীকার করে' *(বুখারী হা/৭২৮০)*।

কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণ করলে মানুষ সঠিক পথ পাবে, বিরোধিতা করলে পথভ্রষ্ট হবে। হুযায়ফাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اسْتَقِيْمُوْا فَقَدْ سُبِقْتُمْ سَبْقًا بَعِيْدًا فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِيْنًا وَشِمَالاً، لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلاَلاً بَعِيْدًا 'হে কুরআন পাঠকারীগণ! তোমরা (কুরআন ও সুন্নাহর উপর) সুদৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই তোমরা অনেক পশ্চাতে পড়ে আছ। আর যদি তোমরা ডান দিকের কিংবা বাম দিকের পথ অনুসরণ কর, তাহ'লে তোমরা সঠিক পথ হ'তে বহু দূরে সরে পড়বে'।[৬০]

কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরলেই মানব জাতি ধ্বংসের পথ থেকে বেঁচে যাবে। আবূ মূসা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'আমার ও আমাকে আল্লাহ যা কিছু দিয়ে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ হ'ল এমন যে, এক লোক কোন এক কওমের নিকট এসে বলল, হে কওম! আমি নিজের চোখে সেনাবাহিনীকে দেখে এসেছি। আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী। কাজেই তোমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা কর। কওমের কিছু লোক তার কথা মেনে নিল, সুতরাং রাতের প্রথম প্রহরে তারা সে জায়গা ছেড়ে রওনা হ'ল এবং একটি নিরাপদ জায়গায় গিয়ে পৌঁছল। ফলে তারা রক্ষা পেল। তাদের মধ্যকার আর এক দল লোক তার কথা মিথ্যা মনে করল, ফলে তারা নিজেদের জায়গাতেই রয়ে গেল। সকাল বেলায় শুক্রবাহিনী তাদের উপর আক্রমণ করল ও তাদের ধ্বংস করে দিল এবং তাদের মূল উৎপাটিত করে দিল। এটা হ'ল তাদের উদাহরণ যারা আমার আনুগত্য করে এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ করে। আর যারা আমার কথা অমান্য করে তাদের দৃষ্টান্ত হ'ল, আমি যে সত্য (বাণী) নিয়ে এসেছি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা'।[৬১]

কুরআন-সুন্নাহকে মযবুতভাবে আঁকড়ে না ধরলে এবং নিজের খেয়াল-খুশীমতে চললে মানুষ অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ– 'অতঃপর যদি তারা তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহ'লে জানবে যে, তারা তো শুধু নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহ্র পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ-নির্দেশ করেন না' *(ক্বাছাছ ২৮/৫০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ 'তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে'? *(জাছিয়া ৪৫/২৩)*।

কুরআন-সুন্নাহ জানার পরেও যদি কোন ব্যক্তি নিজের খেয়াল-খুশিমত চলে এবং সত্য বিষয় জানার পরেও যদি অধিকাংশ মানুষ যেদিকে চলছে সেদিকে চলে, তাহ'লে সে পথভ্রষ্ট হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ

৬০. *বুখারী হা/৭২৮২*।
৬১. *বুখারী হা/৭২৮৩*।

يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُوْنَ– 'তুমি যদি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথার অনুসরণ কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হ'তে বিভ্রান্ত করে ফেলবে, তারা তো নিছক ধারণা ও অনুমানেরই অনুসরণ করে। আর তারা ধারণা ও অনুমান ছাড়া কিছুই করছে না' *(আন'আম ৬/১১৬)*।

নিজের খেয়াল-খুশীমত চললে মানুষ কখনও সঠিক পথ পেতে পারে না। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন, يَا دَاوُوْدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ– 'হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। কেননা এটা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হ'তে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহ্র পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ তারা বিচার দিবসকে ভুলে গেছে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৬)*।

ইবলীসের দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, নিজের খেয়াল-খুশিমত চলার ফলে তার পরিণতি কি হয়েছিল? মহান আল্লাহ বলেন, قَالَ يَا إِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ، قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ، قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ– 'তিনি বললেন, হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজদাবনত হ'তে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন? সে বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। তিনি বললেন, তুমি এখান হ'তে বের হয়ে যাও। নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত এবং তোমার উপর আমার লা'নত স্থায়ী হবে প্রতিদান দিবস পর্যন্ত' *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫-৭৮)*।

উপরোক্ত আয়াত থেকে মানুষের শিক্ষা নেওয়া উচিত। আর কুরআন-সুন্নাহকে মযবূত করে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমেই তারা সাফল্য ফিরে পাবে। সেই সাথে যারা কুরআন-সুন্নাহ্র আইন প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনপণ করেছে তাদের সাহায্য করতে হবে। এদেশে আহলেহাদীছরাই কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার জন্য লেখনীর মাধ্যমে, দাওয়াতের মাধ্যমে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সাথে সার্বিক সহযোগিতা করতে হবে। পক্ষান্তরে তাদেরকে ঘৃণা করা ও গালি দেওয়া বিদ'আতীদের কাজ। আহমাদ বিন সিনান (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার সকল বিদ'আতী আহলুল হাদীছদের ঘৃণা করে এবং যখন কোন ব্যক্তি বিদ'আত করে তখন তার অন্তর থেকে হাদীছের অনুসরণের স্বাদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়।[৬২]

বেলাল বিন সা'আদ বলেন, তিনটি বিষয় কোন আমলে পাওয়া গেলে তা গ্রহণ করা হবে না। তাহ'ল শিরকী ও কুফরী (কাজ) এবং নিজের রায় মত চলা (নিজের ইচ্ছা মত আমল করা)। আমি বললাম, হে আবূ ওমর! রায় কি জিনিস? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ ছেড়ে দিয়ে নিজের ইচ্ছামত বলা এবং আমল করা।[৬৩]

অকী' (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি হাদীছ যেভাবে এসেছে সেভাবে অন্বেষণ করে, তাহ'লে জানবে সে সুন্নাতের অনুসারী। আর যে ব্যক্তি হাদীছ অন্বেষণ করবে তার রায়কে (মতকে) শক্তিশালী করার জন্য তাহ'লে জানবে সে বিদ'আতী।[৬৪]

মানুষ অনেক বিদ'আতী কাজ করে থাকে তন্মধ্যে শবেবরাত, মিলাদুন্নবী, শবে মেরাজ ইত্যাদি পালন করা, কারো নামে মীলাদ করা, ছালাতে আলফিয়্যাহ পড়া, কবরকে সামনে নিয়ে জমা'আতবদ্ধভাবে দো'আ করা, ফরয ছালাতের শেষে জামা'আতবদ্ধভাবে দো'আ করা, ছালাতের পূর্বে মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করা, বাড়ী বাড়ী গিয়ে খতমে কুরআন পড়া, কবরের পার্শ্বে ও কবরকে উদ্দেশ্য করে কুরআন তেলাওয়াত করা, ওরস পালন করা, রজব ও শা'বান মাসে নির্দিষ্টভাবে ইবাদত করা, জুম'আর ছালাত এবং দুই ঈদের ছালাতের পরে কবরের নিকট গিয়ে সম্মিলিত দো'আ করা ইত্যাদি শরী'আত সম্মত নয়। কেননা এরূপ আমল রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে প্রমাণিত নয়। এমনকি ছাহাবী ও সালাফুছ ছালেহ-এর থেকেও বর্ণিত নেই। বিধায় এসব আমলই নতুন আবিষ্কার তথা বিদ'আত। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছে, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ 'যে কেউ এমন কোন আমল করল, যে ব্যাপারে আমাদের অনুমোদন নেই তা প্রত্যাখ্যাত'।[৬৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে নেই এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৬৬]

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, তোমরা কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ কর, বিদ'আত কর না, (কুরআন-সুন্নাহই) তোমাদের জন্য যথেষ্ট এবং প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত জিনিসই বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রষ্টতা।[৬৭]

গাযীফ বিন হারেছ বলেন, বিদ'আতী কাজ করলে তার স্থানে (আমলকৃত) সুন্নাতটি ছেড়ে দেওয়া হয়'।[৬৮]

৬২. *আল-হারুবী, যাম্মুল কালাম ওয়া আহলিহি, ২/১৫৮।*
৬৩. *আল-হারুবী, যাম্মুল কালাম ওয়া আহলিহি, ২/২৫৯-৬০।*
৬৪. *আল-হারুবী, যাম্মুল কালাম ওয়া আহলিহি, ২/২৬৯-৭০।*
৬৫. *বুখারী হা/২০; মুসলিম হা/১৭১৮।*
৬৬. *মুসলিম হা/১৭১৮।*
৬৭. *আল-হারুবী, যাম্মুল কালাম ওয়া আহলিহি, ২/১৬৫।*
৬৮. *ইবনুল বাত্তাহ, শরহুল ইবানাহ, পৃঃ ১৪৩, সনদ জাইয়্যেদ।*

কুরআন-সুন্নাহ্র অনুসারীদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيبًا فَطُوْبَى لِلْغُرَبَـــاء 'ইসলাম শুরু হয়েছিল গুটিকতক লোকের মাধ্যমে, আবার সেই অবস্থা প্রাপ্ত হবে। অতএব সুসংবাদ সেই অল্প সংখ্যক লোকদের জন্য (যারা কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করে)।[৬৯]

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সৎ আমলের দিকে মানুষকে আহ্বান জানালে অশেষ ছওয়াব রয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলাম বিরোধী বা বিদ'আতের দিকে মানুষকে ডাকলে তার জন্য গোনাহ রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِـــنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا– 'যে ব্যক্তি কাউকে সঠিক পথের দিকে ডাকে তার জন্য সেই পরিমাণ নেকী রয়েছে, যে পরিমাণ নেকী তার কথার অনুসারী ব্যক্তি পাবে এবং তার নেকীর সামান্য পরিমাণও কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি কাউকে বিভ্রান্তির পথে ডাকে তার জন্য সেই পরিমাণ পাপ রয়েছে, যে পরিমাণ পাপ তার কথার অনুসারী ব্যক্তি পাবে, তার পাপ থেকে সামান্য পরিমাণও কমানো হবে না'।[৭০]

যারা আল্লাহ ও রাসূলের অনুসারী তথা কুরআন-হাদীছ মেনে চলবে না, ক্বিয়ামতের দিন তারা আফসোস করবে এবং তাদেরকে যারা বিভ্রান্ত করেছিল, সেসব অনুসৃত লোকদের দ্বিগুণ শাস্তি কামনা করবে। মহান আল্লাহ্র বাণী, يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُوْلاَ، وَقَالُوْا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّوْنَا السَّبِيْلاَ، رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا– 'যে দিন তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলটপালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম! তারা আরো বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদেরকে দিন মহা অভিশাপ' *(আহযাব ৩৩/৬৬-৬৮)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلاَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْأَسْفَلِيْنَ– 'কাফেররা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! যেসব জ্বিন ও মানব আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল তাদের উভয়কে দেখিয়ে দিন, আমরা উভয়কে পদদলিত করবো, যাতে তারা নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়' *(হা-মী-ম সাজদাহ ৪১/২৯)*।

উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে অনুমিত হয় যে, সকল কল্যাণ নিহিত আছে কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার মধ্যে এবং সকল শাস্তি নিহিত আছে কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে বাপ-দাদার পদাঙ্ক অনুসরণের মধ্যে। অথচ আজকে মানুষ কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে বাপ-দাদার কৃষ্টি-কালচার অনুসরণ করছে, ব্যক্তিপূজা করছে, ইমামগণ যা বলেছেন, সেটারই তাক্বলীদ করছে, যদিও তার নিকট কুরআন-সুন্নাহ মওজুদ রয়েছে। কোন মাসআলায় ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হ'লেও যদি তা ইমামের কথার বিপরীত হয় তাহ'লে হাদীছের উপর আমল না করে ইমামের রায় মেনে চলে, বাপ-দাদার কৃষ্টির উপরেই থাকার চেষ্টা করে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُوْنَ– 'আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্র অবতীর্ণ বিধান সমূহের দিকে এসো এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন তারা বলে, আমাদের জন্য ওটাই যথেষ্ট, যার উপর আমাদের বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছি; যদিও তাদের বাপ-দাদারা না কোন জ্ঞান রাখতো, আর না হেদায়াত প্রাপ্ত ছিল' *(মায়েদাহ ৫/১০৪)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, بَلْ قَالُوْا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُوْنَ، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيْرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُوْنَ– 'বরং তারা বলে, আমরাতো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের উপর এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে হেদায়াতপ্রাপ্ত। অনুরূপ তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলতো আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের উপর এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি' *(যুখরুফ ৪৩/২২-২৩)*।

এ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, বাপ-দাদার কৃষ্টি-কালচার কি ছিল সেটার দিকে লক্ষ্য না করে এবং কোন ব্যক্তি পূজা না করে কুরআন ও সুন্নাহ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি দেখছি তারা অচিরেই ধ্বংস হবে। কেননা আমি বলছি, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন। কিন্তু ওরা বলছে, আবু বকর ও ওমর (রাঃ) নিষেধ করছেন।[৭১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, তোমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হওয়ার সময় প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। কারণ আমি

৬৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৯।*
৭০. *মুসলিম, আবূ দাঊদ হা/৪৬১১; ইবনু মাজাহ হা/২০৮; মিশকাত হা/১৫৮, সনদ ছহীহ।*
৭১. *ইবনু আব্দিল বার্র, জামিউ বয়ানিল ইলম ও ফাযলিহী, ২/১২১০; যিয়াউদ্দীন আল-মাকদেসী, আল-আহাদীছুল মুখতারাহ, ১০/৩৩১, সনদ হাসান।*

বলছি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, অথচ তোমরা বলছ, আবু বকর ও ওমর (রাঃ) বলেছেন।[৭২]

ইমামগণও মানুষকে কুরআন হাদীছ আঁকড়ে ধরার জন্য বলেছেন। যেমন ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, 'আমি যদি আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) ও রাসূল (ছাঃ)-এর কথার (সুন্নাহ) বিরোধী কোন কথা বলে থাকি, তাহ'লে আমার কথাকে ছুড়ে ফেলে দিও'।[৭৩] তিনি আরো বলেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব'।[৭৪]

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, السنة سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق، 'সুন্নাত হ'ল নূহ (আঃ)-এর নৌকা সদৃশ। যে তাতে আরোহণ করবে সে পরিত্রাণ পাবে। আর যে তা থেকে পিছে অবস্থান করবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে'।[৭৫]

তিনি আরো বলেন, আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি ভুল করি, আবার ঠিকও করি। অতএব আমার সিদ্ধান্তগুলো তোমরা যাচাই কর। যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহর অনুকূলে হবে সেগুলো গ্রহণ কর। আর যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রতিকূলে হবে তা প্রত্যাখ্যান কর'।[৭৬]

ইমাম শাফঈ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর কথার উপর অন্য কারো কথা চলবে না, এর উপর সকল মানুষ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এরপর বলেন, আমার কথা যখন কোন ছহীহ হাদীছের বিরোধী হবে তখন আমার কথাকে দেয়ালে ছুড়ে ফেল এবং ছহীহ হাদীছের উপর আমল কর।[৭৭]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, আশ্চর্য লাগে ঐ সকল সম্প্রদায়কে যারা ছহীহ হাদীছ ও (হাদীছের) ছহীহ সনদ জানার পরেও (মানুষকে) ছুফিয়ান ও অন্যান্য (ইমামদের) রায় গ্রহণ করার জন্য ডাকে এবং সে রায়ের দিকেই যেতে বলে। এরূপ করা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ। একাজের পরিণতি ভয়াবহ।[৭৮]

আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করলে পরিণতি হবে ভয়াবহ। আল্লাহ বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ 'সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি' *(নূর ২৪/৬৩)*।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলে তারা কখনও লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হবে না। তাছাড়া সকল ইমামই কুরআন-সুন্নাহ্র অনুসরণ করে গেছেন এবং সকলকে কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন। তাঁরা তাঁদের কোন কথা কুরআন-সুন্নাহ্র বিরোধী হ'লে, তাদের কথা ছুড়ে ফেলে কুরআন-সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং ব্যক্তিপূজা ও মাযহাবী গোঁড়ামি করতে নিষেধ করেছেন।

অপরদিকে রাসূল (ছাঃ) মানুষের মুক্তির জন্য দু'টি জিনিস রেখে গেছেন। তিনি বলেন, تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ 'আমি তোমাদের নিকট দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি; যতদিন তোমরা ঐ দু'টি বস্তুকে মযবূতভাবে ধরে থাকবে, ততদিন (তোমরা) পথভ্রষ্ট হবে না। সে দু'টি বস্তু হ'ল আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত'।[৭৯]

সুতরাং যখন কেউ কোন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখবে তখন সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণ করবে। যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে থেকে যারা জীবিত থাকবে, তারা অচিরেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। অতএব (মতপার্থক্যের সময়) আমার সুন্নাত এবং আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণ করা হবে তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। এ সুন্নাতকে খুব মযবূতভাবে মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে। আর সমস্ত বিদ'আত থেকে বিরত থাকবে। কেননা প্রত্যেকটি বিদ'আতই গুমরাহী (ভ্রষ্টতা)'।[৮০]

বিদ'আতের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، فقد زعم أن محمداً خان الرسالة، لأن الله يقول : اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يؤمئذ ديناً، فلا يكون اليوم ديناً 'যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে বিদ'আত চালু করে তাকে উত্তম মনে করে, সে যেন ধারণা করল যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) রিসালাতের দায়িত্বে খিয়ানত করেছেন। কেননা আল্লাহ বলেছেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নে'মতকে পরিপূর্ণ করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*।[৮১]

[চলবে]

---

৭২. *মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়া, ২০/২১৫, ২৫১।*
৭৩. *মাজমূউর রাসায়েল আল-মুনীরিয়া, ১/২৫-২৬।*
৭৪. *ইবনু আবেদীন, রদ্দুল মুহতার ১/১৬৭।*
৭৫. *মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়া, ৪/১৩৭।*
৭৬. *শাওকানী, আল-কওলুল মুফীদ ফী আদিল্লাতিল ইজতেহাদি ওয়াত তাকলীদ, পৃঃ ১৬; ইবনু হাযম, আল-আহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ৬/৫৯-৬০, সনদ হাসান।*
৭৭. *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ৪/২৩৩; মাজমূউর রাসায়েল আল-মুনীরিয়া, ১/২৭।*
৭৮. *ইবনুন নাজ্জার, শারহুল কাওকাবুল মুনীর ৪/৫৯০।*
৭৯. *মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৮৬, সনদ হাসান।*
৮০. *আবূ দাঊদ হা/৪৬০৭, সনদ ছহীহ।*
৮১. *তাফসীরুল উশরিল আখির, পৃঃ ৭৪।*

ইসলামের কতিপয় সামাজিক বিধান

*মুহাম্মাদ ইমদাদুল্লাহ**

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়েই তাকে বাস করতে হয়। সমাজে একে অপরের সহযোগী হয়ে জীবনের পথ চলতে হয়। তাই সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানবতার দ্বীন ইসলাম এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিধি-বিধান বর্ণনা করেছে।

ইসলাম যেমনিভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নফল ছিয়াম, যিকির, তাসবীহ-তাহলীলের মত ইবাদতে উৎসাহ দিয়েছে, তেমনি সমাজের মানুষের কল্যাণে কাজ করাকেও ইবাদত হিসাবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু এ সকল সামাজিক কার্যক্রমে অনেক দ্বীনদার মানুষকেও তৎপর দেখা যায় না। তাই এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কিছুটা আলোকপাত করা হ'ল-

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَـاةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوْا وَالصَّابِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ-

'সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, তোমরা পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফিরাবে বরং সৎ কাজ হ'ল, যে ঈমান আনবে আল্লাহ্র উপর, পরকালের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত কিতাব ও নবী-রাসূলগণের উপর। আর সম্পদ ব্যয় করবে তারই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম মিসকীন, মুসাফির, ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য। আর যারা ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং যারা কৃতপ্রতিজ্ঞা পালনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণকারী; তারাই সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই আল্লাহভীরু' *(বাক্বারাহ ১৭৭)*।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুত্তাক্বী তথা আল্লাহভীরুদের গুণাবলীতে একদিকে যেমন ঈমান ও ছালাতের মত মৌলিক ইবাদতের কথা উল্লেখ করেছেন, তেমনি অন্যদিকে তিনি যাকাত এবং সমাজের অসহায় নিঃস্বদের সাহায্য-সহায়তার মত সামাজিক কার্যক্রমের কথাও উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ব্যক্তিগত ইবাদত-বন্দেগীর পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব পালনও ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সামাজিক বিষয় আলোচিত হ'ল।

* *মুহাদ্দিছ, জামে'আ কাসেমিয়া, নরসিংদী।*

(১) অসহায়দের সাহায্য-সহায়তা : সমাজের বিধবা, ইয়াতীম ও দুঃস্থদের সাহায্য-সহযোগিতা করা বড় ইবাদত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, السَّاعِى عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَكَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ 'যে ব্যক্তি বিধবা ও মিসকীনদের সমস্যা সমাধানের জন্য ছুটোছুটি করে সে যেন আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে লিপ্ত। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একথাও বলেছেন, সে যেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সারা রাত ছালাত আদায় করে এবং সারা বছরই ছিয়াম পালন করে'।[৮২]

(২) রোগীর খোঁজ-খবর নেয়া : সমাজের কেউ অসুস্থ হ'লে তার খোঁজ-খবর নেয়া একজন মুসলিমের অন্যতম দায়িত্ব। রুগ্ন ব্যক্তির দেখা-শোনার বিষয়টি ইসলামী শরী'আত অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِىَ- 'ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর, রুগ্ন ব্যক্তির দেখাশুনা কর এবং বন্দীকে মুক্ত কর'।[৮৩] অন্যত্র তিনি বলেন, عُوْدُو الْمَرِيْضَ، وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ، تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ 'রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবে এবং জানাযার অনুসরণ করবে (কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করবে), তাহ'লে তা তোমাকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে'।[৮৪] এটা বিরাট পূণ্যের কাজও বটে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ 'একজন মুসলিম যখন তার কোন রুগ্ন মুসলমান ভাইকে দেখতে যায় তখন সে যেন জান্নাতের বাগানে ফল আহরণ করতে থাকে, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে'।[৮৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ. قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ قَالَ جَنَاهَا 'কোন ব্যক্তি যখন রোগীকে দেখতে যায়, তখন সে জান্নাতের উদ্যানে ফল আহরণ করতে থাকে। বলা হ'ল, হে রাসূল (ছাঃ)! খুরফা কি? তিনি বললেন, জান্নাতের ফল'।[৮৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَادَ مَرِيْضًا خَاضَ فِى الرَّحْمَةِ، حَتَّى إِذَا قَعَدَ اسْتَقَرَّ فِيْهَا. 'যদি কোন ব্যক্তি কোন রুগীর পরিচর্যা করে, সে রহমতের মধ্যে ডুব দেয়, এমনকি সে যখন সেখানে বসে পড়ে, তখন তো রীতিমতো রহমতের মধ্যেই অবস্থান করে'।[৮৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِى اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً. 'কোন ব্যক্তি কোন রুগ্ন ব্যক্তির পরিচর্যা করলে অথবা

৮২. *বুখারী হা/৫৩৫৩; মুসলিম হা/২৯৮২।*
৮৩. *বুখারী, মিশকাত, হা/১৫২৩।*
৮৪. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫১৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৮১, হাদীছ ছহীহ।*
৮৫. *মুসলিম হা/২৫৬৮; মিশকাত হা/১৫২৭।*
৮৬. *মুসলিম হা/২৫৬৮।*
৮৭. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫২২, হাদীছ ছহীহ।*

আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তার কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে, একজন আহ্বানকারী (অন্য বর্ণনায় রয়েছে আল্লাহ তা'আলা) তাকে ডেকে ডেকে বলে, তুমি উত্তম কাজ করেছ, তোমার পদচারণা উত্তম হয়েছে এবং জান্নাতে তুমি একটি ঘর তৈরি করে নিয়েছ'।[৮৮] অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا مِنْ مُسلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَه عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَه خَرِيْفٌ فِيْ الْجَنَّة.

'এমন কোন মুসলমান নেই যে সকাল বেলা কোন মুসলমান রোগীকে দেখতে যায়, তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ না করে। আর সন্ধ্যা বেলা কোন রোগী দেখতে যায়, সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ না করে। আর তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান সুনির্ধারিত করে দেয়া হয়'।[৮৯]

(৩) শোকাহতকে সান্ত্বনা প্রদান : সমাজের কোন ব্যক্তি কোন দুর্ঘটনায় পতিত হ'লে তার পাশে দাঁড়ানো, তাকে সান্ত্বনা প্রদান করা ও আশার বাণী শোনানো বিরাট ছওয়াবের কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّى أَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ إِلاَّ كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইকে বিপদে সান্ত্বনা প্রদান করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তাকে সম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন'।[৯০]

(৪) মৃতব্যক্তির পরিবার-পরিজনের জন্য খাদ্য সরবরাহ : কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার পরিবার-পরিজন শোকে মুহ্যমান থাকে। ঐ সময় পাড়া-প্রতিবেশীদের কর্তব্য হ'ল তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করা। মুতার যুদ্ধে জা'ফর (রাঃ) শহীদ হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে বলেছিলেন, اصْنَعُوا لآل جَعْفَر طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ 'তোমরা জা'ফরের (রাঃ) পরিবারের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা কর, কেননা আজ তাদের প্রতি এমন জিনিস বা এমন বিষয় এসেছে, যা তাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে'।[৯১]

(৫) প্রতিবেশীর খবর রাখা ও তার সাথে ভাল ব্যবহার করা : পাড়া-প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেয়া একজন মুসলিমের কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا به شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ–

'আল্লাহ্র ইবাদত কর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীনদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিকট প্রতিবেশী ও দূর প্রতিবেশী এবং সহকর্মীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর' *(নিসা ৩৬)*।

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন- রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ قَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْجَارُ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ 'আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন, যার অন্যায় থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না'।[৯২] অন্য হাদীছে এসেছে, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়'।[৯৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِه 'যে ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে পেটপুরে খায়, অথচ তার পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে ঈমানদার নয়'।[৯৪] অন্য হাদীছে এসেছে, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. 'সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়'।[৯৫]

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا يُوْصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ 'জিবরীল (আঃ) এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকতেন। এমনকি মনে হ'ত যে, হয়তো তিনি প্রতিবেশীকে সম্পদের অংশীদার বানিয়ে দিবেন'।[৯৬]

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ 'ক্বিয়ামতের মাঠে প্রথম যে বাদী বিবাদীর বিচার হবে তারা হচ্ছে দুই প্রতিবেশী'।[৯৭]

ইসলাম প্রতিবেশীদের প্রতি কর্তব্য পালনে এবং তাদের খোঁজ-খবর রাখতে মুসলিমকে সদা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। যেমন- রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ 'হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তুচ্ছ মনে না করে, এমনকি ছাগলের পায়ের ক্ষুর হ'লেও প্রতিবেশীর

৮৮. *তিরমিযী হা/২০০৮, হাদীছ হাসান; মিশকাত হা/৫০১৫।*
৮৯. *তিরমিযী হা/৯৬৯, হাদীছ ছহীহ, আবূদাউদ, বঙ্গানুবাদ রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৯০০।*
৯০. *ইবনু মাজাহ হা/১৬০১, সনদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল হা/৭৬৪।*
৯১. *ইবনু মাজাহ হা/১৬১০; আবুদাঊদ হা/৩১৩২ সনদ হাসান।*
৯২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৯৬২; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৭৪৫ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।*
৯৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৪৩; বাংলা ৮ম খণ্ড, হা/৪০৬৯ 'খাদ্য' অধ্যায়।*
৯৪. *বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৯৯১, সনদ হাসান।*
৯৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৩।*
৯৬. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৪।*
৯৭. *আহমাদ, মিশকাত হা/৫০০০; ছহীহুল জামে' হা/২৫৬৩, সনদ হাসান।*

নিকট পাঠাবে'।[৯৮] তিনি আরো বলেন, يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ 'হে আবূ যার! যখন তুমি তরকারী রান্না কর, তখন একটু বেশী পানি দিয়ে ঝোল বেশী করো এবং তোমার প্রতিবেশীর হক্ব পৌঁছে দাও'।[৯৯]

প্রতিবেশীর যেন কোন অসুবিধা না হয়, ইসলাম সেদিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছে। এমনকি নিজের ক্ষতি হলেও প্রতিবেশীর সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ 'এক প্রতিবেশী যেন অপর প্রতিবেশীকে দেয়ালের সাথে খুঁটি গাড়তে নিষেধ না করে'।[১০০]

(৬) ঋণ প্রদান : জীবনে চলতে গিয়ে অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তিতো বটেই, এমনকি সচ্ছল ব্যক্তিরও কখনো কখনো ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হ'তে পারে। এ অবস্থায় যার নিকট ঋণ প্রদানের মত অর্থ থাকবে তার দায়িত্ব হ'ল 'করযে হাসানা' বা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করে তার মুসলিম ভাইকে সহায়তা করা। এতে অনেক ছওয়াব রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً 'যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি তার অপর কোন মুসলিম ভাইকে (টাকা-পয়সা) দুইবার ঋণ প্রদান করে তবে তার আমলনামায় এ অর্থ একবার ছাদাক্বা করে দেয়ার ছওয়াব লিখা হবে'।[১০১]

(৭) সমস্যাগ্রস্তের সমস্যা সমাধান করা : সমাজের কোন লোক যখন সমস্যায় আক্রান্ত হয় তখন সকলের কর্তব্য হ'ল তাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ 'যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের কোন দুঃখ দূর করবে তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার দুঃখ দূর করে দিবেন'।[১০২] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে'।[১০৩]

অপর এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর ছাদাক্বা করা ওয়াজিব। একজন প্রশ্ন করলেন, যদি কারো সে সামর্থ্য না থাকে, তবে কি হবে? ... ছাহাবাদের পর্যায়ক্রমিক প্রশ্নের উত্তরে এক পর্যায় তিনি বলেন, فَيُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ 'তাহ'লে কোন দুঃখে বা বিপদে পতিত ব্যক্তিকে সাহায্য করবে'।[১০৪]

(৮) ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার-ফয়ছালা করা : সমাজে কোন বিষয়ে কোন বিবাদ দেখা দিলে ন্যায়সঙ্গতভাবে এর সমাধান করা ইসলামের নির্দেশ। এতে ছাদাক্বার ছওয়াব পাওয়া যায়। বিবাদ ফায়ছালার জন্য আল্লাহ্র নির্দেশ, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. 'নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে সীমা অতিক্রমকারীর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগেরও নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتَّى تَفِيْءَ إِلَىْ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ. 'মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হ'লে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে; আর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তাহ'লে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়ছালা করে দিবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন' *(হুজুরাত ৪৯/৯)*।

বিবাদ মীমাংসার বিষয়টি ইসলামী শরী'আতে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟ 'আমি কি তোমাদেরকে ছিয়াম, ছালাত ও ছাদাক্বার চেয়ে উত্তম মর্যাদাকর বিষয় সম্পর্কে খবর দেব না? ছাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ. 'বিবাদমান বিষয়ে মীমাংসা করা'।[১০৫]

মুসলিম ভাইদের মাঝে বিবাদমান বিষয় মীমাংসা করে দিলে ছওয়াব পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ 'তোমার দুই ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার-ফায়ছালা করা একটি ছাদাক্বা'।[১০৬]

---

৯৮. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৯২; বাংলা ৪র্থ খণ্ড, হা/১৭৯৮ 'যাকাত' অধ্যায়।
৯৯. মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৩৭।
১০০. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৬৪; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৮৩৫ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।
১০১. ছহীহুল জামে' হা/৫৭৬৯, সনদ ছহীহ।
১০২. বুখারী হা/২৪৪২; মুসলিম হা/২৫৮০।
১০৩. মুসলিম, তিরমিযী হা/১৯৩০; আবুদাঊদ হা/৪৯৪৬।
১০৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/২২৫; মিশকাত হা/১৮৯৫।
১০৫. আবূ দাঊদ হা/৪৯১৯, তিরমিযী হা/২৬৪০, হাদীছ ছহীহ।
১০৬. মুসলিম হা/১০০৯।

(৯) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ : সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা অন্যতম সামাজিক দায়িত্ব। সম্মিলিতভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে হয়। এতে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হয়। এ ব্যাপারে ইসলামের কঠোর নির্দেশ রয়েছে। সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজের নিষেধ করা সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 'তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকতে হবে, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। তারাই হবে সফলকাম' *(আলে-ইমরান ১০৪)*।

এ কাজের প্রশংসা করে মহান আল্লাহ বলেন, وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ 'মুমিন পুরুষ ও নারী তারা পরস্পরের বন্ধু শুভাকাঙ্খী। তারা ভালকাজের আদেশ করে এবং মন্দকাজের নিষেধ করে। তারা আল্লাহকে মান্য করে, তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তারা এমন মানুষ যাদের প্রতি আল্লাহ দয়া করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৭১)*।

লোকমান হাকীম তার ছেলেকে বলেন, 'হে আমার পুত্র! ছালাত কায়েম কর, ভালকাজের আদেশ দাও, মন্দকাজের নিষেধ কর। আর যে বিপদই আসুক না কেন তাতে ধৈর্য ধারণ কর। এ কাজগুলি এমন যাতে খুব বেশী বেশী তাকীদ করা হয়েছে' *(লোকমান ১৭)*।

আমর বিল মা'রূফ ওয়াহি আনিল মুনকার তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ না করার পরিণতি সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ 'ঐ সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতেই থাকবে অন্যথা আল্লাহ তা'আলা তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে কঠোর আযাব দ্বারা পাকড়াও করবেন। অতঃপর তোমরা তাঁকে ডাকবে কিন্তু তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেন না'।[১০৭]

জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যখন কোন মানুষ কোন সম্প্রদায়ের মাঝে পাপের কাজ করে। এ সময় তারা বাধা প্রদান না করে, তাহ'লে আল্লাহ তাদের মরণের পূর্বে তাদের সকলের উপর বিপদ চাপিয়ে দিবেন'।[১০৮]

অন্য হাদীছে এসেছে, আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ عَمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ 'যখন কোন সম্প্রদায় শরী'আত বিরোধী কোন কাজ দেখবে এবং তা হ'তে বাধা প্রদান করবে না, তখন আল্লাহ তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করেন'।[১০৯]

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'অন্যায়কারী ও অন্যায় দেখে যে ব্যক্তি বাধা প্রদান করে না এমন ব্যক্তিদ্বয়ের উদাহরণ হচ্ছে ঐ সম্প্রদায়ের মত। যে সম্প্রদায় একটি নৌকায় আরোহনের জন্য লটারী করেছে। এতে তাদের কিছু হয়েছে উপর তলার যাত্রী এবং কিছু হয়েছে নীচ তলার। নীচ তলার লোকেরা উপর তলায় পানি আনতে যায়। এতে উপর তলার লোকদের কষ্ট হয়। তখন নীচ তলার লোকেরা কুড়াল দিয়ে পানি বের করার জন্য নৌকার তলা ছিদ্র করতে উদ্ধত হয়। তারপর উপর তলার লোক এসে বলে, তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা এমন করছ কেন? তখন তারা বলল, আমরা নীচ তলা থেকে পানি আনতে গেলে তোমাদের কষ্ট হয়। আবার আমাদের পানিরও খুব দরকার। (এ কারণে নৌকার তলা ছিদ্র করে পানি বের করব।) উপরের লোকেরা যদি তাদের কুড়ালটি নিয়ে নেয় এবং তাদেরকে একাজ থেকে বারণ করে তাহ'লে তারা তাদেরকে বাঁচাবে এবং নিজেদেরকেও বাঁচাবে। আর যদি তাদেরকে ছেড়ে দেয়, বাধা না দেয়, তাহ'লে তাদেরকে ডুবিয়ে ধ্বংস করবে এবং নিজেদেরকেও ধ্বংস করবে'।[১১০] এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যারা অন্যায় করে এবং যারা অন্যায় দেখে বাধা দেয় না, তারা উভয়ই পাপী। তাদের উভয়ের অপরাধ সমান।

অন্যায়কে বাধা দানের পদ্ধতি সম্পকে হাদীছে এসেছে, আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের যে কোন ব্যক্তি যে কোন অন্যায় কাজ দেখবে সে যেন তা বল প্রয়োগে বাধা প্রদান করে। এভাবে সম্ভব না হ'লে মুখে বাধা প্রদান করবে। সম্ভব না হ'লে সে অন্যায়কে ঘৃণা করবে। আর অন্তরে ঘৃণা করে বাধা প্রদান করা কাজটি সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচয়'।[১১১]

যদি আমরা ইসলামের উপরোক্ত সামাজিক বিধানগুলো মেনে চলি তাহলে আমরা একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারব এবং আমরা অশেষ পুণ্যেরও ভাগী হব। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

১০৭. *তিরমিযী হা/২১৬৯; মিশকাত হা/৫১৪০ সনদ হাসান।*

১০৮. *আবু দাউদ, তারগীব হা/৩৩১২।*
১০৯. *আবু দাউদ, তারগীব হা/৩৩১৩।*
১১০. *বুখারী, মিশকাত হা/৫১৩৮।*
১১১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭।*

আত্মসমালোচনা : গুরুত্ব ও পদ্ধতি

*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ**

মানবজাতিকে আল্লাহ তা'আলা আশরাফুল মাখলূক্বাত হিসাবে স্বাধীন চিন্তাশক্তি দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। ফলে তার মাঝে তিনপ্রকার নফসের সম্মিলন ঘটেছে। নাফসে আম্মারাহ, নফসে লাউওয়ামাহ এবং নাফসে মুতমাইন্নাহ। এর মধ্যে নফসে আম্মারাহ বা কুপ্রবৃত্তি মানুষকে জৈবিক কামনা-বাসনা ও দুনিয়ার লোভ-লালসার দিকে আকৃষ্ট করে তাকে মন্দ কাজের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيْ 'নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ। কিন্তু সে মন নয়, আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন' *(ইউসুফ ১২/৫৩)*। অধিক হারে মন্দকাজ বান্দার অন্তরকে কঠিন করে তোলে ও ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন বান্দা কোন পাপ করে তখন তার অন্তরে কালো দাগ পড়ে যায়। যখন সে তওবা করে তখন সেটা তুলে নেওয়া হয়। আর ইস্তেগফারের মাধ্যমে অন্তরকে পরিষ্কার করা হয়। আর যদি পাপ বাড়তেই থাকে তাহ'লে দাগও বাড়তে থাকে। আর এটাই হ'ল মরিচা।[১১২] যেমন আল্লাহ বলেন, 'বরং তাদের কৃতকর্মের ফলেই মনের উপর মরিচা জমে গেছে' *(মুতাফফিফীন ৮৩/১৪)*। দুনিয়াতে প্রতিটি মানবসন্তাই মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে। তাই তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য আত্মসমালোচনা একান্ত প্রয়োজন। প্রতিদিন মানুষ নিজেই নিজের পাপের হিসাব নেওয়ার মাধ্যমে পুনরায় ঐ পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে। এছাড়া ব্যক্তির মাঝে যে পাপবোধ সৃষ্টি হয় আত্মসমালোচনা তাকে ক্ষমা লাভের উপযুক্ত করে তোলে। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হ'ল।

আত্মসমালোচনার পরিচয় :

আভিধানিক অর্থে আত্মসমালোচনা হ'ল নিজের সম্পর্কে সমালোচনা করা। একে আরবীতে বলা হয়, محاسبة النفس অর্থাৎ স্বীয় আত্মার হিসাব গ্রহণ করা। লিসানুল আরব অভিধানে বলা হয়েছে, 'মুহাসাবা'র শাব্দিক অর্থ হ'ল গণনা করা বা হিসাব করা। সুতরাং 'মুহাসাবাতুন নাফস'-এর অর্থ হচ্ছে আত্মার হিসাব গ্রহণ করা। ইংরেজীতে একে বলা হয়, self-criticism বা self-accountability অর্থাৎ আত্মসমালোচনা।

পারিভাষিক অর্থে আত্মসমালোচনা বলতে বুঝায়, সচেতনভাবে কোন কাজ সম্পন্ন করা বা পরিত্যাগ করা, যাতে কৃতকর্ম সম্পর্কে নিজের সুস্পষ্ট ধারণা থাকে। সুতরাং যদি তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টিমূলক কাজ হয়, তবে তা নিষ্ঠার সাথে পালন করা। আর যদি তা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিমূলক কাজ হয় তবে তা থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকা। সাথে সাথে নিজেকে সর্বদা আল্লাহ্র সন্তুষ্টিমূলক কাজ তথা ইবাদতে মশগূল রাখা।

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, আত্মসমালোচনার অর্থ হচ্ছে- নিজের করণীয় এবং বর্জনীয় পৃথক করে ফেলা। অতঃপর সর্বদা ফরয ও নফল কতর্ব্যসমূহ আদায়ের জন্য প্রস্তুত থাকা এবং হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করার উপর সুদৃঢ় থাকা। তিনি আরো বলেন, আত্মসমালোচনার অর্থ হ'ল প্রতিটি কাজে সর্বপ্রথম আল্লাহ্র হক্ব সমূহের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া; অতঃপর সে হক্বগুলো যথাযথভাবে আদায় করা হচ্ছে কি-না সেদিকে লক্ষ্য রাখা *(আল-ফাওয়ায়েদ)*।

আত্মসমালোচনার হুকুম ও গুরুত্ব :

'মুহাসাবাতুন নাফস' বা আত্মসমালোচনাকে প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ، وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উচিত আগামী কালের জন্য (অর্থাৎ আখিরাতের জন্য) সে কি প্রেরণ করেছে, তা চিন্তা করা। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তারা ফাসিক' *(হাশর ১৮)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক মুমিনের জন্য আত্মসমালোচনাকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলছেন, তোমাদের অবশ্যই চিন্তা করা কর্তব্য যে, আগামী দিনের জন্য তুমি যা প্রেরণ করেছ তা তোমার জান্নাতের পথ সুগম করছে, না-কি তোমাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে?[১১৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আত্মসমালোচনাকারীদের প্রসংশা করে বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ– 'যাদের মনে আল্লাহ্র ভয় রয়েছে, তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে' *(আ'রাফ ৭/২০১)*।

আত্মসমালোচনার গুরুত্ব সম্পর্কে ওমর (রাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, حَاسِبُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوْا، وَزِنُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوْزَنُوْا. فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ فِيْ الْحِسَابِ غَدًا، أَنْ تُحَاسِبُوْا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ، وَتَزَيَّنُوْا لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لاَ تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ 'তোমরা নিজেদের আমলনামার হিসাব নিজেরাই গ্রহণ কর, চূড়ান্ত

* তুলাগাঁও, নোয়াপাড়া, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

১১২. তিরমিযী হা/৩৩৩৪; মিশকাত হা/২৩৪২।

১১৩. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন (বৈরূত: দারুল কিতাব আল- আরাবিইয়াহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৬), ১/১৮৭ পৃঃ।

হিসাব দিবসে তোমাদের কাছ থেকে হিসাব গৃহীত হবার পূর্বেই। আর তোমরা তোমাদের আমলনামা মেপে নাও চূড়ান্ত দিনে মাপ করার পূর্বেই। কেননা আজকের দিনে নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ করতে পারলে আগামীদিনের চূড়ান্ত মুহূর্তে তা তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। তাই সেই মহাপ্রদর্শনীর দিনের জন্য তোমরা নিজেদেরকে সুসজ্জিত করে নাও, যেদিন তোমরা (তোমাদের আমলসহ) উপস্থিত হবে এবং তোমাদের কিছুই সেদিন গোপন থাকবে না'।[১১৪]

অনুরূপভাবে হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, نفسه المؤمن قوّام على يحاسب نفسه لله، وإنما خفّ الحساب يوم القيامة على قوم في الدنيا، وإنما شقّ الحساب يوم القيامة على حاسبوا أنفسهم محاسبة قوم أخذوا هذا الأمر من غير অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তিকে স্বীয় আত্মার পরিচালক হিসাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই আত্মসমালোচনা করতে হবে। যারা দুনিয়াতে আত্মসমালোচনা করবে, ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই তাদের হিসাব হালকা হবে। আর যারা এ থেকে বিরত থাকবে, ক্বিয়ামতের দিন তাদের হিসাব কঠিন হবে।[১১৫]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, أَعْقَلُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ تُتْرَكَهُ، وَأَنَارَ قَبْرَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْكَنَهُ، وَأَرْضَى رَبَّهُ قَبْلَ أَنْ يَّلْقَاهُ وَصَلَّى الْجَمَاعَةَ قَبْلَ أَنْ تُصَلَّى عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ، وَحَاسَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبَهُ 'সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি সে-ই যে দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে দুনিয়া তাকে পরিত্যাগ করার পূর্বেই। কবরকে আলোকিত করে কবরে বসবাস করার পূর্বেই। স্বীয় প্রভুকে সন্তুষ্ট করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ লাভের পূর্বেই, জামা'আতে ছালাত আদায় করে তার উপর জামা'আতে ছালাত (অর্থাৎ জানাযার ছালাত) পঠিত হবার পূর্বেই। নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ করে হিসাব দিবসে তার হিসাব গ্রহণ করার পূর্বেই'।

মালেক বিন দীনার (রহঃ) বলেছেন, رحم الله عبداً قال لنفسه: ألست صاحبه كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائداً. 'আল্লাহ্র রহম ঐ বান্দার প্রতি যে তার নফসকে (কোন মন্দ কাজের পর) বলে, তুমি কি এর সাথী নও? তুমি কি এর সঙ্গী নও? অতঃপর তাকে নিন্দা করে, অতঃপর তার লাগাম টেনে ধরে, অতঃপর আল্লাহর কিতাবের উপরে তাকে আটকে রাখে তখন সে হয় তার পরিচালক'।[১১৬]

মাইমুন বিন মিহরান বলেন, لا يكون العبد تقياً حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه 'কোন বান্দা প্রকৃত মুত্তাক্বী হ'তে পারে না, যতক্ষণ না অন্তরের হিসাব করে, এমনকি অংশীদারের চেয়েও বেশী শক্ত করে হিসাব করে'।[১১৭]

আত্মসমালোচনার উপকারিতা:

১. নিজের দোষ-ত্রুটি নিজের সামনে প্রকাশ করার মাধ্যমে মানুষ স্বীয় ভুল-ত্রুটি জানতে পারে। ফলে তার হৃদয় ভাল কাজের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকতে পারে।

২. আত্মসমালোচনা দ্বীনের উপর দৃঢ়তা অর্জনের সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম, যা মানুষকে আল্লাহ্র দরবারে মুহসিন ও মুখলিছ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে।

৩. আত্মসমালোচনার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্র নে'মতসমূহ, অধিকারসমূহ জানতে পারে। আর সে যখন আল্লাহ্র নে'মত ও তার অবস্থান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তখন সে আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায়ে উদ্বুদ্ধ হয়।

৪. আত্মসমালোচনার মাধ্যমে মানুষের মাঝে পরকালীন জওয়াবদিহিতার উপলব্ধি সৃষ্টি হয়। মাইমুন বিন মিহরান বলতেন, 'মুত্তাক্বী ব্যক্তি সেই, যে নিজের জওয়াবদিহিতা এমন কঠোরভাবে গ্রহণ করে যেন সে একজন অত্যাচারী শাসক'।[১১৮]

৫. আত্মসমালোচনা জীবনের লক্ষ্যকে সবসময় সজীব করে রাখে। এর মাধ্যমে আমরা অনুভব করতে পারি আমাদেরকে এই পৃথিবীর বুকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। পার্থিব জীবন শুধু খাওয়া-দাওয়া, হাসি-ঠাট্টার নয়, এ জীবনের পরবর্তী যে অনন্ত এক জীবন, তার জন্য যে আমাদের সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে, আত্মসমালোচনা আমাদেরকে সর্বক্ষণ তা স্মরণ করিয়ে দেয়।

৬. মুহাসাবার ফলে কোন পাপ দ্বিতীয়বার করতে গেলে বিবেকে বাধা দেয়। ফলে পাপের কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়।

আত্মসমালোচনা না করার ফলাফল :

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, মুহাসাবা পরিত্যাগ করার অর্থ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলা। এতে মানুষের অন্তর পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ মুহাসাবা পরিত্যাগ করার ফলে দ্বীনের প্রতি তার শিথিলতা চলে আসে, যা তাকে নিশ্চিতভাবেই দুনিয়াবী জীবন ও পরকালীন জীবনে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। কেবলমাত্র আত্মগর্বী, প্রতারিত আত্মাই মুহাসাবা পরিত্যাগ করতে পারে। ফলশ্রুতিতে সে কোন কিছুর পরিণাম চিন্তা করে না। সমস্ত পাপ তার কাছে অত্যন্ত সহজ বিষয় হয়ে যায়। অবশেষে একসময় পাপ থেকে বেরিয়ে আসাটা তার কাছে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কখনো যদি সে সৎপথের সন্ধান পায়ও, তবুও সে তার অন্যায় অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন বলে মনে করে।[১১৯]

আত্মসমালোচনার পদ্ধতি :

আত্মসমালোচনা দু'ভাবে করা যায়। যথা-

১. কোন আমল শুরু করার পূর্বে মুহাসাবা করা : অর্থাৎ কোন কাজের সংকল্প করার পূর্বেই সে কাজটি সম্পর্কে চিন্তা করতে

১১৪. তিরমিযী হা/২৪৫৯, সনদ মওকূফ ছহীহ।
১১৫. ইগাছাতুল লাহফান (মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তাবি) ১/৭৯।
১১৬. ইগাছাতুল লাহফান ১/৭৯।
১১৭. তদেব।
১১৮. ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩/৩৯৫।
১১৯. ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান ১/৮২।

হবে যে, কাজটি ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনের জন্য উত্তম, না ক্ষতিকর? কাজটি কি হারাম, না হালাল? কাজটিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে, না অসন্তুষ্টি? অতঃপর যখন কাজটি উত্তম হবে, তখন আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা রেখে কাজে নেমে পড়তে হবে। আর কাজটি খারাপ হ'লে একইভাবে পূর্ণ একনিষ্ঠতা ও তাওয়াক্কুলের সাথে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রতিদিন সকালে আন্তরিকভাবে প্রত্যয় দীপ্ত হ'তে হবে যেন সারাদিন সৎ আমলের সাথে সংযুক্ত থেকে অসৎ আমল থেকে বিরত থাকা যায়।

২. আমল শেষ করার পর মুহাসাবা করা : এটা তিনভাবে করা যায়-

(ক) আল্লাহ্র আদেশ সমূহ আদায়ের ব্যাপারে আত্মসমালোচনা করা : আমাদের উপর নির্দেশিত ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফলগুলি পর্যালোচনা করা। নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, আমি কি আমার উপর আরোপিত ফরযগুলি আদায় করেছি? আদায় করলে সাথে সাথে নফল বা মুস্তাহাবগুলি কতটুকু আদায় করেছি? কারণ ফরযের কোন অপূর্ণতা হ'লে নফলগুলি সেটা পূরণ করে দেয়।[১২০] সাথে সাথে খেয়াল করতে হবে যে, উক্ত ইবাদতসমূহে আল্লাহ্র হক্ব পরিপূর্ণ আদায় করা হয়েছে কি-না? উল্লেখ্য যে, ইবাদতে আল্লাহ্র হক্ব ছয়টি- ক. আমলের মধ্যে খুলূছিয়াত থাকা, খ. তার মাঝে আল্লাহ্র জন্য নছীহত থাকা (আল্লাহ্র একত্বের প্রতি সঠিক বিশ্বাস পোষণ করা), গ. রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি আনুগত্য থাকা, ঘ. একাগ্রতা থাকা, ঙ. নিজের উপর আল্লাহ্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পূর্ণ উপলব্ধি থাকা, চ. অতঃপর এ সকল বিষয়াদির প্রতিটিতে নিজের ত্রুটি হচ্ছে- এই অনুতপ্তভাব থাকা।[১২১]

এ সকল হক্ব পূর্ণভাবে আদায় করা হয়েছে কি-না আমল সম্পন্ন করার পর তা চিন্তা করতে হবে।

(খ) অপ্রয়োজনীয় কাজ পরিত্যাগ করা : দ্বীনী দৃষ্টিকোণে যে হালাল কাজ করার চেয়ে না করাই বেশী উত্তম মনে হয়, তা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। কোন নির্দোষ কিন্তু গুরুত্বহীন কাজ করে থাকলে তা থেকেও নিজেকে সাধ্যমত নিয়ন্ত্রণ করা। অর্থাৎ আগামীতে কেন এটা করব? এর দ্বারা কি আমি আল্লাহ্র পথে আরো অগ্রসর হ'তে পারব? এর দ্বারা কি দুনিয়াবী ও পরকালীন জীবনে আমার বা মানবসমাজের কোন লাভ হবে? তা অন্য কোন লাভজনক কাজ থেকে আমাকে বিরত করছে কি? ইত্যাদি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না পেলে সে পথে আর অগ্রসর না হওয়া।[১২২]

(গ) ক্ষমা প্রার্থনা করা ও সৎআমল করা : পূর্ণ সতর্কতার পরও যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন পাপ হয়ে যায়, তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা ও তওবা করা। সাথে সাথে সৎআমল দ্বারা এই অপরাধের ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করা। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ– 'নিশ্চয়ই ভালকাজ মন্দকাজকে দূর করে দেয়, আর এটা স্মরণকারীদের জন্য স্মরণ' *(হূদ ১১/১১৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا 'তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর। কোন পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে সাথে সাথে সৎআমল কর যাতে তা মিটে যায়'।[১২৩]

সালাফে ছালেহীনের আত্মসমালোচনার দৃষ্টান্ত :

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, خَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَبَيْنِيْ وَبَيْنَهُ جِدَارٌ وَهُوَ فِيْ جَوْفِ الْحَائِطِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ بَخٍ بَخٍ وَاللهِ لَتَتَّقِيَنَّ اللهَ أَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ অর্থাৎ 'আমি একবার ওমর (রাঃ)-এর সাথে বের হ'লাম। পথিমধ্যে তিনি একটি বাগানে ঢুকলেন। এমতাবস্থায় আমার ও তাঁর মধ্যে বাগানের একটি দেয়াল আড়াল হয়েছিল। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, তিনি নিজেকে সম্বোধন করে বলছেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব! আমীরুল মুমিনীন সাবাস! সাবাস! আল্লাহ্র শপথ! হে ইবনুল খাত্ত্বাব! অবশ্যই তোমাকে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হ'তে হবে। অন্যথা তিনি তোমাকে শাস্তি দিবেন'।[১২৪]

ওছমান (রাঃ) যখন কোন কবরের নিকট দাঁড়াতেন তখন তিনি কাঁদতেন। যাতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাকে বলা হ'ল জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনায় আপনি কাঁদেন না, অথচ কবর দেখলে আপনি কাঁদেন কেন? জবাবে তিনি বললেন, রাসূল (ছঃ) বলেছেন যে, 'কবর হ'ল পরকালের পথের প্রথম মনযিল। যদি এখানে কেউ মুক্তি পায় তাহ'লে পরের মনযিলগুলি তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আর যদি এখানে মুক্তি না পায় তাহ'লে পরেরগুলি আরও কঠিন হয়ে যায়'। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি কবরের চাইতে ভয়ংকর কোন দৃশ্য আর দেখিনি'।[১২৫]

বারা বিন আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ তিনি একদল লোককে দেখতে পেয়ে বললেন, ওরা কি উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছে? একজন বললেন, এরা একটি কবর খুড়ছে। রাবী বলেন, একথা শুনে রাসূল (ছাঃ) আতংকিত হয়ে পড়লেন এবং সঙ্গী-সাথীদের আগে দ্রুতবেগে কবরের নিকটে পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসলেন। রাবী বলেন, তিনি কি করছেন তা দেখার জন্য আমি তাঁর মুখোমুখি বসলাম। তিনি কেঁদে ফেললেন, এমনকি অশ্রুতে মাটি ভিজে গেল। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বসে বললেন, হে ভাইয়েরা! এ রকম দিবসের জন্য রসদ প্রস্তুত রেখো'।[১২৬]

১২০. আবু দাউদ, মিশকাত হা/১৩৩০ সনদ ছহীহ।
১২১. ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ৪/৩৯৪।
১২২. ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ৪/৩৯৪।
১২৩. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮৩।
১২৪. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৬৩৮, আল-বিদায়াহ ৭/১৩৫।
১২৫. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩২, 'কবরের আযাবের প্রমাণ' অনুচ্ছেদ।
১২৬. আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৫১।

হানযালা আল-উসাইদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি কাঁদতে কাঁদতে আবুবকর (রাঃ)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবুবকর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে হানযালা! তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, হে আবুবকর! হানাযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। আমরা যখন রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে অবস্থান করি এবং তিনি আমাদের জান্নাত-জাহান্নাম স্মরণে নছীহত করেন, তখন মনে হয় যেন আমরা সেগুলো প্রত্যক্ষভাবে দেখছি। কিন্তু বাড়ী ফিরে আসার পর স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং অনেক কিছুই ভুলে যাই। আবুবকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমাদেরও তো একই অবস্থা! চল আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে যাই। অতঃপর আমরা সেদিকে রওয়ানা হ'লাম। রাসূল (ছাঃ) তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হানযালা! কি খবর? তখন উত্তরে তিনি অনুরূপ বক্তব্যই পেশ করলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার নিকট থেকে তোমরা যে অবস্থায় প্রস্থান কর, সর্বদা যদি সেই অবস্থায় থাকতে তাহ'লে ফেরেশতারা অবশ্যই তোমাদের মজলিসে, বিছানায় এবং পথে-ঘাটে তোমাদের সাথে মুছাফাহা করত। হে হানযালা! সেই অবস্থা তো সময় সময় হয়েই থাকে'।[১২৭]

উপরোক্ত হাদীছগুলি থেকে আত্মসমালোচনায় গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আবশ্যকতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

উপসংহার :

পরিশেষে বলব, আত্মসমালোচনা আমাদের পার্থিব জীবনে দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি করে, পরকালীন জওয়াবদিহিতার চিন্তা বৃদ্ধি করে এবং বিবেককে শাণিত করে। করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সাহায্য করে। সর্বোপরি জীবনের উচ্চতম লক্ষ্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে উঠার কাজে সর্বদা প্রহরীর মত দায়িত্ব পালন করে।

আত্মসমালোচনা, অন্যের ত্রুটি ধরার পূর্বে নিজের ত্রুটি ধরতে আমাদের শিক্ষা দেয়। অন্যের নিন্দা করার পূর্বে নিজের মধ্যে বিদ্যমান খারাপ দূর করতে উদ্বুদ্ধ করে। এর দ্বারা আমরা নিজেদেরকে যেমন সংশোধন করে নেওয়ার চেষ্টা চালাতে পারব, তেমনি অন্যের মাঝে ভুল দেখতে পেলে ভালবাসা ও স্নেহের সাথে তাকেও শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারব। এভাবে সমাজ পরিণত হবে পারস্পরিক সহযোগিতা, ভালবাসা ও সৌহার্দ্যে পূর্ণ এক শান্তিময় সমাজ।

অতএব আসুন! আমরা নিজেদেরকে একজন প্রকৃত মানুষ হিসাবে, প্রকৃত মুসলমান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ সতর্কতার সাথে ফেলি। নিজেকে সচ্চরিত্রবান, নীতিবান ও আদর্শবান হিসাবে গড়ে তুলি। এর মাধ্যমে সমাজের আরো দশটা লোক আমাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে। আর এভাবেই গড়ে উঠবে আদর্শ পরিবার; আদর্শ সমাজ থেকে আদর্শ রাষ্ট্র। আল্লাহ আমাদেরকে সে তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!!

১২৭. মুসলিম হা/২৭৫০, মিশকাত হা/২২৬৮।

মুসলিম নারীর পর্দা ও চেহারা ঢাকার অপরিহার্যতা

মূল : মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন

*অনুবাদ : আব্দুর রহীম বিন আবুল কাসেম**

[শেষ কিস্তি]

১১ নং দলীল :

বিশুদ্ধ দৃষ্টিকোণ ও প্রচলিত যুক্তি, এই পূর্ণাঙ্গ শরী'আত যাকে নিয়ে এসেছে। আর সেটা হ'ল কল্যাণময় কর্মসমূহ ও তার মাধ্যমগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তার প্রতি উৎসাহিত করা। অপরদিকে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি ও তার মাধ্যমগুলোকে অস্বীকার করা এবং পরিহার করা। সুতরাং ফিৎনার বিপরীতে যা কল্যাণকর ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত তা প্রতিপালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তাই ওয়াজিব বা মুস্তাহাব। আর কল্যাণের বিপরীতে যা অধিক অনিষ্টকর তা নিষিদ্ধ ও বাস্তবায়ন করা হারাম। যখন আমরা নারীর পর্দাহীনতা ও পরপুরুষদের সামনে চেহারা খুলে রাখার বিষয়টি চিন্তা করব, তাতে আমরা ব্যাপক বিপর্যয় দেখতে পাবো। যদিও তাতে কিছু কল্যাণ ভাবা হয়, তবে বিপর্যয়ের তুলনায় তা অতি সামান্য।

বিপর্যয়গুলো হ'ল :

(১) ফিতনা : কেননা নারী চেহারা সুন্দর হয় এমন কার্যাবলী সম্পাদন করার মাধ্যমে নিজেকে ফিতনায় ফেলে এবং সম্মোহনকারী হাবভাব বা মুখাবয়বের মাধ্যমে তা প্রদর্শন করে। আর এটা অনিষ্ট ও ফিৎনার প্রতি অন্যতম বড় আহ্বানকারী।

(২) নারীর লজ্জাশীলতা লোপ পাওয়া : লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ এবং স্বভাবগত দাবী। আর শালীনতার ক্ষেত্রে নারীরা আদর্শ। এজন্য বলা হয়, কুমারীরা তাদের অন্তপুরেও অধিক লজ্জাশীল। নারীর লজ্জাহীনতা হচ্ছে তার ঈমানের স্বল্পতা। আর যে ফিতরাত দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে বের হয়ে যাওয়ার শামিল।

(৩) নারীর মাধ্যমে পুরুষের ফেতনায় পড়া : বিশেষত যখন নারী সুন্দরী হয় এবং তার সাথে হাসি-তামাসা ও রসিকতায় লিপ্ত হয়, যেমন অধিকাংশ পর্দাহীন মেয়েদের ক্ষেত্রে ঘটে। বলা হয়ে থাকে, نظرة ... فسلام، فكلام فموعـــد فلقـــاء– 'দর্শন, তারপর সালাম, এরপর বাক্যালাপ, অতঃপর ডেটিং, তারপর সাক্ষাৎ'। আর শয়তান তো মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে চলে। সুতরাং অনেক বাক্যালাপ, হাসি-তামাসা, আনন্দ-উল্লাস পুরুষের হৃদয়কে নারীর প্রতি আকৃষ্ট করে। অনুরূপ নারীর অন্তরকেও পুরুষের প্রতি আকর্ষিত করে। এর মাধ্যমে এমন কিছু অনিষ্টতা ঘটে যা অপ্রতিরোধ্য। (এ থেকে) আমরা আল্লাহ্র কাছে নিরাপত্তা চাই।

* *সহকারী শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

(৪) নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ : কেননা নারী যখন চেহারা খুলে রাখা ও পর্দাহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর ক্ষেত্রে নিজেকে পুরুষের সমকক্ষ ভাববে, তখন সে লজ্জাশীলা থাকবে না এবং পুরুষের ভীড়েও লাজনম্র হবে না। আর এর মধ্যেই রয়েছে বড় ফিতনা এবং সীমাহীন বিপর্যয়। একদিন রাসূল (ছাঃ) মসজিদ থেকে বের হয়ে দেখলেন যে, মহিলারা পুরুষদের সাথে মিলে মিশে পথ চলছে, তখন রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে বলেলেন,

اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيْقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيْقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوْقِهَا بِهِ-

'আমি তোমাদের দূরত্ব কামনা করছি। কেননা তোমাদের উচিত হবে না রাস্তাকে আঁকড়ে ধরা। রাস্তার এক পাশে চলা তোমাদের জন্য আবশ্যক'। এরপর মহিলারা রাস্তার প্রাচীর ঘেঁষে চলতেন, এমনকি তাদের কারো কাপড় প্রাচীরে আটকে যেত।[১২৮] আল্লামা ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আল্লাহ্র এ বাণী উল্লেখ করেন, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ 'হে নবী! আপনি মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন চক্ষু অবনমিত রাখে' *(নূর ৩১)*।

আল্লামা ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) তাঁর মাজমূ' ফাতওয়া গ্রন্থের শেষ সংস্করণে নারীর পরপুরুষ থেকে পর্দা আবশ্যক হওয়া সম্পর্কে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা নারীর শোভাকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শোভা। স্বামী ব্যতীতও মাহরাম ব্যক্তির সামনে প্রকাশ্য শোভা প্রদর্শন করা বৈধ। পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে মহিলাগণ বড় চাদর পরিধান না করে বাইরে বের হ'তেন। পুরুষেরা তাদের চেহারা ও হাত দেখতে পেতো। আর এসময় তাদের জন্য চেহারা ও হাত প্রকাশ করা বৈধ ছিল। ফলে তখন তাদের প্রতি তাকানোও বৈধ ছিল। কেননা তাদের জন্য সেগুলো প্রকাশ করা জায়েয ছিল। অতঃপর যখন আল্লাহ পর্দার এ আয়াত নাযিল করলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ 'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চাদর দিয়ে আবৃত করে' *(আহযাব ৩৩/৫৯)*। তখন নারীরা পরপুরুষদের থেকে পর্দা করতে শুরু করল। অতঃপর ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, جلباب হ'ল الملاءة (বড় চাদর)। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) ও অন্যান্যরা যার নাম দিয়েছেন الرداء (চাদর)। আর জনসাধারণ যার নাম দিয়েছিল الإزار (লুঙ্গি)। সেটা এমন বড় লুঙ্গি, যা নারীর মাথা ও পুরো দেহ আবৃত করে ফেলে। অতঃপর তিনি বলেন, যখন তাদেরকে বড় চাদর পরিধানের আদেশ দেওয়া হ'ল যাতে তাদেরকে চেনা না যায়, আর সেটা হ'ল চেহারা ঢাকা বা নিকাব দিয়ে মুখমণ্ডল আবৃত করা। সুতরাং চেহারা ও হস্ত দ্বয় এমন শোভা, যা পরপুরুষের সামনে প্রকাশ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অতএব এখন পরপুরুষদের জন্য নারীর প্রকাশ্য পোশাক দেখার বৈধতা ছাড়া আর কি বাকী থাকল? ইবনে মাসঊদ দু'টি কর্মের শেষটি এবং ইবনে আব্বাস দু'টি কর্মের প্রথমটি উল্লেখ করেছেন। সুতরাং নারীর চেহারা ও হস্ত-পদদ্বয় পরপুরুষদের সামনে প্রকাশ করা যাবে না। এটাই দু'টি মতের মধ্যে বিশুদ্ধ মত। কেবল নারীর পোশাকের বাহ্যিক দিক প্রকাশ হ'তে পারে।[১২৯]

তিনি আরো উল্লেখ করেন, নারীর চেহারা ও হস্ত-পদদ্বয় পরপুরুষের সামনে প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে নারী ও মাহরাম ব্যক্তির সামনে তা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়নি।[১৩০]

একই গ্রন্থে তিনি আরো উল্লেখ করেন, মূলতঃ জানা উচিত যে, এখানে শরী'আত প্রণেতার দু'টি উদ্দেশ্য রয়েছে। (১) নারী-পুরুষদের মাঝে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা। (২) নারীর পর্দা।[১৩১] একথাগুলো ছিল শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ)-এর।

আর ইমাম আহমাদের অন্যান্য ফক্বীহ সাথীদের মধ্যে পরবর্তীদের অভিমত, যা আমি এখন উল্লেখ করব। যেমন মানছূর আল-ভূতী المنتهى গ্রন্থে বলেন, খোজা, পুরুষত্বহীন ও লিংগকর্তনকৃতের জন্য বেগানা নারীর প্রতি তাকানো হারাম। মূসা আল-হাজ্জাবী الاقناع গ্রন্থে বলেন, সাধারণ পুরুষের ন্যায় লিঙ্গকর্তনকৃত ব্যক্তি ও খোজাদের জন্য বেগানা নারীর প্রতি তাকানো হারাম। الاقناع গ্রন্থে অন্যত্র তিনি বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে স্বাধীন বেগানা নারীর প্রতি তাকানো অবৈধ এবং তার চুল দেখা হারাম। তিনি متن الدليل গ্রন্থে বলেন যে, তাকানো আট প্রকার। যথা- (১) প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের জন্য অপ্রয়োজনে কোন প্রাপ্তবয়স্কা স্বাধীন বেগানা নারীর প্রতি তাকানো অবৈধ, যদিও সে স্ত্রী মিলনে অক্ষম হয়। এমনকি তার মাথার চুলের দিকে তাকানোও বৈধ নয়।

আর শাফেঈদের বক্তব্য হ'ল, যদি তাকানোর মাঝে কামনা থাকে বা ফিতনার আশংকা থাকে, তাহ'লে কোন মতপার্থক্য ছাড়াই অকাট্যভাবে হারাম। আর যদি তাকানোর মাঝে কামনা বা ফিতনার আশংকা না থাকে, তাহ'লে এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে, যা الاقناع গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, বিশুদ্ধ কথা হ'ল তাকানো হারাম, যেমন المنهاج গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

১২৮. *আবূদাঊদ হা/৫২৭৪; মিশকাত হা/৪৭২৭।*

১২৯. *মাজমূ' ফাতাওয়া ২/১১০পৃঃ, ফৎওয়া নং ৬৬।*
১৩০. *মাজমূ' ফাতাওয়া ২/১১৭-১১৮ পৃঃ।*
১৩১. *মাজমূ' ফাতাওয়া ২/১৫২পৃঃ।*

মুসলমানদের ঐক্যমত হ'ল মুখমণ্ডল খোলা রেখে নারীদের বাইরে বের হওয়া হারাম। কারণ তার প্রতি তাকানো ফিতনার ধারক ও কামনার উদ্দিপক। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ 'হে নবী! আপনি মুমিনদের বলে দিন, তারা যেন চক্ষু অবনমিত রাখে' *(নূর ২৪/৩০)*। আর শরী'আতের উপযুক্ত উপকারিতা হ'ল এ সকল ফিতনার দরজা বন্ধ করা এবং এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে বিরত থাকা।

আল্লামা শাওকানী তার 'নায়লুল আওত্বার' গ্রন্থে বলেন, চেহারা খুলে নারীদের বাইরে বের হওয়া মুসলমানদের ঐক্যমতে নিষিদ্ধ, বিশেষ করে পাপাচারীদের সামনে।

আর যারা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে বেগানা নারীর চেহারা ও হাতের প্রতি তাকানোকে বৈধ করেছেন, নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ব্যতীত তাদের আর কোন দলীল আমার জানা নেই।

১নং দলীল :

আল্লাহ্র বাণী, وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا 'আর তারা সাধারণত যা প্রকাশ পেয়ে যায় তা ব্যতীত তাদের শোভা প্রকাশ করবে না' *(নূর ২৪/৩১)*।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আর সেটা হ'ল নারীর চেহারা, তালুদ্বয় ও আংটি। এটি আ'মাশ সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণনা করেন। আর ছাহাবায়ে কেরামের তাফসীর শরী'আতের দলীল, যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

২নং দলীল :

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِىْ بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا. وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ-

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে আবী বকর (রাঃ) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলেন। রাসূল (ছাঃ) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, হে আসমা! নারী যখন যৌবনে পদার্পণ করে তখন তার এটা ওটা ব্যতীত প্রকাশ করা বৈধ নয়। তিনি চেহারা ও দু'কব্জির দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন।[১৩২]

৩য় দলীল :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيْفَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ-

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, (বিদায় হজ্জের দিন তার ভাই) ফযল রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে সওয়ারীতে বসে ছিল। অতঃপর খাছ'আম গোত্রের একটা মহিলা আসল। ফযল তার দিকে তাকাতে শুরু করল এবং মহিলাটিও ফযলের দিকে তাকাচ্ছিল। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) ফযলের মুখমণ্ডল অন্যদিকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন।[১৩৩] এ হাদীছ প্রমাণ বহন করে যে, মহিলাটির মুখ খোলা ছিল।

৪নং দলীল :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ يَوْمَ الْعِيْدِ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلاَلٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ. فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ-

জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঈদের দিনে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছালাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুৎবার পূর্বে আযান, ইক্বামত ব্যতীত ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর লোকদেরকে উপদেশ, নছীহত করলেন। অতঃপর মহিলাদের নিকট এসে ওয়ায-নছীহত করে বললেন, হে মহিলারা! তোমরা ছাদাক্বা কর, কেননা তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামের জ্বালানী হবে। দু'গাল লালচে কালো দাগ মিশ্রিত একজন মহিলা নারীদের মধ্যে হ'তে দাঁড়িয়ে বলল, কেন হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)?...।[১৩৪]

যদি মহিলার চেহারা খোলা না থাকতো, তবে তিনি জানতে পারতেন না যে, তার মুখে লালচে কালো দাগ রয়েছে। আমার জানা মতে, এ সকল দলীল দ্বারা পরপুরুষের সামনে নারীর চেহারা প্রকাশ করার ব্যাপারে দলীল পেশ করা যায়। তবে এগুলো পূর্বোক্ত চেহারা ঢাকা ওয়াজিব হওয়ার দলীলগুলোর বিরোধী নয়, দু'টি কারণে-

(১) চেহারা আবৃত করা ওয়াজিব হওয়ার দলীলগুলো মূল থেকে গৃহীত। আর চেহারা খুলে রাখা বৈধতার দলীলগুলো মূলের উপরেই বিদ্যমান। আর মূল থেকে গৃহীত দলীল প্রাধান্য পাবে। যা উছূলবিদদের নিকট প্রসিদ্ধ। কারণ الاصل (মূল) হ'ল কোন জিনিস তার পূর্বের অবস্থার উপরে বিদ্যমান থাকা। সুতরাং যখন মূল থেকে গৃহীত দলীল পাওয়া যাবে তখন তা মূলের উপরে আপতিত হবে এবং তা পরিবর্তিত হবে। এজন্য আমরা বলি, নকল করায় অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জিত

১৩২. *আবু দাউদ হা/৪১০৬; মিশকাত হা/৪৩৭২, সনদ ছহীহ।*

১৩৩. *বুখারী হা/১৫১৩; মুসলিম হা/১৩৩৪, আবুদাউদ হা/১৮১১; নাসাঈ হা/২৬১৩।*
১৩৪. *মুসলিম হা/৮৮৫।*

হয়। আর সেটা হ'ল মূল বিধানের পরিবর্তন সাব্যস্ত হওয়া। হ্যাঁ বোধক, না বোধকের উপর প্রাধান্য পাবে। এই সংক্ষিপ্ত রূপটি সাব্যস্ত হবে এবং প্রায়োগিক ও অর্থগত দলীলের মাঝে সমন্বয় সাধন করবে।

(২) যখন আমরা চেহারা খুলে রাখা বৈধতার দলীলগুলো পর্যালোচনা করে দেখব, তখন দেখা যাবে যে, এ দলীলগুলো কোনভাবেই নিষিদ্ধের দলীলগুলোর সমকক্ষ নয়। প্রত্যেক দলীলের জবাব দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

* ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যার তিনটি দিক রয়েছে-

(ক) সম্ভবত দু'টি কর্মের প্রথমটি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পর্দার আয়াত নাযিলের পূর্বের ঘটনা। যেমন ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) আলোচনা করেছেন, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

(খ) সম্ভবত এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল সৌন্দর্য, যা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে, যেমন ইবনে কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর এ দু'টি সম্ভবনাকে শক্তিশালী করে সূরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা। আল্লাহ্র বাণী, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ– 'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের বড় চাদরের কিয়দংশ নিজের উপর টেনে দেয়' *(আহযাব ৩৩/৫৯)*। যেমন কুরআন থেকে গৃহীত ৩য় দলীলে পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

(গ) আমরা যদি এ দু'টি সম্ভাবনার একটিকেও গ্রহণ না করি, তাহ'লে তা দলীল হিসাবে গ্রহণীয় হবে না। আর ছাহাবীর তাফসীর গ্রহণ করা তখনই আবশ্যক হবে, যখন কোন ছাহাবী তার বিরোধিতা না করবে। আর যদি অন্য কোন ছাহাবী বিরোধিতা করেন তাহ'লে ৩য় দলীল দ্বারা যেটা শক্তিশালী হবে সেটা গ্রহণ করতে হবে।

ইবনে মাসঊদ (রাঃ) ইবনু আব্বাসের বিপরীত তাফসীর করেছেন। আর সেটা হ'ল, إلا ما ظهر بالرداء والثياب অর্থাৎ চাদর ও কাপড়ের যে অংশ প্রকাশ পায়, তাতে কোন দোষ নেই। কারণ এটা প্রকাশ পাবেই। ফলে দুই ছাহাবীর ব্যাখ্যার মধ্যে কথা ও কাজে ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর ব্যাখ্যা প্রাধান্য পাবে।

(২) আসমা বিনতে আবি বকর সম্বন্ধে আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটি দুই কারণে দুর্বল বা যঈফ-

(ক) انقطاع তথা আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে খালিদ বিন দুরাইকের সাক্ষাৎ না হওয়া। যেমন আবূদাঊদ ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, خالد بن دريك لم يسمع من عائشة অর্থাৎ খালিদ বিন দুরাইক আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট থেকে এ হাদীছ শুনেনি।

(খ) এর সনদে সাঈদ ইবনে বুশাইর আন-নাছরী নামক এক রাবী আছে, সে দামেস্কের লোক। ইবনে মাহদী তাকে মাতরূক বলেছেন। তাছাড়া ইমাম আহমাদ, ইবনে মঈন, ইবনুল মাদিনী ও ইমাম নাসাঈ তাকে দুর্বল রাবী বলেছেন। অতএব একটা দুর্বল হাদীছ পূর্বে বর্ণিত পর্দা আবশ্যক হওয়ার উপর বিশুদ্ধ হাদীছের সমকক্ষ হ'তে পারে না এবং তার উপর আমল করাও যাবে না। তাছাড়া হিজরতের সময় আসমা (রাঃ)-এর বয়স ছিল ২৭ বছর, তখন তিনি পূর্ণ যুবতী। কী করে চেহারা ও কব্জি ছাড়া গোটা দেহে পাতলা কাপড় পরে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে প্রবেশ করতে পারেন? এছাড়া এটা বিশুদ্ধ ধরা হ'লে এটা পর্দার আয়াত নাযিলের পূর্বের ঘটনার উপর প্রমাণ বহন করে। আর মূল থেকে বর্ণিত দলীল আসল অবস্থার উপর প্রাধান্য পাবে।

(৩) ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদীছ দ্বারা পরপুরুষের বেগানা নারীর প্রতি তাকানোর বৈধতা প্রমাণ করে না। কেননা নবী করীম (ছাঃ) ফযল (রাঃ)-এর তাকানোকে সমর্থন করেননি। বরং তার চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। আর এজন্য ইমাম নববী ছহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, এ হাদীছের অন্যতম উপকারিতা হ'ল বেগানা নারীর প্রতি তাকানো হারাম। হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারীতে বলেন, এ হাদীছের ফায়েদা হ'ল, বেগানা নারীর প্রতি তাকানো নিষিদ্ধ ও চক্ষু অবনমিত রাখা আবশ্যক। কাযী আয়ায বলেন, কারো কারো মতে ফিতনার আশংকা না থাকলে চেহারা ঢাকা আবশ্যক নয়। তিনি বলেন, আমার নিকট রাসূল (ছাঃ)-এর কর্ম ফাযলের চেহারা ফিরিয়ে দেওয়া, এ সকল মত থেকে অধিক যুক্তিযুক্ত চেহারার ঢাকা আবশ্যক হওয়ার জন্য। আর তার কথা غطى وجه الفضل অর্থাৎ তিনি ফযলের চেহারা ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন যেমন বর্ণনায় এসেছে।

কেউ যদি বলে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলাটিকে চেহারা ঢাকার নির্দেশ দেননি তো? এর উত্তর হ'ল, এটা স্পষ্ট যে সে মহিলা ছিল ইহরাম অবস্থায়। আর তখন চেহারা খুলে রাখাই শরী'আত সম্মত, যতক্ষণ তার দিকে কোন পর পুরুষ তাকাবে না। অথবা বলা যায় যে, সম্ভবত পরে রাসূল (ছাঃ) তাকে চেহারা ঢাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা নির্দেশের বর্ণনা না থাকাটা নির্দেশ দেননি এর প্রমাণ বহন করে না।...

ইমাম মুসলিম ও আবূদাঊদ জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজিলী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ وفي رواية قال فَأَمَرَنِىْ أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِىْ 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম, তিনি বললেন, তোমার চক্ষু ফিরিয়ে নিবে।[১৩৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমাকে তিনি নির্দেশ দিলেন আমার চক্ষু ফিরিয়ে নিতে।[১৩৬]

১৩৫. বুখারী হা/২; আবু দাউদ হা/২১৫০।
১৩৬. মুসলিম হা/২১৫৯।

(৪) জাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের সময়কাল উল্লেখ নেই। হতে পারে মেয়েটি ছিল অতি বৃদ্ধা যে বিবাহের আশা করে না। ফলে তার জন্য চেহারা খোলা রাখা বৈধ। যা অন্যান্য নারীর উপর পর্দা আবশ্যক হওয়াকে নিষিদ্ধ করে না। অথবা এ ঘটনা ছিল পর্দার আয়াত নাযিলের পূর্বের। কারণ সূরা আহযাবের পর্দা সংক্রান্ত আয়াতটি নাযিল হয় পঞ্চম বা ৬ষ্ঠ হিজরীতে আর ঈদের ছালাত শরী'আতে প্রবর্তিত হয় দ্বিতীয় হিজরী সালে। তাই এমন ঘটনা হ'তে পারে।

বৃহত্তম সমাজের মানুষের এই মাসআলা সম্বন্ধে জানার প্রয়োজনে আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত করলাম। কারণ অনেক মানুষ সফর করে কিন্তু এর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে তার হক্ব আদায় করে না। যদিও গবেষকদের উপর আবশ্যক হ'ল ন্যায় ইনছাফ অন্বেষণ করা এবং ভালোভাবে না জেনে কথা না বলা। আর মতবিরোধপূর্ণ মাসআলায় বিচারকের আসনে বসবে এবং ন্যায়ের দৃষ্টিতে বিবেচনা করে জ্ঞানের আলোকে ফায়ছালা করবে অতঃপর দু'টির একটিকে প্রাধান্য দিবে না; বরং সকল দিক থেকে দলীলগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে এবং আধিক্যের উপর ভিত্তি করে একটা মতকে বিশ্বাস করবে এবং দলীল সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবে আর মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা হওয়ায় গুরুত্বহীন মনে করবে এটা সমীচীন নয়। এজন্য বিদ্বানগণ বলেছেন বিশ্বাসের পূর্বে দলীল গ্রহণ করা উচিত হবে, যাতে তার বিশ্বাস দলীলের অনুসারী হয়। কেননা যে দলীল গ্রহণের পূর্বে বিশ্বাসকে প্রাধান্য দিবে, তার বিশ্বাসই অনেক সময় দলীলকে প্রত্যাখ্যান করবে স্বীয় মতের বিপরীত হওয়ায়। অথচ আমরা এবং অন্যরা দলীলকে বিশ্বাসের অনুসরণ করতে বলার ক্ষতিকর দিক লক্ষ্য করেছি যে, এর ধারক বাহকরা দুর্বল (যঈফ) হাদীছকে ছহীহ বলতে উদ্বুদ্ধ করে এবং কোন বিশুদ্ধ দলীল দ্বারা এমন কথা সাব্যস্ত করে যার সাথে ঐ হাদীছের ন্যূনতম সম্পর্ক নাই। আমি পর্দা আবশ্যক না হওয়ার উপর এক লিখকের একটা প্রবন্ধ পড়েছি, যাতে আবূদাঊদে আয়েশা বর্ণিত হাদীছটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে যে, আসমা বিনতে আবী বকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে প্রবেশ করলেন। আর রাসূল (ছাঃ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيْضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا شيء إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ– 'যখন কোন নারী যৌবনে পদার্পণ করে তখন তার জন্য এটা ওটা ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ করা বৈধ হবে না এবং চেহারা ও দু'কব্জির দিকে ইঙ্গিত করলেন।[১৩৭] আর এই লেখক উল্লেখ করেছেন যে, সবার মতে হাদীছটি ছহীহ। লক্ষ্য করুন! লেখক কি করে একটা দুর্বল হাদীছকে ছহীহ হওয়ার হুকুম লাগালেন, অথচ ইমাম আবূদাঊদ নিজেই হাদীছটিকে মুরসাল এবং মুনকাতী বলেছেন। অত্র হাদীছে সাঈদ ইবনে বুছহির আন-নাছরী নামক রাবী আছে। যে নিতান্ত যঈফ। আরো লক্ষ্য করুন, কি করে হাদীছটিকে متفق عليه বলা যায়, অথচ হাদীছটি এমন নয়। কারণ এর দ্বারা যদি প্রসিদ্ধ পরিভাষা, তথা হাদীছটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে তা ডাহা মিথ্যা কথা। কারণ এ হাদীছ বুখারী ও মুসলিমে নেই। আর যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় যে, ওলামায়ে কেরাম এ হাদীছের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে একমত, তাহ'লেও এটা ডাহা মিথ্যা কথা। কারণ স্বয়ং ইমাম আবূদাঊদ হাদীছটিকে মুরসাল ও মুনকাতী বলেছেন এবং ইমাম আহমাদ সহ হাদীছের অন্যান্য ইমামগণ একে যঈফ বলেছেন। আসলে স্বজনপ্রীতি ও অজ্ঞতা তাকে এ বিপদ ও ধ্বংসের উপর উদ্বুদ্ধ করেছে। আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, তুমি দু'টি পোশাক পরিধান থেকে বিরত থাকবে, যে এ দু'টি পরবে সে লাঞ্ছনা ও অবমাননা দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। একটা হ'ল চরম মূর্খতার পোশাক আর দ্বিতীয়টি পক্ষপাতিত্বের পোশাক। এ দু'টো কতইনা নিকৃষ্ট পোশাক! বরং ন্যায়নীতির মাধ্যমে মর্যাদার অলংকার পরিধান করবে, যার দ্বারা কাঁধ ও তার আশপাশ সুশোভিত হয়।

অতএব লেখকগণ যেন দলীল অন্বেষণ ও তা বিশুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে সতর্ক হয় এবং জ্ঞানহীন কথাকে শরী'আত সাব্যস্ত না করে। যার ফলে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ 'সুতরাং যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে হ'তে পারে, আল্লাহ তো যালিম সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেন না' *(আন'আম ১৪৪)*।

আর তারা যেন কোন বিষয়ে দলীল অন্বেষণের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা ও মিথ্যার মাঝে সমন্বয় না ঘটায়, যে বিষয়ে দলীল প্রতিষ্ঠিত আছে। এর ফলে অনিষ্টতার উপর অনিষ্টতা এসে পড়বে এবং আল্লাহ তা'আলার ঐ কথার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে, যেমন তিনি বলেন, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্য আসার পর তা অস্বীকার করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? কাফিরদের আবাসস্থল কী জাহান্নাম নয়'? *(যুমার ৩২)*।

অবশেষে আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের সত্যকে সঠিক রূপে দেখার এবং তার অনুসরণ করার তাওফীক দিন। আর মিথ্যাকে ভ্রান্ত রূপে দেখার এবং তা থেকে নিরাপদে থাকার তাওফীক দিন। আর আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।- আমীন!!

[ঈষৎ সংক্ষেপায়িত ও পরিমার্জিত]

১৩৭. *ছহীহুল জামে' হা/৭৮৪৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২১৫।*

বিশ্ব ভালবাসা দিবস

আত-তাহরীক ডেস্ক

'ভালবাসা দিবস'কে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবী উন্মাতাল হয়ে উঠে। বাজার ছেয়ে যায় নানাবিধ উপহারে। পার্ক ও হোটেল-রেস্তোরাঁগুলো সাজানো হয় নতুন সাজে। পৃথিবীর প্রায় সব বড় শহরেই 'ভ্যালেন্টাইনস ডে'-কে ঘিরে পড়ে যায় সাজ সাজ রব। পশ্চিমা দেশগুলোর পাশাপাশি প্রাচ্যের দেশগুলোতেও এখন ঐ অপসংস্কৃতির মাতাল ঢেউ লেগেছে। হৈ চৈ, উন্মাদনা, ঝলমলে উপহার সামগ্রী, প্রেমিক যুগলের চোখেমুখে থাকে বিরাট উত্তেজনা। হিংসা-হানাহানির যুগে ভালবাসার এই দিনকে! প্রেমিক যুগল তাই উপেক্ষা করে সব চোখ রাঙানি। বছরের এ দিনটিকে তারা বেছে নিয়েছে হৃদয়ের কথকতার কলি ফোটাতে।

'ভ্যালেন্টাইনস ডে'র ইতিহাস প্রাচীন। এর সূচনা প্রায় ১৭শ' বছর আগের পৌত্তলিক রোমকদের মাঝে প্রচলিত 'আধ্যাত্মিক ভালবাসা'র মধ্য দিয়ে। এর সাথে কিছু কল্পকাহিনী জড়িত ছিল, যা পরবর্তীতে রোমীয় খৃষ্টানদের মাঝেও প্রচলিত হয়। ভ্যালেনটাইন ডে সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন- ১. রোমের সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াস-এর আমলের ধর্মযাজক সেন্ট ভ্যালেনটাইন সম্রাটের খৃষ্টধর্ম ত্যাগের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলে ২৭০ খৃস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রীয় আদেশ লঙ্ঘনের অভিযোগে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। ২. ১৪ই ফেব্রুয়ারী রোমকদের লেসিয়াস দেবীর পবিত্র দিন। এদিন তিনি দু'টি শিশুকে দুধ পান করিয়েছিলেন। যারা পরবর্তীতে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিল। ৩. ১৪ই ফেব্রুয়ারী রোমানদের বিবাহ দেবী 'ইউনু'-এর বিবাহের পবিত্র দিন। ৪. রোম সম্রাট ক্লডিয়াস তার বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করতে গিয়ে যখন এতে বিবাহিত পুরুষদের অনাসক্ত দেখেন, তখন তিনি পুরুষদের জন্য বিবাহ নিষিদ্ধ করে ফরমান জারি করেন। কিন্তু জনৈক রোমান বিশপ সেন্ট ভ্যালেন্টাইন এটাকে প্রত্যাখ্যান করেন ও গোপনে বিয়ে করেন। সম্রাটের কানে এ সংবাদ গেলে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ২৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারীতে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সেদিন থেকে দিনটি ভালবাসা দিবস হিসাবে কিংবা এ ধর্মযাজকের নামানুসারে 'ভ্যালেন্টাইন ডে' হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।

পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে এ দিনে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, এমনকি পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও উপহার বিনিময় হয়। উপহার সামগ্রীর মধ্যে আছে পত্র বিনিময়, খাদ্যদ্রব্য, ফুল, বই, ছবি, 'Be my valentine' (আমার ভ্যালেন্টাইন হও), প্রেমের কবিতা, গান, শোক লেখা কার্ড প্রভৃতি। গ্রীটিং কার্ডে, উৎসব স্থলে অথবা অন্য স্থানে প্রেমদেব (Cupid)-এর ছবি বা মূর্তি স্থাপিত হয়। সেটা হ'ল একটি ডানাওয়ালা শিশু, তার হাতে ধনুক এবং সে প্রেমিকার হৃদয়ের প্রতি তীর নিশান লাগিয়ে আছে। এ দিন স্কুলের ছাত্ররাও তাদের ক্লাসরুম সাজায় এবং অনুষ্ঠান করে।

এ দিনে পালিত বিচিত্র অনুষ্ঠানাদির মধ্যে একটি হচ্ছে, দু'জন শক্তিশালী পেশীবহুল যুবক গায়ে কুকুর ও ভেড়ার রক্ত মাখত। অতঃপর দুধ দিয়ে তা ধুয়ে ফেলার পর এ দু'জনকে সামনে নিয়ে বের করা হ'ত দীর্ঘ পদযাত্রা। এ দু'যুবকের হাতে চাবুক থাকত, যা দিয়ে তারা পদযাত্রার সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে আঘাত করত। রোমক রমণীদের মাঝে কুসংস্কার ছিল যে, তারা যদি এ চাবুকের আঘাত গ্রহণ করে, তবে তারা বন্ধ্যাত্ব থেকে মুক্তি পাবে। এ উদ্দেশ্যে তারা এ মিছিলের সামনে দিয়ে যাতায়াত করত।

১৮শ' শতাব্দী থেকেই শুরু হয়েছে ছাপানো কার্ড প্রেরণ। এ সব কার্ডে ভাল-মন্দ কথা, ভয়-ভীতি আর হতাশার কথাও থাকত। ১৮শ' শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে সব কার্ড ভ্যালেন্টাইন ডে'তে বিনিময় হ'ত তাতে অপমানজনক কবিতাও থাকত।

সবচেয়ে যে জঘন্য কাজ এ দিনে করা হয়, তা হ'ল ১৪ ফেব্রুয়ারী মিলনাকাঙ্ক্ষী অসংখ্য যুগলের সবচেয়ে বেশী সময় চুম্বনাবদ্ধ হয়ে থাকার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া। আবার কোথাও কোথাও চুম্বনাবদ্ধ হয়ে ৫ মিনিট অতিবাহিত করে ঐ দিনের অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে।

ভালবাসায় মাতোয়ারা থাকে ভালবাসা দিবসে রাজধানীসহ দেশের বড় বড় শহরগুলো। পার্ক, রেস্তোরাঁ, ভার্সিটির করিডোর, টিএসসি, ওয়াটার ফ্রন্ট, ঢাবির চারুকলার বকুলতলা, আশুলিয়া- সর্বত্র থাকে প্রেমিক-প্রেমিকাদের তুমুল ভিড়। 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে' উপলক্ষে অনেক তরুণ দম্পতিও হাযির হয় প্রেমকুঞ্জগুলোতে।

'ভ্যালেন্টাইনস ডে' উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশের নামী-দামী হোটেলের বলরুমে বসে তারুণ্যের মিলন মেলা। 'ভালবাসা দিবস'-কে স্বাগত জানাতে হোটেল কর্তৃপক্ষ বলরুমকে সাজান বর্ণাঢ্য সাজে। নানা রঙের বেলুন আর অসংখ্য ফুলে স্বপ্নিল করা হয় বলরুমের অভ্যন্তর। জম্পেশ অনুষ্ঠানের সূচিতে থাকে লাইভ ব্যান্ড কনসার্ট, ডেলিশাস ডিনার এবং উদ্দাম নাচ। আগতদের সিংহভাগই অংশ নেয় সে নাচে। ঘড়ির কাটা যখন গিয়ে ঠেকে রাত দু'টার ঘরে তখন শেষ হয় প্যান প্যাসেফিক সোনারগাঁও হোটেলের 'ভালবাসা দিবস' বরণের অনুষ্ঠান।

ঢাবির টিএসসি এলাকায় প্রতি বছর এ দিবসে বিকেল বেলা অনুষ্ঠিত হয় ভালবাসা র‍্যালি। এতে বেশ কিছু খ্যাতিমান দম্পতির সাথে প্রচুর সংখ্যক তরুণ-তরুণী, প্রেমিক-প্রেমিকা

যোগ দেয়। প্রেমের কবিতা আবৃত্তি, প্রথম প্রেম, দাম্পত্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদির স্মৃতি চারণে অংশ নেয় তারা।

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী এমনকি বুড়া-বুড়িরা পর্যন্ত নাচতে শুরু করে! তারা পাঁচতারা হোটেলে, পার্কে, উদ্যানে, লেকপাড়ে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আসে ভালবাসা বিলাতে, অথচ তাদের নিজেদের ঘর-সংসারে ভালবাসা নেই! আমাদের বাংলাদেশী ভ্যালেন্টাইনরা যাদের অনুকরণে এ দিবস পালন করে, তাদের ভালবাসা জীবনজ্বালা আর জীবন জটিলতার নাম; মা-বাবা, ভাই-বোন হারাবার নাম; নৈতিকতার বন্ধন মুক্ত হওয়ার নাম। তাদের ভালবাসার পরিণতি 'ধর ছাড়' আর 'ছাড় ধর' নতুন নতুন সঙ্গী। তাদের এ ধরা-ছাড়ার বেলেল্লাপনা চলতে থাকে জীবনব্যাপী।

বর্তমান অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে স্যাটেলাইটের কল্যাণে মুসলিম সমাজ পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসরণ করছে। নিজেদের স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্যকে ভুলে গিয়ে, ধর্মীয় অনুশাসনকে উপেক্ষা করে তারা আজকে প্রগতিশীল হওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে তাদের কর্মকাণ্ডে মুসলিম জাতির উঁচু শির নত হচ্ছে। অথচ এটা বহুপূর্বে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করে গেছেন।

ছাহাবী আবু অকেদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) খায়বার যাত্রায় মূর্তিপূজকদের একটি গাছ অতিক্রম করলেন। তাদের নিকট যে গাছটির নাম ছিল 'জাতু আনওয়াত'। এর উপর তীর টানিয়ে রাখা হ'ত। এ দেখে কতক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের জন্যও এমন একটি 'জাতু আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন। রাসূল (ছাঃ) ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, 'সুবহানাল্লাহ, এ তো মূসা (আঃ)-এর জাতির মত কথা। আমাদের জন্য একজন প্রভু তৈরি করে দিন, তাদের প্রভুর ন্যায়। আমি নিশ্চিত, আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, তোমরা পূর্ববর্তীদের আচার-অনুষ্ঠানের অন্ধানুকরণ করবে' *(মিশকাত হা/৫৪০৮)*। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই একজন বলে গণ্য হবে' *(আবূ দাঊদ হা/৪০৩১)*।

মানুষের অন্তর যদিও অনুকরণপ্রিয়, তবুও মনে রাখতে হবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ বিচারে এটি গর্হিত, নিন্দিত। বিশেষ করে অনুকরণীয় বিষয় যদি হয় আক্বীদা, ইবাদত, ধর্মীয় আলামত বিরোধী, আর অনুকরণীয় ব্যক্তি যদি হয় বিধর্মী, বিজাতী। দুর্ভাগ্য যে, মুসলমানরা ক্রমশ ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসে দুর্বল হয়ে আসছে এবং বিজাতীদের অনুকরণ ক্রমান্বয়ে বেশি বেশি আরম্ভ করছে। যার অন্যতম ১৪ ফেব্রুয়ারী বা ভালবাসা দিবস। মুসলমানদের জন্য এসব বিদস পালন জঘন্য অপরাধ।

অনেক লোক অবচেতনভাবেই এ সকল অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে, অথচ তারা জানেও না, কত বড় অপরাধ তারা করে যাচ্ছে। শিরক ও কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, ধন্যবাদ দিচ্ছে। এভাবে আল্লাহ্র শাস্তিতে নিপতিত হচ্ছে।

মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ছেদন হচ্ছে মুসলমানদের একটি বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আমাদের উচিত ও কর্তব্য, মুসলমানদের মুহাব্বত করা, কাফিরদের ঘৃণা করা, তাদের সাথে বৈরিভাব পোষণ করা, তাদের আচার-অনুষ্ঠান প্রত্যাখ্যান করা। এতেই আমরা নিরাপদ, এখানেই আমাদের কল্যাণ, অন্যথা সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

কেউ কেউ হয়তো বলবে, আমরা তাদের আক্বীদা বিশ্বাস গ্রহণ করি না, শুধু আপোষে মুহাব্বত, ভালবাসা তৈরি করার নিমিত্তে এ দিনটি পালন করি। অথচ এর মাধ্যমে সমাজে অশ্লীলতা ছড়ায়, ব্যভিচার প্রসার লাভ করে। একজন সতী-সাধ্বী পবিত্র মুসলিম নারী বা পুরুষ এ ধরনের নোংরামির সাথে কখনো জড়িত হ'তে পারে না।

এ দিনটি উদ্‌যাপন কোন স্বভাব সিদ্ধ ব্যাপার নয়। বরং একজন ছেলেকে একজন মেয়ের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেয়ার পাশ্চাত্য কালচার আমদানিকরণ। আমরা জানি, তারা সমাজকে চারিত্রিক পদস্খলন ও বিপর্যয় হ'তে রক্ষা করার জন্য কোন নিয়ম-নীতির ধার ধারে না। যার কুৎসিত চেহারা আজ আমাদের সামনে স্পষ্ট। তাদের অশালীন কালচারের বিপরীতে আমাদের অনেক সুষ্ঠু-শালীন আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে।

মুসলিম সমাজে এক সময় নীতি-নৈতিকতার মূল্য ছিল সীমাহীন। লজ্জাশীলতা ও শুদ্ধতা ছিল এ সমাজের অলংকার। কোন অপরিচিত মেয়ের সাথে রাস্তায় বের হবার চেয়ে পিঠে বিশাল ভার বহন করা একটা ছেলের জন্য ছিল অধিকতর সহজ। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে তা চিন্তা করারও অবকাশ ছিল না। অথচ সেই অবস্থা থেকে আজ আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি! এটা হচ্ছে 'ভ্যালেন্টাইনস ডে'-র মত বেলেল্লাপনার কুফল। এসবের দ্বারা সরল, পুণ্যবান, নিষ্কলঙ্ক মানুষ বিপথগামী হচ্ছে।

পরিশেষে বলব, যখন এ পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক মানুষ না খেয়ে থাকে, যখন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাণ্ডারী শিশুরা ক্ষুধায়, অপুষ্টিতে ভুগে মারা যায়? তখন আমরা অবৈধ বিনোদনের নামে নোংরামী করে অযস্র অর্থ নষ্ট করি কোন মানবিকতায়? অতএব যেকোন মূল্যে এসমস্ত অপসংস্কৃতি থেকে বেঁচে থাকা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ আমাদের সুমতি দান করুন।-আমীন!

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক : একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা

*আবু নাফিয মুহাম্মাদ লিলবর আল-বারাদী**
** যশপুর, তানোর, রাজশাহী।*

বর্তমান বিশ্বের সামাজিক যোগাযোগের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় মাধ্যম Facebook (ফেসবুক)। এ ভার্চুয়াল নেটওয়ার্কে এখন যুক্ত রয়েছে বিশ্বের প্রায় ১০০ কোটি মানুষ। Facebook এখন বিশ্বের সর্বাধিক ব্যবহৃত ওয়েবসাইট। যে Google ব্যতীত ইন্টারনেট কল্পনা করা যেত না, বর্তমানে সেই Google-কে ছাড়িয়ে Facebook এখন শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে। যে হারে এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে তাতে করে আগামী ২০১৪ সালেই এ সংখ্যা হবে দ্বিগুণ, অর্থাৎ ২০০ কোটি। বর্তমানে সবচেয়ে বেশী ফেসবুক ব্যবহারকারী রয়েছে এশিয়া মহাদেশে। আর দেশ হিসাবে ব্রাজিল হ'ল সবচেয়ে বেশী ফেসবুক ব্যবহারকারী দেশ।

Facebook (ফেসবুক)-এর জন্ম কথা :

মার্ক জুকারবার্গের হাতে জন্ম নেয় বহুল আলোচিত এই Facebook। তিনি ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এর সমস্ত নির্দেশনা এবং কর্মকৌশল তিনিই প্রথম তৈরী করেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা পড়া করার সময় তিনি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সহায়ক 'কোর্সম্যাচ' নামে একটি সফটওয়্যার তৈরী করেন। এরপর তৈরী করেন 'ফেসম্যাশ' নামে আরেকটি সফটওয়্যার। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের নাম, ঠিকানা, ছবি ও তাদের সাথে যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি ওয়েবসাইট তৈরীর পরিকল্পনা করেন মার্ক জুকারবার্গ। এ পরিকল্পনা থেকেই তার হাতে জন্ম নেয় পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বৃহত্তম সামাজিক যোগাযোগের সাইট 'ফেসবুক'। ২০০৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী হার্ভার্ডের ডরমেটরিতে The Facebook নামে এর যাত্রা শুরু হয়। ঐ সালের মাঝামাঝিতে ন্যাপস্টারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তা শেন পর্কারকে প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করে এই সাইটের যাত্রা শুরু হয় এবং ঐ বছরের জুন মাসে ক্যালিফোর্নিয়ার পারো আলটোতে এর কার্যালয় স্থানান্তর করা হয়। পরের মাসেই পেপ্যালের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পিটার থিয়েল বিনিয়োগ করেন এই উদ্যোগে। ২০০৫ সালে The Facebook-এর 'দ্য' অংশটি বাদ দিয়ে সরাসরি Facebook নামে যাত্রা শুরু করে। ১৩ বছরের উর্ধ্বে সকলেই এটি ব্যবহার করতে পারবে। ফেসবুক যারা ব্যবহার করে তারা তাদের নিজস্ব প্রোফাইলে বিভিন্ন ধরনের ছবি, ভিডিও এবং যে কোন তথ্য দ্বারা নিজের ইচ্ছামত সাজাতে পারে এবং এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাদের বন্ধুদের সাথে চ্যাট, মেসেজ আদান-প্রদানও করতে পারে। এছাড়াও প্রত্যেকের প্রোফাইলে Wall আছে, যেখানে সবাই মন্তব্য প্রেরণ করতে পারে। মূলত এই Wall Posting হ'ল Public Conversation. এমনকি এক বন্ধু অপর বন্ধুকে আনফ্রেন্ড, ব্লক ইত্যাদি করতে পারেন।

যারা এই ফেসবুকে বেশী সময় অতিবাহিত করেন তাদের অধিকাংশই ব্যক্তিগত জীবনে অসুখী। সম্প্রতি ফেসবুক সম্পর্কে সুইডেনে পরিচালিত একটি সমীক্ষা থেকে এ তথ্য জানা গেছে। সমীক্ষা মতে, যারা ফেসবুকে বেশী সময় অতিবাহিত করে, তাদের প্রায় অধিকাংশই ব্যক্তিগত ও দাম্পত্য জীবনে অসুখী ও অতৃপ্ত। ব্যবহারকারীদের মধ্যে অধিকাংশ মেয়েদের স্বামী নেই। যাদের স্বামী আছে, তাদের স্বামী প্রবাসী অথবা স্বামীর প্রতি অতৃপ্ত কিংবা স্বামী স্বীয় স্ত্রীর জন্য কম সময় ব্যয় করে। আবার যে সকল নারী বিবাহবিচ্ছেদ যন্ত্রণায় জর্জরিত তারা একটি সুখের নীড় খুঁজে ফেরে। এই জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৮৫% ব্যক্তি জানায়, তারা প্রতিদিনের রুটিনে ফেসবুকের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রাখে। সমীক্ষা থেকে আরো জানা যায়, তরুণ-তরুণীদের কাছে ফেসবুক প্রাত্যহিক অভ্যাস ও সময় অতিবাহিত করার একটি মাধ্যম মাত্র। অন্যদিকে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য এটি পরস্পরিক তথ্য আদান-প্রদানের উত্তম মাধ্যম। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী অর্ধেক লোক জানায়, তারা ফেসবুক ছাড়া নিজেদেরকে কল্পনাও করতে পারে না। শতকরা ২৫ জনের মতামত, তারা নিয়মিত ফেসবুকে 'লগ ইন' করতে না পারলে অসুস্থবোধ করে। সমীক্ষায় আরো জানানো হয়, মহিলারা প্রতিদিন গড়ে ৮১ মিনিট এবং পুরুষরা ৬৪ মিনিট ফেসবুকে সময় ব্যয় করে। পুরুষদের এক-তৃতীয়াংশ জানায়, তারা ফেসবুকে অন্যকে বিরক্ত করে থাকে।

অপর একটি সমীক্ষা মতে, ৮০% ছেলে-মেয়েরা সুদর্শনদেরকে ফেসবুকের মাধ্যমে বিরক্ত করে থাকে, যদিও তাদের একাধিক ছেলে বা মেয়ে বন্ধু রয়েছে। এমনকি তারা যৌনাচার বিষয়ক কথোপকথনের মাধ্যমে অন্যকে মানসিকভাবে বিরক্ত ও উত্ত্যক্ত করে থাকে। আর ছেলেরা মেয়েদের ও মেয়েরা ছেলেদের বন্ধু করতে বেশী আগ্রহী এবং অবিবাহিতরা বিবাহিতদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে।

সমীক্ষার প্রতিবেদকদের মতে, সারা বিশ্বের মোট বিয়ে বিচ্ছেদের এক-তৃতীয়াংশ ঘটনার জন্য ফেসবুক দায়ী। সাম্প্রতিক ৫ হাযার বিয়ে বিচ্ছেদের আবেদন পর্যালোচনা করে বৃটিশ আইনি সংস্থা ও ডিভোর্স অনলাইন একথা জানিয়েছে। তাদের সমীক্ষায় বলা হয়েছে, গত বছরে সংঘটিত সকল বিয়ে বিচ্ছেদের ৩০ শতাংশের বেশী কারণ হিসাবে ফেসবুককে দায়ী করেছেন। অথচ ২০০৯ সালে এ হার ছিল ২০ শতাংশ। আমেরিকান একাডেমী অব ম্যাট্রিমোনিয়াল লইয়ার্স-এর তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের ৮০% অ্যাটর্নির মতে, সামাজিক নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত বিয়ে বিচ্ছেদের হার অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিয়মিত ফেসবুক ব্যবহারকারীদের সাথে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে মতবিনিময় করে জানা গেছে, তাদের অনেকেই ধর্মীয় ব্যাপারে আনুগত্য ও শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে ফেসবুকের উপকার ও অপকার সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায়, তাতে ফেসবুক ব্যবহারে উপকারের চেয়ে অপকারের হারটাই বেশী। নিম্নে ফেসবুকের উপকারিতা ও অপকারিতার কিছু দিক তুলে ধরা হ'ল।-

ফেসবুকের উপকারিতা :

১. অধিকাংশ ফেসবুক ব্যবহারকারী নিজ নিজ ধর্মের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধাশীল এবং প্রচার-প্রসারে সক্রিয়।
২. ফেসবুকের মাধ্যমে ইসলামকে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় সম্ভব। বিশেষ করে ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার মত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে।
৩. এর মাধ্যমে আক্বীদা-আখলাক সম্পর্কে সঠিক মতামত উপস্থাপন করা সম্ভব।
৪. অনেকে ফেসবুকের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক মূলনীতি ও শিক্ষা প্রচার-প্রসারের জন্য এবং দ্বীনকে তথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ এবং বিভিন্ন ইসলামী প্রবন্ধ-নিবন্ধ পোষ্ট করে থাকেন।
৫. এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সামাজিক, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি বিষয়ে একে অপরের সাথে মতবিনিময় করা যায়।
৬. প্রবাসী বা দূরে অবস্থানরত যে কোন ব্যক্তির সাথে অতীব স্বল্প খরচে কথোপকথন বা খোঁজ-খবর নেয়া সম্ভব।

উপকারিতা সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর এবং IUCN-এর Country Director নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, ফেসবুকের মাধ্যমে আমি আমার অবসর জীবনে সকল বন্ধুদের সাথে সক্রিয় যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি এবং আমার সকল সুখ-দুঃখ, এমনকি আমার স্বপ্নের কথাও তাদের সাথে প্রতিদিন শেয়ার করতে পারি। আর সে কারণে ফেসবুক আমার নিকটে উপকারী একটি মাধ্যম।

ফেসবুকের অপকারিতা :

১. ফেসবুকে একজন ব্যক্তির একাধিক ভূঁয়া পরিচয় (Fake id) রয়েছে। বিশেষ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক ছাত্র নেতারা মেয়ে হিসাবে ভূঁয়া পরিচয় (Fake id) ব্যবহার করে থাকে।
২. নিয়মিত ফেসবুক ব্যবহারকারী একজন নেশাগ্রস্ত মানুষের মত আচরণ করে থাকে। যেমন- সে আচরণে উগ্রতা, চঞ্চলতা, কাজের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়ে। এটা ব্যবহারের ফলে তৎক্ষণাৎ প্রশান্তি লাভ করে।
৩. এর মাধ্যমে ছেলে-মেয়েরা পরস্পর পরিচিত হয়ে প্রেম-প্রণয়ে জড়িয়ে পড়ে। এমনকি বিবাহিতরাও পরকীয়া প্রণয়ের ফাঁদে পড়ে সুখের সংসারে অশান্তি ডেকে আনে এবং পরিশেষে বিবাহ বিচ্ছেদের মত কঠিন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।
৪. এটা ব্যবহার করার ফলে সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হ'লেও অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় এবং সময়ের বিরাট অংশ অপচয় হয়।
৫. ফেসবুক ব্যবহারে অনেক অনাকাংখিত ঘটনা ঘটে থাকে। যেমন- ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যে জলন্ধর শহরে রাকষা নামের এক তরুণী ফেসবুকে তাকে নিয়ে দুই তরুণের অশালীন মন্তব্যের কারণে সিলিং ফ্যানের সাথে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সে জলন্ধরে এমসিএম পলিটেকনিক কলেজের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিল।
৬. এছাড়াও ফেসবুক ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন পূর্বক সম্মানী ব্যক্তির সম্মানের হানি করা হয়।
৭. রাজনৈতিক নেতারা তাদের রাজনৈতিক ও দলীয় কর্মকাণ্ড প্রচার-প্রসারের জন্য ফেসবুক ব্যবহার করে।
৮. ফেসবুককে সমাজ বিজ্ঞানীরা প্রতারণার ফাঁদ ও অপরাধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যম বলেছেন। যেমন- রামুতে ঘটে যাওয়া ধ্বংসলীলা, বাংলাদেশের সংগীত পরিচালকের প্রতারণা, টাঙ্গাইলে প্রেমের নামে যৌন সম্পর্ক এবং পরিশেষে তরুণীকে হত্যা ও গুম করা ইত্যাদি।
৯. এই সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তরুণ-যুবসমাজ শিক্ষার চেয়ে ধ্বংসের দিকেই বেশী এগিয়ে যাচ্ছে।

পরিশেষে ফেসবুক যদিও একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। তথাপি নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটির মত বলতে হয় 'প্রত্যেকটি ক্রিয়ার বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে'। অতএব একে পেশা বা নেশা হিসাবে গ্রহণ করা অনুচিত। শুধুমাত্র মতবিনিময়, যোগাযোগ রক্ষা, তথ্য আদান-প্রদান, ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রভূমি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। আল্লাহ্ আমাদের মনের সকল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত। তিনি আমাদেরকে সঠিক পথে চলার তাওফীক দিন- আমীন!

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

এখানে আলিয়া ও ক্বওমী মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক সহ আহলেহাদীছদের লিখিত ও প্রকাশিত সকল প্রকার ধর্মীয় বই এবং ডা. জাকির নায়েকের বই সমূহ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সহ ছুটির দিনগুলিতেও লাইব্রেরী খোলা থাকে।

যোগাযোগ : আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস
মাদরাসা মার্কেট (মসজিদ গেটের সরাসরি পূর্ব দিকে)
রাণী বাজার, রাজশাহী।
মোবাঃ ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫।

হাদীছের গল্প

তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস

ঈমানের মৌলিক বিষয়াবলীর অন্যতম হচ্ছে তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে মহান আল্লাহ মানুষের তাক্বদীর লিখে রেখেছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ হিসাবে তিনি ভাগ্যলিপি লিখে রেখেছেন। মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে তাক্বদীরের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। এই বিশ্বাস সম্পর্কেই নিম্নের হাদীছ।-

আবুছ ছালাত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর কাছে তাক্বদীর (নিয়তি) সম্পর্কে জানতে চেয়ে চিঠি লিখে। উত্তরে তিনি লিখেন, অতঃপর আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, আল্লাহকে ভয় কর, ভারসাম্যপূর্ণভাবে তাঁর হুকুম পালন কর, নবী করীম (ছাঃ)-এর আদর্শ ও সুন্নাতের অনুসরণ কর, তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভের ও সংরক্ষিত হওয়ার পর বিদ'আতীদের আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ কর। সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা তোমার কর্তব্য। কেননা এ সুন্নাত তোমাদের জন্য আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে রক্ষাকবয। তারপর জেনে রাখো! মানুষ এমন কোন বিদ'আত আবিষ্কার করেনি যার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে কোন দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি বা তার বিরুদ্ধে এমন কোন শিক্ষা নেই যা তার ভ্রান্তি প্রমাণ করেন। কেননা সুন্নাতকে এমন এক ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, যিনি সুন্নাতের বিপরীত সম্বন্ধে অবগত। আর ইবনে ফাসির তার বর্ণনায়- 'তিনি অবগত ছিলেন ভুল-ত্রুটি, অজ্ঞতা ও গোঁড়ামি সম্পর্কে' একথাগুলো উল্লেখ করেননি। কাজেই তুমি নিজের জন্য ঐ পথ বেছে নাও, যা অবলম্বন করেছেন তোমার পূর্ববর্তী মহাপুরুষগণ তাদের নিজেদের জন্য। কারণ তারা যা জানতে পেরেছেন তার পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতার সাথে বিরত রয়েছেন; তারা দ্বীনের ব্যাপারসমূহে পারদর্শী ছিলেন। আর যা করতে তারা নিষেধ করেছেন, তা জেনে-শুনেই নিষেধ করেছেন। তারা দ্বীনের অর্থ উপলব্ধির ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অনেক মেধাবী ছিলেন। আর তোমাদের মতাদর্শ যদি সঠিক হয়, তাহ'লে তোমরা তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে গেলে। আর যদি তোমরা বল যে, তারা দ্বীনের মধ্যে নতুন কথা উদ্ভাবন করেছেন, তবে বলব, পূর্বকালের লোকজনই উত্তম ছিলেন এবং তারা এদের তুলনায় অগ্রগামী ছিলেন। যতটুকু বর্ণনা করার তা তারা বর্ণনা করেছেন, আর যতটুকু বলা প্রয়োজন তা তারা বলেছেন। এর অতিরিক্তও কিছু বলার নেই এবং এর কমও বলার নেই। অপর এক সম্প্রদায় তাদেরকে উপেক্ষা করে কিছু কমিয়েছে, তারা সঠিক পথ থেকে সরে গেছে এবং যারা বাড়িয়েছে তারা সীমালঙ্ঘন করেছে। আর পূর্ববর্তী মহাপুরুষগণ ছিলেন এর মাঝামাঝি সঠিক পথের অনুসারী। পত্রে তুমি তাক্বদীরে বিশ্বাস ও স্বীকার করা সম্পর্কে জানতে চেয়ে (আমাকে) লিখেছ। আল্লাহ্র কৃপায় তুমি এমন ব্যক্তির কাছে এ বিষয়ে জানতে চেয়েছ, যিনি এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ। আমার জানামতে, তাক্বদীরে বিশ্বাসের উপর বিদ'আতীদের নবতর মতবাদ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়; জাহিলিয়াতের সময়ও এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। জাহেল বা অজ্ঞ লোকেরা তখনও তাদের আলাপ-আলোচনা ও কবিতায় এ ব্যাপারে উল্লেখ করত এবং তাদের ব্যর্থতার জন্য তাক্বদীরকে দায়ী করত। ইসলাম এসে এ ধারণাকে আরো বদ্ধমূল করেছে এবং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনেক হাদীছ উল্লেখ করেছেন। আর মুসলমানগণ তাঁর নিকট সরাসরি শুনেছে এবং তাঁর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে পরস্পর আলোচনা করেছে- তারা অন্তরে বিশ্বাস রেখে, তাদের প্রভুর প্রতি আত্মসমর্পণ করে, নিজেদেরকে অক্ষম মনে করে এ বিশ্বাস স্থাপন করেছে যে, এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহ্র জ্ঞান, কিতাব ও তাক্বদীর বহির্ভূত। এতদ্ব্যতীত তা আল্লাহ্র অমোঘ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর যদি তোমরা বল, কেন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেছেন এবং কেন একথা বলেছেন, তবে জেনে রাখো! তারাও কিতাবের ঐসব বিষয় পড়েছেন যা তোমরা পড়ছ। উপরন্তু তারা সেসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন যা তোমরা জান না। এতদসত্ত্বেও তারা বলেছেন, সবকিছু আল্লাহ্র কিতাব ও তাক্বদীর অনুযায়ী সংঘটিত হয়ে থাকে। আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তা অবশ্যই ঘটবে, আল্লাহ যা চান তাই হয় এবং যা চান না তা হয় না। লাভ বা ক্ষতি কোন কিছুই আমরা নিজেদের জন্য করতে সক্ষম নই। এরপর তারা ভালো কাজের প্রতি উৎসাহী ও খারাপ কাজের ব্যাপারে সন্ত্রস্ত থেকেছেন। *(আবু দাঊদ হা/৪৬১২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০, আলোচনা দ্রঃ, সনদ ছহীহ)*।

ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) তাক্বদীরের প্রতি ছাহাবায়ে কেরামের ঈমানী দৃঢ়তা তুলে ধরে তাঁর নিকটে লিখিত পত্রের উত্তর দিয়েছেন। ছাহাবায়ে কেরাম ছিলেন ইসলামের বিভিন্ন বিধান সম্বলিত অহী নাযিলের প্রত্যক্ষদর্শী এবং রাসূলের নিকট থেকে আগত শারঈ নির্দেশের সরাসরি শ্রোতা। তাক্বদীরের প্রতি তাঁদের যেমন সুদৃঢ় ঈমান ছিল, মুমিনদেরকে অনুরূপ ঈমান পোষণ করতে হবে। তাহ'লে আমরা ইহকাল ও পরকালে সফলকাম হ'তে পারব। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

ক্বিয়ামতের সামান্য দৃশ্য

মানুষের হায়াত-মউত আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। যার যতদিন হায়াত আছে সে পৃথিবীতে ততদিন বেঁচে থাকবে। আবার যার যেখানে যে অবস্থায় মৃত্যু নির্ধারিত আছে, তাকে সেখানে সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হবে। এ ব্যাপারে মানুষের কোন হাত নেই। কিন্তু পৃথিবীতে কোন কোন সময়ে মানুষের এমন অবস্থায় মৃত্যু ঘটে যা বিবেকবান সকলের হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে অনেকেই। নিজের অজান্তেই চোখের কোণা থেকে তপ্ত অশ্রুফোটা গড়িয়ে পড়ে। ধৈর্য ধারণ করা অতি কঠিন হয়ে পড়ে। তবুও সবকিছু মেনে নিতে হয়। কিন্তু হৃদয়ে যে গভীর ক্ষত হয় তা থেকেই যায়। কখনও ঐ ঘটনা স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠলে ডুকরে কেঁদে ওঠে মন। এমনই একটি বিষয় তুলে ধরতে নিম্নের ঘটনার অবতারণা।

আমরা সাগর কুলের মানুষ। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিকূলতা সহ্য করেই আমাদের বেঁচে থাকা। বিপদ মাথায় নিয়ে আমাদের চলা। আমাদের বিপদ মুহূর্তের একটি হৃদয় বিদারক সত্য ঘটনা আমি ব্যক্ত করতে যাচ্ছি।

আমি তখন যুবক ছিলাম। একদিন দেখি আকাশে খুব মেঘ। ভাবলাম ঝড় হ'তে পারে। পরিবারের সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিলাম। সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখি সাগরের দিক থেকে বিরাট জলোচ্ছ্বাস ৩৫-৪০ ফুটের বেশী উঁচু হয়ে ছুটে আসছে। তখন ভাবলাম বাঁচার আর কোন উপায় নেই। সবাইকে জোরে আঁকড়ে ধরেছিলাম। ৭-৮ বছরের এক ছেলে আমার কাঁধে ছিল।

পানি এতো জোরে এসে ধাক্কা দিল যে, ছেলেটা ছাড়া আর সবাই হারিয়ে গেল। তখন আমরা অনেক পানির নিচে। পানি আমাদেরকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। যখন পানির উপরে উঠলাম তখন কোথাও কোন ঠাই নেই। কোথাও কোন গাছ বা উঁচু কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। ছেলেটা তখন কাঁধে। গলা ধরে আছে। ওকে বললাম, আব্বা! তুমি, দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধর, ছেড় না যেন! তাহ'লে ডুবে যাবে। ছেলেটি কাঁদছে আর বলছে, আব্বা তুমি আমাকে ফেলে দিও না। তাহ'লে আমি কিন্তু ডুবে যাব। তখন আবার ঢেউ চলছে ২-৩ ফুট উঁচু হয়ে। আমরা সেই ঢেউয়ে ডুবে যাচ্ছি। পানি খেয়ে আবার উপরে উঠছি। ছেলেকে কাঁধে নিয়ে আধা ঘণ্টার মত খুব কষ্টে সাঁতার কেটে বেঁচে আছি। কোথাও কোন ঠাই দেখা যায় না। তখন ভাবছি আর বোধ হয় বাঁচতে পারব না। জীবন যায় যায় অবস্থা। মনে মনে ভাবছিলাম ছেলেটা যদি গলা ছেড়ে ডুবে যেত তাহ'লে হয়তো নিজে বাঁচতাম। পরে কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বলে দিলাম, তুই আমার গলা ছেড়ে দে। ছেলে তখন কেঁদে ফেলল। আর কাঁদতে কাঁদতেই বলছে আব্বা! তুমি আমাকে ছেড়ে দিও না, আমি ডুবে যাব। বার বার বলার পরেও যখন ছেলেটি গলা ছাড়ছে না। তখন আমি হাত ধরে টান দিই। ছেলে আরো জোরে কাঁদে এবং জোরে গলা জড়িয়ে ধরে। আমরা দু'জনের কেউ মরতে চাই না, আবার কেউ বাঁচতেও পারছি না। (এমন পরিস্থিতিতে আপনি আপনার সন্তানকে নিয়ে একটু কল্পনা করুন তো, কেমন লাগে!)। এটা ছিল মৃত্যুর পূর্বের ভয়াবহ অবস্থা। ছেলের কান্নাতে আমার আর মায়া হ'ল না। আমি ওর হাত টেনে কামড়িয়ে ধরলে, সে আমার গলা ছেড়ে দেয়। সাথে সাথে ছেলেটি ডুবে যায়। পানির অনেক নীচে চলে যায়। তখন মনে মনে বললাম, বেঁচে গেছি। এর মাত্র ৫ মিনিট পর আমার পায়ে উঁচু গাছের ডাল লাগল। আমি তার উপরে দাঁড়ালাম। সাথে সাথে ছেলেটির হৃদয় বিদীর্ণকারী কান্না জড়িত কথা কানে ভেসে আসল। চোখে বাঁধ ভাঙ্গা অশ্রু নেমে এলো। তখন ভাবছি এই তো ঠাই পেলাম, তবে কেন আমার ছেলেটাকে পানিতে ফেলে দিলাম! একি করলাম আমি? এইটুকু সময় আমি তাকে ধরে রাখতে পারলাম না! কত বড় ভুল হয়ে গেল! আমি সেখানে দাঁড়িয়ে জায়গাটাও বুঝতে পারছি। পানি সরে গেলে ওখানে লাশ পাওয়া যাবে। দেড়দিন পর পানি সরে গেল, আমি গাছে ছিলাম। একটু ক্ষুধাও লাগেনি, ঘুমও আসেনি। তারপর ছেলের লাশ সেখানে পেয়ে আরো কষ্ট হ'ল। যে কষ্ট আমি আজও ভুলতে পারছি না। আমার এখন কয়েকটা ছেলে-মেয়ে। বয়স ৬০ বছর। তবুও ঐ স্মৃতি আমাকে পাগল করে দেয়। তাই মাঝে মাঝে ভাবি, দুনিয়ায় এ অবস্থা হ'লে ক্বিয়ামতের দিন কি অবস্থা হবে? যেখানে কোন দিন মরণ হবে না। কেউ কাউকে সাহায্য করবে না।

দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে যদি কলিজার টুকরা প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে ছুড়ে দিতে পারে, তাহ'লে ক্বিয়ামতের ভয়াবহতায় মানুষ কি করবে সেটা চিন্তার বিষয়। যে দিবসের বিবরণ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'যেদিন ঐ বিকট ধ্বনি আসবে, সেদিন মানুষ পলায়ণ করবে তার নিজের ভাই হ'তে, তার মাতা, তার পিতা, তার স্ত্রী ও তার সন্তান হ'তে। সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই একই চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে' *(আবাসা ৩৩-৩৭)*। অতএব সচেতন মানুষ মাত্রেরই ঐ জীবনের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করা আবশ্যক। পার্থিব জীবনে সঠিক প্রস্তুতি তথা সৎ আমল করতে না পারলে পরকালীন জীবনে কোন আপনজন কাজে আসবে না। বরং সেদিন সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। একান্ত আপনজনও পরিচয় দিবে না। ক্বিয়ামতের সেই ভয়াবহ দিনে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

[উপরোক্ত ঘটনাটি লিখে পাঠিয়েছেন আব্দুল হাদী
যুগিখালী, কলারোয়া, সাতক্ষীরা]

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

মাছের খাদ্যগুণ ও উপকারিতা

ভোগ্যপ্রাণীর মধ্যে মাছ বাংলাদেশের মানুষের অন্যতম প্রধান খাদ্য এবং আমিষের প্রধান উৎস। সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ২৫ হাযার প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের মিষ্টি পানিতে ২৬০ প্রজাতির এবং লোনা পানিতে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। নদী-নালার আধিক্য থাকায় প্রাকৃতিকভাবে এদেশে বিপুল পরিমাণ মাছ পাওয়া যায়।

উপকারিতা :

- মাছে ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি' পাওয়া যায়। এছাড়াও মাছে চর্বি, খনিজ তেল, আয়রন, ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস পাওয়া যায়।
- নিয়মিত মাছ খেলে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, চোখের অসুখ, হাত-পা ব্যথা, শরীরের দুর্বলতা ইত্যাদি রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। প্রতিদিন একশ গ্রাম করে তাজা মাছ খেলে পাঁচ থেকে ছয় পয়েন্ট উচ্চ রক্তচাপ কমে যায়।
- মাছের তেলে থাকা ডকসা হেক্সোনিক অ্যাসিড এবং এলকোসা পেন্টাএনোইক অ্যাসিড মগজের বিকাশ ঘটায়। মাছ রক্ত বাড়ায়। স্মৃতিশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়। মাছ রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ায়। মাছে ওমেগা-থ্রি নামের এক ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, যা হৃদযন্ত্রের ধমনীগুলোকে নমনীয় করে রাখতে সাহায্য করে এবং দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়। এই ধরনের অ্যাসিড বেশী থাকা কয়েকটি মাছ হ'ল ইলিশ, ভেটকি, পমফ্রেট, শিঙ এবং হৃদে থাকা মাছ।
- রোজ মাছ খেলে বাতের ব্যথা কমে। বাতের ব্যথায় হওয়া জ্বরের উপশম ঘটায়। বায়ুশ্বাসী মাছ যেমন শিঙ, মাগুর ইত্যাদি মাছে যথেষ্ট পরিমাণে আয়রন ও তামা থাকায় এটি রক্তে হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষণ করে রক্ত বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। রক্তহীনতায় ভোগা মানুষদের শিঙ ও মাগুর মাছ খেতে হয়। এছাড়া খলসে, গড়াই ও কুচে ইত্যাদি মাছে অ্যাখোসিড অ্যাসিড থাকায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে রক্তক্ষরণ হ'লে সহজে রক্ত বন্ধ হয়।
- মাছ ঘা শুকাতে সাহায্য করে। যে কোনও মাছে অতি প্রয়োজনীয় ডিএইচএ এবং ইপিএ থাকে। গর্ভবতী মহিলাদের জন্য উপযুক্ত ডিএইচএ এবং ইপিএ সেবন করা অতি উপকারী। নিয়মিত মাছ খেলে মগজে ডিএইচএ-র পরিমাণ বাড়ে। এতে হতাশা ও আত্মহত্যার প্রবণতা কমে এবং ইতিবাচক দিকের বিকাশ হয়, স্মৃতিশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। এছাড়া মাছের তেল যে কোনও ধরনের ব্যথা নিরাময় করতে পারে এবং ক্যানসারের মতো রোগ নিরাময় করতে পারে। প্রতিদিন ২.৫ গ্রাম করে মাছের তেল খেলে স্তন ক্যানসার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
- সামুদ্রিক মাছে যথেষ্ট পরিমাণে আয়োডিন থাকে, তাই এই মাছ খেলে মানুষের গলগণ্ড রোগ হয় না। আয়ুর্বেদিক এবং ইউনানী চিকিৎসায় বেশ কয়েক প্রকার মাছের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। হাঙ্গর মাছ খেলে গলার ঘা শুকায়। এছাড়া *একাংশ এমন মাছ* রয়েছে, যা খেলে ত্বকের রোগ সারে। পাশাপাশি রাতকানা রোগ, শরীর দুর্বল লাগা, খিদে না পাওয়া, সর্দি, কাশি, কফ, হাঁপানী, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগে নির্দিষ্ট পরিমাণে মাছ খেলে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং রোগ আরোগ্য হয়।

কাঁটাসহ ছোট মাছ : কাঁটাসহ ছোট মাছ ক্যালসিয়ামের এক অনন্য উপাদান। পুষ্টি বিজ্ঞানীরা বলেন, মলা, ঢেলা, চাঁদা, ছোট পুটি, ছোট চিংড়ি, কেচকি ইত্যাদি জাতীয় মাছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম, প্রোটিন ও ভিটামিন 'এ' বিদ্যমান। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের পরামর্শ হ'ল ছোট মাছ খেতে হবে কাঁটাসহ চিবিয়ে। তাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালসিয়াম পাওয়া যাবে। কাজেই ছোট মাছ নিয়মিত খাদ্য তালিকায় রাখা উচিত।

উল্লেখ্য, ক্যালসিয়াম আমাদের দেহে হয় না, খাবারের মাধ্যমে এর চাহিদা পূরণ করতে হয়। দৈনিক প্রতিটি মানুষেরই প্রচুর ক্যালসিয়ামের চাহিদা রয়েছে। বিশেষ করে-বাড়ন্ত শিশু, গর্ভবতী মা এবং প্রসূতি মায়েদের ক্যালসিয়ামের চাহিদা আরো বেশি। হাড় ও দাঁত গঠনে ক্যালসিয়াম খুবই দরকারী। তাই প্রতিদিন আমাদের ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া উচিত।

বাংলাদেশে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের মধ্যে কাজুলি, বাতাসি, মলা, ঢেলা, দারকিনা ইত্যাদি অন্যতম। গ্রামাঞ্চলের প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণ করে এই ছোট মাছ। আমাদের দেশে গর্ভবতী মা, প্রসূতি মা ও শিশুরা অকালে অপুষ্টির শিকার হয়। এ অপুষ্টি দূর করতে ছোট মাছ কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

শিশুদের জন্য উপকারী ছোট মাছ : অনেক শিশু ছোট মাছে কাঁটা থাকায় এ মাছ খেতে চায় না। আবার অনেকে ছোট মাছের মাথা ফেলে দিয়ে রান্না করে, যা মোটেই উচিত নয়। নতুন খাবার খেতে শিখেছে এমন শিশুদের জন্য ছোট মাছের তরকারী বা বিভিন্ন সবজির সঙ্গে এ মাছ মিশিয়ে রান্না খিচুড়ি খুবই পুষ্টিকর খাদ্য। বড় মাছের তুলনায় ছোট মাছ শিশুদের জন্য বেশী উপকারী। কারণ এর ক্যালসিয়াম শিশুদের হাড় ও দাঁত মযবূত করে। এছাড়া ছোট মাছ খুব নরম হওয়ায় সহজে রান্না করা যায় এবং তাড়াতাড়ি হযম হয়। সপ্তাহে দু-তিন দিন শিশুদের খাবারের মেন্যুতে ছোট মাছ রাখা উচিত।

সতর্কতা : কিছু কিছু সামুদ্রিক ছোট মাছ যেমন- টুনা, গ্রিম্প, সোর্ড মাছে মার্কারি নামক উপাদান পাওয়া গেছে। এই মার্কারি অতিরিক্ত গ্রহণে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তাই গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদেরও এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু টিপস

(ক) শ্বাসকষ্ট ও হাঁপানীর টিপ্স

শীতে সর্দি-কাশি, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানী বৃদ্ধি থেকে উপশম পেতে চাইলে নিয়মিতভাবে স্বাভাবিক পানি অথবা ঈষদুষ্ণ পানি পান করুন। গরম পানি ও চা পান ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন। হাঁচি হ'লেই এক বা দু'গ্লাস পানি, আর শাসকষ্ট বেশী থাকলে দৈনিক ২০ থেকে ৩০ গ্লাস স্বাভাবিক পানি পান করুন। শীতকে যত ভয় পাবেন, শীত তত আপনাকে জেঁকে ধরবে। তাই সকালে দ্রুতপায়ে হেঁটে গা ঘামিয়ে এসে স্বাভাবিক অথবা ঈষদুষ্ণ পানিতে গোসল করে দিনের কাজ শুরু করুন। সারা বছর এই পানি থেরাপি মেনে চলুন। ইনশাআল্লাহ আপনি সুস্থ থাকবেন। গ্যাস্ট্রিকের দোষ থাকলে তা থেকেও মুক্তি পাবেন। উল্লেখ্য যে, মেয়েদের রাস্তায় হাঁটার কোন প্রয়োজন নেই। বাড়ীতে সাংসারিক কর্মচাঞ্চল্যই তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যথেষ্ট।

(খ) ডায়াবেটিক টিপ্স : দৈনিক খাদ্য তালিকায় করলা ভর্তা, ভাজি বা তরকারি রাখুন। তিনবার খাওয়া শেষে ২০/২৫টা কালোজিরা চিবিয়ে খান। পুরুষ হ'লে সকালে কমপক্ষে ৪০ মিনিট দ্রুতপায়ে খোলা রাস্তায় হাঁটুন ও গায়ের ঘাম ঝরান। মহিলা হ'লে বাড়ীর মধ্যে হাঁটুন ও কর্মচঞ্চল থাকুন। খ্যাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণে রাখুন ও সর্বদা হাসিখুশি থাকুন। অলসতা, বিষণ্নতা ও বিলাসিতাকে ছুঁড়ে ফেলুন। সর্বদা আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখুন। ইনশাআল্লাহ এক মাসের মধ্যেই উপকার বুঝতে পারবেন।

(গ) জণ্ডিস টিপ্স : (১) চেলিডোনিয়াম (হোমিও) ২০০ শক্তি
(২) কেলি মিউর (বায়ো) ১২x (৩) ন্যাট্রাম সালফ (ঐ) ১২x
প্রথমটি দৈনিক শোয়ার সময় এক ডোজ। দ্বিতীয়টি দৈনিক সকালে এক কাপ গরম পানি সহ ২টি ট্যাবলেট এবং তৃতীয়টি দৈনিক বিকালে এক কাপ গরম পানি সহ ২টি ট্যাবলেট খান। ইনশাআল্লাহ এক সপ্তাহের মধ্যেই উপকার বুঝতে পারবেন।

(ঘ) সুখপ্রসব টিপ্স : গর্ভের ৭ বা ৮ম মাস থেকে দৈনিক রাতে শোয়ার সময় পালসেটিলা (হোমিও) ২০০ শক্তি এক ডোজ খান। সেই সাথে দৈনিক সকালে কেলি ফস (বায়ো) ৬x এক কাপ গরম পানি সহ ২টি ট্যাবলেট এবং বিকালে ক্যালকেরিয়া ফস (বায়ো) ৬x এক কাপ গরম পানি সহ ২টি ট্যাবলেট নিয়মিত খান। ইনশাআল্লাহ সুখপ্রসব ও সুঠামদেহী সন্তান লাভ হবে।

(ঙ) সুস্বাস্থ্যের টিপ্স : পরিমিত আহার, পরিমিত ব্যায়াম ও পরিমিত ঘুম অভ্যাস করুন। অল্পে তুষ্ট থাকুন ও অধিক পাওয়ার আকাংখা পরিত্যাগ করুন। সপ্তাহে দু'দিন সোম ও বৃহস্পতিবার নিয়মিত নফল ছিয়াম রাখুন। সর্বদা আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখুন ও হাসি-খুশী থাকুন *(স.স.)*।

সঊদী খেজুরের চাষ পদ্ধতি

সারা বিশ্বে জলবায়ুর কুফল নিয়ে আলোচনার ঝড় চলছে। দিন দিন বৈরি জলবায়ু আমাদের নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন করে তুলছে। অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা যেমন বাড়িয়ে তুলছে তেমনি বাড়িয়ে তুলছে তাপমাত্রা। ফলে বন্যা, ঝড় ও খরার মতো নানা দুর্যোগ আমাদের চিরচেনা পৃথিবীকে করে তুলছে অচেনা।

পৃথিবীর এই পরিবর্তনের পেছনে শিল্পোন্নত দেশগুলোর রয়েছে মুখ্য ভূমিকা। এ ক্ষেত্রে যেমন শিল্পকারখানার নির্গত ধোঁয়া, বর্জ্য শোধন করতে হবে। পাশাপাশি বেশী করে গাছ লাগিয়ে পৃথিবীকে করে তুলতে হবে সবুজ। এ ক্ষেত্রে আমরা অন্যান্য গাছের পাশাপাশি সঊদী খেজুরের গাছ লাগাতে পারি। আমাদের দেশে খেজুরের চাহিদা রয়েছে ৩০ হাযার টন। বিশাল এই চাহিদাকে অনেকাংশই পূরণ করতে পারি দেশে খেজুর গাছের চাষ করে। পাকিস্তান খেজুরের চাষ করে বছরে প্রায় ৯০ হাযার টন রফতানি করে থাকে। তাদের দেশের মাটি ও আমাদের দেশের মাটির মধ্যে তেমন একটা তফাৎ নেই। তারা যদি দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রফতানি করতে পারে তাহ'লে আমরা কেন পারব না?

বাংলাদেশের ময়মনসিংহের মুহাম্মাদ মোতালেব হোসেন ভালুকাতে গত ৯ বছর ধরে সঊদী খেজুরের চাষ করে আসছেন। বর্তমানে তার এক একর ৩২ শতাংশ বাগানে ৫২০টি গাছ ও পলিব্যাগে প্রায় পাঁচ হাযার চারা আছে। গত বছরের আগস্টে তার বাগানের আটটি বড় গাছে প্রায় ৫০০ কেজি খেজুর ফলে। লোকজন তার বাগান থেকেই সেই খেজুর কিনে নিয়ে যায়। এছাড়া আকৃতিভেদে প্রতিটি চারা তিনি বিক্রি করছেন ৫০০ থেকে চার হাজার টাকা পর্যন্ত। খেজুর গাছ বাণিজ্যিকভাবে চাষ করলে অবশ্যই আশাতীত ফল পাওয়া যাবে।

চাষের নিয়ম-কানুন : খেজুর গাছ সাধারণত সব ধরনের মাটিতে চাষ করা যায়। তারপরও বেলে ও বেলে-দো-আঁশ মাটিতে ভাল জন্মে। তবে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।

বীজ থেকে চারা উৎপাদন : বীজ থেকে চারা উৎপাদনের জন্য মাটির তিন ভাগের একভাগ বালি, ছাই, গোবর ও কম্পোস্ট সার এক সাথে মিশাতে হবে। ১০০ কেজি মাটির জন্য ৫০০ গ্রাম রুটোন সার মিলিয়ে তৈরী করতে হবে। বীজ ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর মাটির আধা ইঞ্চি গর্তে বপন করতে হবে। তারপর অল্প পানি দিতে হবে যাতে কাঁদা না হয়। ২ থেকে ৩ সপ্তাহ পানি দেবার পর ৩ থেকে ৪ সপ্তাহ পর চারা গজাবে। এরপর ৩ মাস পর পর ১ লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া গুলিয়ে স্প্রে করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি : একটি গাছ থেকে আরেকটি গাছের দূরত্ব হবে ১৫ থেকে ২০ ফুট। দিনে কমপক্ষে ৫ থেকে ৮ ঘণ্টা যাতে রোদ থাকে এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে। তাতে গাছের বৃদ্ধি ও রোগ-বালাই কম হবে। একর প্রতি ১০০ থেকে ১২১টির বেশী গাছ রোপণ করা যাবে না।

গর্ত তৈরী : খেজুরের চারা রোপণ করতে হ'লে ৩ ফুট গভীর ও ৩ ফুট লম্বা এবং ৩ ফুট আড়াআড়ি গর্ত করে মাদা বানাতে হবে। উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে দিতে হবে। সম্ভব হ'লে গর্তের মাটিতে ১/২ দিন রোদ লাগিয়ে নিলে ভাল হবে। পোকা-মাকড়ের আক্রমণ যাতে না হয় তার জন্য মাটির সাথে গুঁড়ো বিষ মিশিয়ে দেয়া যেতে পারে।

সার ব্যবস্থাপনা : প্রতিটি গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণে হাড়ের গুঁড়ো, প্রতি গর্তে ৮ থেকে ১০ কেজি গোবর সার মেশাতে হবে। চারা রোপণের ১০ থেকে ১৫ দিন পরে মিশ্র সার গাছের কমপক্ষে ২ থেকে ৩ ফুট দূরে মাটিতে প্রয়োগ করে পানি স্প্রে করতে হবে। চারা রোপণের পর চারার গোড়া যেন শুকিয়ে না যায় আবার অতিরিক্ত পানিতে যেন কাঁদা না জমে যায় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

পরাগায়ণ : খেজুর গাছের পরাগায়ণ পোকা-মাকড়, মৌমাছি কিংবা বাতাসের মাধ্যমে খুব কমই হয়ে থাকে। হাত দিয়ে অথবা মেকানিক্যাল পদ্ধতিতে পরাগায়ণ করতে হবে। বাগানে ১০০টি স্ত্রী গাছের সাথে মাত্র ১টি পুরুষ গাছ থাকলেই পরাগায়ণের জন্য যথেষ্ট। পরাগায়ণ করতে হ'লে স্ত্রী গাছের ফুল চুরমি ফেটে বাইরে আসার পর পুরুষ গাছের পরাগরেণু পাউডার নিয়ে স্ত্রী গাছের পুষ্পমঞ্জুরিতে লাগিয়ে দিয়ে চুরমির অগ্রভাগ রশি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। ২/৩ দিন পর পর পুনরায় ২/৩ বার পরাগায়ণ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। প্রয়োজনে পুরুষ গাছের পাউডার সঊদী থেকে আমদানি করে ফ্রিজে -৪ থেকে -১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ২ থেকে ৩ বছর সংরক্ষণ করা যায়।

খেজুর গাছ অনুর্বর এমনকি অধিক লবণাক্ত অঞ্চলে হয়ে থাকে। লাগানোর পর ৪-৫ বছর পর থেকে খেজুর দেয়া শুরু হ'লে এক নাগাড়ে ১৫০ বছর অর্থাৎ মরার আগ পর্যন্ত খেজুর দিয়ে থাকে। খেজুর খুবই পুষ্টিমান হওয়ার কারণে ১ কেজি খেজুর দেহকে ৩ হাযার ৪৭০ ক্যালরি শক্তি যোগান দেয়। খেজুরের গ্লুকোজ, লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, তামা, ক্যালসিয়াম, ফলিক এসকরবিক এসিডসহ নানা উপাদানে সমৃদ্ধ। খেজুর গাছ থেকে যেমন রস পাওয়া যায়, তেমনি জ্বালানি হিসাবে পাওয়া যায় গাছের কাঠ। খেজুর গাছ লবণাক্ত এলাকায় কৃষি কাজের উপযোগী আবহাওয়া তৈরীতে সাহায্য করে। দেশের নদী ভাঙন রোধে ও তাপমাত্রা কমাতে নতুন কৃষি ফসল সঊদী খেজুর গাছ হ'তে পারে দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের অন্যতম মাধ্যম।

কবিতা

আমি চাই, আমি চাই না

মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

আমি বিজ্ঞানের আরো অবদান চাই,
আমি মারণাস্ত্রের আবিষ্কার চাই না।
আমি বিশ্বশান্তি চাই,
আমি যুদ্ধ চাই না।
আমি বিশ্বমুসলিম সংহতি চাই,
আমি মাযহাবী ফের্কাবন্দী চাই না।
বিশ্বের মানুষ খেয়ে-পরে সুখে-শান্তিতে বেঁচে থাকুক চাই,
আমি অনাহার ক্লিষ্ট বুভুক্ষু মানুষ দেখতে চাই না।
সারা বিশ্বের মানুষ নিশ্চিন্তে শান্তিতে ঘুমাক চাই,
মানুষ বিনিদ্র রজনী যাপন করুক আমি চাই না।
ক্ষণস্থায়ী জীবনে মানুষের রোগমুক্ত জীবন চাই,
আমি জরা-ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ দেখতে চাই না।
মানুষ মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসুক চাই,
মানুষ মানুষকে প্রতারিত করুক আমি চাই না।
মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশে কুরআনী শাসন চাই,
কিন্তু আমি কোন বিজাতীয় শাসনব্যবস্থা চাই না।

কালিমার পতাকা উড়বেই

মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীল
নাড়াবাড়ী হাট, বিরল, দিনাজপুর।

সত্যের বিজয়তো একদিন আসবেই
রক্তের সাগর পেরিয়ে কালিমার পতাকা তো উড়বেই।
তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে
ছহীহ হাদীছের বাণী শুনিয়ে
শিরক-বিদ'আততো একদিন চিরতরে ঘুচবেই।
শাশ্বত অহি-র জ্ঞানইতো আমাদের সম্বল
সুন্নাহ্র অনুসরণে দৃঢ় আমাদের মনোবল
আমরাতো জানি না কভু পিছু হটতে
সম্মুখ সমরে ত্বাগূতের বিরুদ্ধে লড়তে
দুনিয়ার মোহেতো অন্ধ নই
মরণতো একদিন আসবেই,
মুজাহিদের ত্যাগে কালিমার পতাকাতো চিরদিন উড়বেই।
যতই অপবাদ আর নির্যাতন করুক না বাতিল
তাতে বিচলিত নয় মুমিনের দিল
আল্লাহ্র সৈনিক সামনে চলবেই
বাতিলের বিরুদ্ধে চিরদিন লড়বেই
সেদিনতো নয় বেশী দূরে-
যেদিন বিশ্বজুড়ে কালিমার পতাকা উড়বেই।

মরণ চিঠি

শহীদুল্লাহ
পানিহার, নলত্রী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

হঠাৎ করে আসবে ওরে এরই নাম মরণ
এই কথাটি সারা জীবন রাখি যেন স্মরণ।
রাস্তা-ঘাটে ট্রেনে-যানে মরণ হ'তে পারে
সর্বদা তাই চলতে হবে প্রভুর নাম স্মরে।
প্রভুর আদেশ মানতে হবে
নবীর বাণী জানতে হবে
আদেশগুলো মেনে নিয়ে
নিষেধগুলো ফেলে দিয়ে
চালাই যদি জীবন
তাহ'লেই হ'তে পারে শান্তিদায়ক মরণ।
ঈমান নিয়ে হ'লে মরণ
জান্নাতে হবে তার আসন,
মালাকুল মউত আসবে যখন
করবে না সে কোন টেলিফোন
প্রতি মুহূর্তকে তাই স্মরণচিঠি ভাবি
প্রভুর গোলাম হ'তেই হবে হোক মোদের এ দাবী।
মালাকুল মউত আসার সাথে সাথে মরণ হবে ভাই
মউতের সময় হ'লে পরে আর রক্ষা নাই।
আল্লাহ্র পথে নবীর মতে জীবনটা কাটাই,
ভাল আমল না থাকলে বৃথা হবে জীবনটাই।

কবরের ডাক

ছাবিলা ইয়াসমীন মিতা
দেবহাটা, সাতক্ষীরা।

আমি কবর দিনে-রাতে
ডাকি সকাল-সাঝে
এসো হে আল্লাহ্র বান্দা
এসো আমার মাঝে।
আমি তোমার বন্ধু হব
আমল পেলে ভালো
এই যে আঁধার কবর আমি
হয়ে যাব আলো।
আল্লাহ পাক রাখবে তোমায়
সেরা এসি রুমে
জান্নাতেরই ফুল বাগিচায়
থাকবে গভীর ঘুমে।
কিন্তু যদি ঈমান-আমল
না পাই আমি তোমার
ভয়ংকর এক রূপ যে সেদিন
দেখবে তুমি আমার।
সাপ-বিচ্ছুদের সঙ্গে নিয়ে
সঙ্গী তোমার হব
আমাবশ্যার রাতের চেয়ে
আঁধার হয়ে রব।
এখন তুমি ভেবে দেখ
কোনটা পেতে চাও
থাকতে সময় আমল কিছু
জোগাড় করে নাও।
দুনিয়ার ঐ মহব্বতে
আর থেক না রত
ক'দিন পরেই হবে তুমি
আমার অন্তর্গত।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. ১১৪টি। ২. দুই শ্রেণীতে; (ক) মাক্কী (খ) মাদানী।
৩. মাক্কী সূরা। ৪. মাদানী সূরা।
৫. ৮৬টি ও ২৮টি।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি)-এর সঠিক উত্তর

১. উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ পানিরাশিকে মহাসাগর বলে।
২. মহাসাগরের চেয়ে আয়তনে ছোট পানি রাশিকে সাগর বলে।
৩. তিনদিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত পানি রাশিকে উপসাগর বলে।
৪. চারদিকে স্থল বেষ্টিত প্রাকৃতিক পানিরাশিকে হ্রদ বলে।
৫. ৫টি। প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, উত্তর বা আর্কটিক মহাসাগর, দক্ষিণ বা এ্যান্টির্কটিক মহাসাগর।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. কোন ছাহাবী দো'আ করলেই আল্লাহ কবুল করতেন?
২. কোন ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-এর মামা ছিলেন?
৩. কোন ছাহাবীকে মহানবী (ছাঃ) গোপনীয় বিষয় জানাতেন?
৪. কোন ছাহাবীকে জান্নাতের আটটি দরজা থেকেই আহ্বান করা হবে?
৫. কোন ছাহাবীর আকৃতিতে মহানবী (ছাঃ)-এর নিকট জিবরীল (আঃ) আগমন করতেন?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১. কোন কোন ফল ও সবজি গাছ হ'তে বহুগুণে মোটা?
২. সাধারণতঃ কোন রং-এর ফুলে গন্ধ নেই?
৩. জন্মের সময় সম্পূর্ণ আবৃত অবস্থায় থাকে কোন উদ্ভিদ?
৪. অতি দ্রুত বর্ধনশীল উদ্ভিদ কি??
৫. অতি অল্প সময়ে পেকে যায় কোন উদ্ভিদ?
৬. রাতের বেলা কোন ফুলের গন্ধ বেশী ছড়ায়?

সংগ্রহে : আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

সোনামণি

যাকওয়ান হুসাইন
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আমরা সোনামণি রাসূলের আদর্শের দল
আল্লাহই কেবল মোদের সহায়
কুরআন মোদের বল।
সত্য-ন্যায়ে উঠব জেগে এই ধরার মাঝে
হকের দাওয়াত দিয়ে যাব সকাল দুপুর সাঝে।
সত্য-ন্যায়ের হব মোরা নির্ভীক রূপকার,
রুখে দেবো পৃথিবীর সব যুলুম অনাচার।
আমরাই হব এই বাংলার নির্ভীক কাণ্ডারী
হারানো গৌরব আনব ফিরিয়ে খুবই তাড়াতাড়ি।
এই যমীনে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠা
মোদের অঙ্গীকার
দূর করব যত দুর্নীতি, অনাচার
আর সকল কুসংস্কার
এই বাংলাকে করবোই কুরআনের খনি
সেই শপথ নিয়ে জেগেছি-
আমরা সোনামণি।

শান্তির শ্লোগান

আব্দুর রহমান
নিশান মোড়, কুষ্টিয়া।

আমরা তরুণ বিবাদ ভুলে
একই সাথে থাকবো
এই দুনিয়ার ফুল বাগিচায়
ফুল হয়ে ফুটবো।
শিরক-বিদ'আত কুসংস্কার
দু'পায়ে মোরা দলব
কুরআন-হাদীছ বুঝে পড়ে
জীবনটাকে গড়বো।
আঁধার কেটে আলো এনে
সমাজটাকে গড়বো
আল-কুরআনের বাণী নিয়ে
সত্য পথে চলবো।

খাঁটি মুমিন

নাজমুল ইসলাম
গোভীপুর, মেহেরপুর।

সকাল-সাঝে মনোযোগে
কুরআন-হাদীছ পড়
শিরক-বিদ'আত ছেড়ে দিয়ে
সুন্দর জীবন গড়।
বিদ'আতীদের মিথ্যা কথায়
আছে অনেক রস
জাল হাদীছের আশ্রয় নিয়ে
করবে তোমায় বশ।
সাবধান থেকো শয়তান হ'তে
যত মুসলমান
পীর-ফকীরদের কোন কথায়
দিওনাকো কান।
নিজে বাঁচ ঈমান বাঁচাও
মান ছহীহ হাদীছ
তবেই হবে খাঁটি মুমিন
নইলে হবে খবীছ।

***

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ঢাকা

এখন থেকে **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** প্রকাশিত সকল প্রকার বই, সিডি, ডিভিডি, মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক প্রভৃতি খুচরা ও পাইকারী মূল্যে নিম্নোক্ত স্থানে পাওয়া যাচ্ছে।

এছাড়াও বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীছের বঙ্গানুবাদ এবং দেশের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ লেখকদের রচিত বিভিন্ন বই-পুস্তক পাওয়া যাচ্ছে।

যোগাযোগ

২২০, বংশাল (২য় তলা), ১৩৮, মাজেদ সরদার লেন
ঢাকা-১১০০। ফোন : ৯৫৬৮২৮৯; ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

২০২০ সালের মধ্যে ঢাকা তৃতীয় বৃহৎ জনবহুল শহর হয়ে উঠবে

আগামী ২০২০ সালের মধ্যে ঢাকা ৩য় বৃহৎ জনবহুল শহর হিসাবে পরিণত হবে। এক সময়ে মাত্র ২ বর্গকিলোমিটার জায়গা নিয়ে ঢাকার অবস্থান ছিল। অথচ বর্তমান ঢাকায় জনসংখ্যা এত বেশী যে হাঁটা যায় না। জাপান বড় কোন সমস্যা ছাড়াই সুনামির মত ভয়াবহ দুর্যোগ সামাল দিলেও, ঢাকা শহরে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে তা সামাল দেয়া এ দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। সম্প্রতি রাজধানীর ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ইউআইইউ) 'নগরায়ন এবং উন্নয়ন' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

ভারত সীমান্তে মাদক ব্যবসায়ীরাই সবচেয়ে নিরাপদ

সাধারণ মানুষ নয়, মাদক ব্যবসায়ীরাই সবচেয়ে নিরাপদ বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে। ভারতের সাথে ছয়টি দেশের সীমান্ত থাকলেও শুধু বাংলাদেশ সীমান্তেই বিএসএফের হত্যাযজ্ঞের শিকার হচ্ছে এদেশের সাধারণ মানুষ। অনুসন্ধানে জানা গেছে, ফেনসিডিলসহ নানা ধরনের মাদক এবং দেশীয় অস্ত্র চোরাচালানের সাথে জড়িত রয়েছে কয়েকশ' চোরাকারবারী। শুধু বাংলাদেশে ফেনসিডিল পাচার করার জন্য ভারত সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে ২৪টি ফেনসিডিল কারখানা। বিএসএফের হাতে কখনো কোন মাদক ব্যবসায়ী গুলিবিদ্ধ হওয়ার তথ্য নেই কারো কাছেই।

সীমান্তে নিহত বাংলাদেশীদের একটি বড় অংশ গরু ব্যবসায়ী। অথচ বিএসএফের প্রধান ইউকে বানসালও সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে গরু বাণিজ্য বৈধ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ২০০০ সালের পর গত একযুগে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী এক হাযার একশ'র অধিক নিরীহ বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে। বর্তমান সরকারের আমলে ২শ'রও বেশী নিরীহ বাংলাদেশী নিহত হয়েছে সীমান্তে। এ সময় বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিজিবি'র হাতে ভারতের কোন নাগরিকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান, চীন, নেপাল, ভুটান এবং মিয়ানমারের সীমান্ত রয়েছে। ভারতের সবচেয়ে বৈরী প্রতিবেশী পাকিস্তান সীমান্তেও গত ১০ বছরে কোন বেসামরিক মানুষ নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি। ব্যতিক্রম শুধু বাংলাদেশ সীমান্তে।

সঊদী আরবে আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় হাফেয এহসান প্রথম

সঊদী আরবে বাদশাহ আব্দুল আযীয আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতা-২০১২-এ বাংলাদেশের হাফেয মুহাম্মাদ এহসান উদ্দীন নো'মান (২০ পারা গ্রুপে) প্রথম স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করেছেন। গত ২ ডিসেম্বর থেকে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত মক্কার হারাম শরীফে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ৭৩টি দেশের ৭৩ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এবারই প্রথম কোন বাংলাদেশী এই বিরল গৌরব অর্জন করলেন। প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ও সার্টিফিকেট বিতরণ করেন মক্কা শরীফের প্রধান ইমাম ও খতীব আব্দুর রহমান আস-সুদাইসী ও ধর্মমন্ত্রী ছালেহ বিন আব্দুল আযীয। ইতিপূর্বেও হাফেয নো'মান ২০০৮ সালে জর্ডানে অনুষ্ঠিত ১৬তম আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় ৪র্থ স্থান লাভ করে।

১৪০০ কোটি ডলারের বেশী প্রবাসী-আয় এসেছে গত বছর

বিদায়ী ২০১২ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাংলাদেশীরা ১৪০০ কোটি ডলারের বেশী প্রবাসী-আয় দেশে পাঠিয়েছেন। এই উচ্চহারে প্রবাসী-আয় প্রবাহ দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদকে (রিজার্ভ) নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। ২০১২ সালের শেষে রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে এক হাযার ২৭৫ কোটি ডলার। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে রিজার্ভ বেড়েছে ৩০০ কোটি ডলার। প্রবাসী-আয় প্রাপ্তির দিক থেকে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের শীর্ষ ১০-এর মধ্যে রয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, জনসম্পদ যে একটি দেশের উন্নয়নে কি পরিমাণ ভূমিকা রাখতে পারে, এর মাধ্যমে তা নিরূপণ করা যায়।

অপুষ্টির শিকার হয়ে প্রতিদিন ২শ' শিশুর মৃত্যু ঘটছে

সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়হীনতা এবং শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পান না করানোর ফলে অপুষ্টির শিকার হয়ে দেশে প্রতিদিন ২০০ শিশুর মৃত্যু ঘটছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অপুষ্টির হার এখনো বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী। এখনো দেশের অর্ধেক শিশু ও এক-চতুর্থাংশ মায়েরা অপুষ্টিতে ভুগছে। 'বাংলাদেশে পুষ্টি প্রকল্প, শেখা এবং এগিয়ে চলা' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে এসব কথা বলেন বক্তারা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. আ ফ ম রুহুল হক বলেন, ঘরে তৈরী খাবারের মাধ্যমে শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করতে হবে।

দেশের ৩% মানুষ অন্ধত্বের সমস্যায় ভোগেন

চোখের নীরব ঘাতক হ'ল 'গ্লকোমা' রোগ। যা অন্ধত্বের প্রধান কারণ। বাংলাদেশে প্রায় শতকরা ৩ ভাগ লোক এ রোগের শিকার। গত ১২ই জানুয়ারী বাংলাদেশ গ্লকোমা সোসাইটি কর্তৃক ঢাকায় আয়োজিত এক সম্মেলনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এ তথ্য প্রকাশ করেন। বিশ্বসংস্থার তথ্য অনুযায়ী বর্তমান পৃথিবীতে ৪ কোটি মানুষ অন্ধ এবং ২৪ কোটি মানুষ স্বল্পদৃষ্টি রোগে ভুগছেন। যাদের ৯০ শতাংশ গরীব উন্নয়নশীল দেশ সমূহে বসবাস করেন। সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা পেলে এসব রোগীর ৮০ ভাগেরই স্বল্পদৃষ্টি প্রতিরোধ করা সম্ভব। অথচ ডাক্তাররা কেবল চশমা দিয়েই রোগীদের বিদায় করেন। বক্তাগণ বলেন, প্রচারণার অভাবে দেশের ৯৫ ভাগ মানুষই এ বিষয়ে অবগত নয়। অথচ শুরুতে রোগটি শনাক্ত করা গেলে সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করা সম্ভব।

যশোর হর্টিকালচার সেন্টারে গাছ আলুর উদ্ভাবন

লাউ, শিম ও বরবটির মতো গাছ আলুর উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে যশোর হর্টিকালচার সেন্টার। গোল আলু, মেটে আলু ও শাক আলু সাধারণত মাটির নীচে আবাদ ও উৎপাদন হয়ে থাকে। নতুন প্রযুক্তিতে এখন গাছে আলু উৎপাদন হচ্ছে। আগামী বছর যশোর হর্টিকালচার আরো ব্যাপকভাবে নতুন এই প্রযুক্তিতে আলু উৎপাদনের পরিকল্পনা নিয়েছে। উক্ত সেন্টারের উদ্যানতত্ত্ববিদ বলেন, গাছে হয় বলেই নাম দেয়া হয়েছে গাছআলু। এই আলু একটি বহুবর্ষজীবী লতা জাতীয় ফসল। বড় ও চওড়া পানের মত আকৃতির পাতা হয়। পশ্চিম আফ্রিকার ১৬টি দেশে এই আলুর ব্যাপক চাষ হয়। শীতকালে গাছটি মরে গিয়ে অদৃশ্য হয়। গ্রীষ্মের শুরুতে মাটির নীচের কন্দ এবং বুলবিল থেকে নতুন চারা বের হয়। বর্ষার ভেতর গাছে ফল ধরে। প্রতিটি ফলের ওযন হয় ৫০০ গ্রাম থেকে দেড় কেজি পর্যন্ত। একটি গাছে ফল হয় প্রায় এক মণ। উর্বর বেলে দোঁআশ মাটিতে গাছ আলুর চাষ ভালো হয়। যশোর হর্টিকালচার সেন্টার গাছ আলু উৎপাদন করে যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। সূত্র মতে, এই আলু চাষ করতে বাড়তি কোন জমির প্রয়োজন হয় না। বসতবাড়ির আনাচে-কানাচে গাছ-গাছালির মাঝেই উৎপাদন করা যায়। এ আলু চাষে খরচ নেই বললেই চলে। সার ও রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করতে হয় না। তাই গাছআলু সম্পূর্ণ বিষমুক্ত। এ আলু খেতেও সুস্বাদু।

[আল্লাহ রূযীর মালিক। তিনি বান্দার রূযীর জন্য প্রকাশ্যে ও গোপনে অসংখ্য নে'মত মানুষকে দান করেছেন (লোকমান ৩১/২০)। মানুষের দায়িত্ব সর্বদা চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে সুপ্ত নে'মতরাজি বের করে এনে ভোগ করা ও আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা। আমরা এই আবিষ্কারের জন্য যশোর হর্টিকালচারের বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং মহান আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রশংসা জ্ঞাপন করছি (স.স.)]

বিদেশ

প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ

২০১২ সালে বিশ্বে ক্ষয়ক্ষতি ১৪ হাযার কোটি মার্কিন ডলার

গত বছর সারা বিশ্বে প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগে এ পর্যন্ত প্রায় ১৪ হাযার কোটি ডলারের আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে এই আর্থিক মূল্যের মধ্যে ৬৫০০ কোটি ডলারের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে দেবে বিশ্বের বীমা খাত। বুধবার সুইজারল্যাণ্ড ভিত্তিক বীমা প্রতিষ্ঠান সুইস রে কর্তৃক প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে একথা বলা হয়েছে। সেখানে আরো বলা হয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে গত বছর এগারো হাযারেরও বেশী মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। ভয়াবহতা ও আর্থিক ক্ষতি বিবেচনায় প্রথম ৫টি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে আমেরিকায় আঘাত হানা সুপারস্টর্ম স্যান্ডি। স্যান্ডির আঘাতে আমেরিকার প্রায় অর্ধশত কোটি ডলারের মতো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

[মানুষের অবাধ্যতার লাগাম টেনে ধরার জন্যই আল্লাহ মাঝে মধ্যে এরূপ গযব পাঠিয়ে থাকেন। এ যুগের নমরূদ ও ফেরাঊনরা এথেকে উপদেশ হাছিল করবে কি? (স.স.)]

ব্যয় হ্রাসে বৃদ্ধদের বিদেশের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাচ্ছে জার্মানী

আধুনিক সমাজে নতুন প্রথা অনুযায়ী বাবা-মা বৃদ্ধ হ'লে তাদের ঝামেলা মনে করে সন্তানেরা। তাই তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে মন চাইলে বছরে মাঝে-সাঝে দেখতে যান। কিন্তু যখন বাবা-মাকে বিদেশের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো হয়, তখন সভ্যতার এই চরম উন্নতি (?) দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। ভাবতে অবাক লাগলেও এ কাজ করছে বিশ্বের প্রথম সারির অর্থনীতির দেশ জার্মানী। দেশটি ইতিমধ্যে প্রায় ৫ হাযার বয়স্ক ও অসুস্থ জার্মানকে পূর্ব ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পাঠিয়েছে। বৃদ্ধ ও অসুস্থ ব্যক্তিদের পরিসেবায় ব্যয় সংকোচন পদক্ষেপের কারণে জার্মানী এমন উদ্যোগ নিয়েছে। কেননা ব্যয়বহুল দেশ জার্মানির তুলনায় পূর্ব ইউরোপ এবং এশিয়ার দেশগুলোতে এক্ষেত্রে ব্যয় অনেক কম পড়বে। উল্লেখ্য, কয়েক বছর ধরে জার্মানির সেবা কেন্দ্রগুলোর ব্যয় দ্রুতগতিতে বাড়ছে এবং কর্মী সংকটে ভুগছে। সমালোচকরা বলছেন, নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! আজকের উন্নত সভ্যতার ধারক জার্মানীকে যারা সর্বস্ব দিয়ে গড়ে তুলেছেন, তারাই আজ নিজ মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত।

[বস্তুবাদী ও পুঁজিবাদী সভ্যতার এটাই হ'ল শেষ পরিণতি। অতএব ফিরে এসো মানুষ আল্লাহ্র পথে (স.স.)]

দিল্লিতে ২০১২ সালে ধর্ষণ মামলা ৬৩৫টি দোষী সাব্যস্ত ১ জন!

ভারতের নয়াদিল্লিতে বিদায়ী বছরে ৬৩৫টি ধর্ষণ মামলা হয়েছে। এতে মাত্র একজন দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া পরিসংখ্যানে এই তথ্য জানা গেছে। তথ্য অনুযায়ী গত জানুয়ারী '১২ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ৬৩৫টি ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৭৫৪ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের মাত্র একজনকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। বাকীদের শুনানী ও তদন্ত চলছে। উল্লেখ্য যে, খুন, যখম ও অপরাধের খতিয়ানে ভারত এখন বিশ্বের শীর্ষস্থানে রয়েছে। পাশাপাশি ধর্ষণের আধিক্যের দিক দিয়েও প্রথম সারিতে রয়েছে দেশটি। তবে ধর্ষণের ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে গত এক বছরে ধর্ষিতা হয়েছে ১০ লাখের বেশী নারী এবং ১ কোটি ২০ লাখের বেশী নারী ও পুরুষ ঘনিষ্ঠজন দ্বারা ধর্ষণ, শারীরিক নির্যাতন বা উত্যক্তের শিকার হয়েছে।

[ধর্মনিরপেক্ষ ও সভ্যতাগর্বী দেশগুলির এই চরম নৈতিক অধঃপতন নিতান্তই স্বাভাবিক। ইসলামী অনুশাসন ও শাসন ব্যতীত এ থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই (স.স.)]

এক দশকের মধ্যে ইসরাঈল ধ্বংস হয়ে যাবে

মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমীনের রাজনৈতিক শাখা 'ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি'র উপ-প্রধান এসাম আল-এরিয়ান বৃটেনের দৈনিক টেলিগ্রাফকে দেয়া সাক্ষাতকারে বলেছেন, আগামী এক দশকের কম সময়ের মধ্যে ইহুদীবাদী ইসরাঈলের অস্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি বলেন, ফিলিস্তীন জবর দখলকারীদের মধ্যপ্রাচ্য ত্যাগ করা ও ফিলিস্তীনীদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে দেয়া উচিত। যারা ভবিষ্যৎ আঁচ করতে পারেন তারাই বুঝতে পারছেন যে, এক দশক বা তার চেয়ে কম সময়ের মধ্যে ইহুদীবাদী ইসরাঈল ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ফিলিস্তীনী জনগণ তাদের ভূমিতে ফিরে আসতে পারবে।

[আমরা দো'আ করি ইহুদীরা ইসলাম কবুল করুক ও ভবিষ্যৎ স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের সুনাগরিক হিসাবে বসবাস করুক (স.স.)]

অবসর নিলেন রতন টাটা

১৮৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতের সবচেয়ে বড় এবং বিশ্বের ৪৫তম ব্যবসায়িক গ্রুপ 'টাটা'র চেয়ারম্যান পদ থেকে অবসর নিয়েছেন রতন টাটা। কোম্পানীর আইন অনুযায়ী ৭৫ বছরে উপনীত হওয়ায় তার এ অবসর। তবে দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছেন উত্তরসূরী হিসাবে গড়ে তোলা ভাইস চেয়ারম্যান সাইরাস মিস্ত্রিকে। লবণ থেকে সফটওয়ার পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি ব্যবসায় টাটা গ্রুপকে সাফল্য এনে দেয়া রতন টাটার অবসরে একটি যুগের অবসান ঘটল। এর আগে দীর্ঘ ২১ বছর নেতৃত্ব দিয়ে টাটাকে বিশ্বের অন্যতম ব্যবসা-সফল গ্রুপে পরিণত করেন তিনি। তবে অবসরের পর তিনি প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে থাকবেন সম্মানসূচক এমিরেটাস চেয়ারম্যান হিসাবে। টাটা গ্রুপের ২৮টি শিল্পের শতাধিক প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৩ লাখ মানুষ কাজ করে। রতন টাটা 'টাটা' গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা জামশেদ টাটার পালিত প্রোপৌত্র। ১৯৬২ সালে টাটা গ্রুপে যোগ দেন সাধারণ কর্মী হিসাবে। শুরুতে তিনি টাটা স্টিল কারখানায় বেলচা দিয়ে চুনাপাথর সরানো ও চুল্লি ঠিক রাখার কর্মচারী হিসাবে কাজ করতেন। পরে স্বীয় কর্মগুণে ১৯৯১ সালে টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ পান তিনি। তার সময়েই টাটা একটি বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। শিল্পক্ষেত্রে অবদানের জন্য পদ্মবিভূষণ ও নাইট উপাধিসহ দেশ ও বিদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে নযীরবিহীন শিশু হত্যা

চরম নৈতিক অবক্ষয় ও নিজের কর্মদোষেরই ফল

যুক্তরাষ্ট্রের কানেক্টিকাট অঙ্গরাজ্যের একটি স্কুলে বন্দুকধারীর গুলিতে ২০টি শিশু নিহতের ঘটনার প্রেক্ষিতে সেদেশের অনেক সমাজবিজ্ঞানী বলছেন, মার্কিন সমাজে যে নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে এবং বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ছড়িয়ে রয়েছে তাতে এ ধরনের ট্র্যাজেডি মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে পর্যায়ক্রমে এই মর্মান্তিক শিশুহত্যার ঘটনা তার নিজের কর্মদোষেরই নিয়তির ফল। তারা বলছেন, আমেরিকা বিভিন্ন দেশে অস্ত্র বিক্রি করে এবং পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইয়েমেনে ড্রোন হামলা চালিয়ে হাযার হাযার শিশুকে হত্যা করছে। অথচ এসব নিরপরাধ শিশু হত্যার জন্য কখনো কোন কথা বলেননি শান্তিতে নোবেল বিজয়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। অথচ আজ নিজ দেশের কয়েকটি শিশুর মৃত্যুতে তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন! উল্লেখ্য, গত ১৪ ডিসেম্বর স্যান্ডি হুক এলিমেন্টারী স্কুলে বন্দুকধারীর বর্বর হামলায় ২০ শিশুসহ ২৮ জন নিহত হয়।

[পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইয়ামনে মার্কিন ড্রোন হামলায় নিহত অগনিত নিরপরাধ মযলূম বনূ আদমের পক্ষে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নেওয়া এই প্রতিশোধ থেকে ওবামা শিক্ষা নিবেন কি? (স.স.)]

মুসলিম জাহান

আযানের সময় ইরানে বিমান উড্ডয়ন নিষিদ্ধ

আযানের সময় বিমান উড্ডয়ন নিষিদ্ধ করেছে ইরান। দেশটির পার্লামেন্টে গত ২৬ ডিসেম্বর এ সংক্রান্ত এক নির্দেশনা অনুমোদিত হয়। ইরানের পার্লামেন্টের সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটির বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা মেহের জানায়, নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী আযানের সময় কোন বিমান উড়তে পারবে না। ফজরের ছালাতের সময় এ নির্দেশনা আরও গুরুত্বের সঙ্গে মানতে হবে। এছাড়া বিমানবন্দর বা বিমান কোম্পানীগুলোতে কর্মরত নারীরা পর্দা রক্ষা করছে কি না, তাও পর্যবেক্ষণ করা হবে। ইরানের বিমান চলাচল সংস্থার প্রধান হামিদ রেযা বলেন, ফজরের ছালাতের আধা ঘণ্টা পর বিমান উড্ডয়ন করতে পারবে। যাত্রীরা যাতে ছালাত আদায় করে বিমানে উঠতে পারেন, সেজন্য এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

[বরং বিমানের মধ্যেই আযান ও ছালাতের ব্যবস্থা রাখা উত্তম (স.স.)]

কাবা শরীফের ইমামের ইন্তেকাল

কাবা শরীফের মাননীয় ইমাম, 'হাইআতু কিবারিল ওলামা'-এর সদস্য, দুই হারামের সম্মানিত মুদীর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আস-সুবাইল গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ৮৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি ৩ স্ত্রী এবং কয়েকটি সন্তান রেখে গেছেন। সকল সন্তানই রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। তিনি শতাধিক দাওয়াতী সফরে অর্ধশতাধিক রাষ্ট্র সফর করেছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম হলেন, খ্যাতনামা আলেম শায়খ ছালেহ আল-ফাওযান, শায়খ আব্দুর রহমান আল-কুল্লিয়াহ, প্রসিদ্ধ ইয়ামনী মুহাদ্দিছ শায়খ মুক্বিল বিন হাদী আল-ওয়াদেঈ প্রমুখ। খুৎবা সংকলন সহ তাঁর প্রণীত কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে।

স্বাধীন ফিলিস্তীনের পক্ষে জেরুযালেমের ক্যাথলিক চার্চ

যিশু খ্রিস্টের জন্মস্থান বেথেলহামে এক শোভাযাত্রায় রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রধান ফুয়াদ তাওয়াল স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের পক্ষে তাঁর অবস্থান ব্যক্ত করেছেন। ফুয়াদ বলেন, এ বছরের বড়দিনে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের জন্মদিনের পাশাপাশি ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের জন্মের উৎসব হিসাবেও উদযাপিত হবে। উল্লেখ্য, গত নভেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ভোটাভুটিতে ভোটাধিকারহীন 'পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের' মর্যাদা পায় ফিলিস্তীন।

শাসন পদ্ধতি নিয়ে তুরস্কে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ

রাজনৈতিক বিষয়ে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ গুল এবং প্রধানমন্ত্রী এরদোগানের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। মূলত রাজনৈতিক কাঠামো এবং দেশ পরিচালনার পদ্ধতি নিয়ে এ মতবিরোধের সূচনা। প্রধানমন্ত্রী রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান বলছেন, বিচার বিভাগ পৃথক হওয়ার কারণে সরকারের কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কারণ বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের ও বিশেষ করে আইন বিভাগের বহু সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিচ্ছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ গুল বিচার বিভাগকে আলাদা রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করে একে গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলছেন, বর্তমান সংসদীয় শাসন ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন ব্যবস্থায় নিয়ে যেতে হবে। উপপ্রধানমন্ত্রীও এ পরিবর্তনের পক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ গুল জোর দিয়ে বলেছেন, বর্তমান সংসদীয় শাসন ব্যবস্থাকে প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন ব্যবস্থায় নিয়ে যাওয়া হ'লে দেশে বড় ধরনের সংকট তৈরী হবে। এছাড়াও এরদোগান সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার ষড়যন্ত্র কিংবা অন্য কোন অভিযোগে আটক ব্যক্তিদের মুক্তি দেয়া এবং আদালতের চূড়ান্ত নির্দেশের আগেই সংসদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারেও তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ চলছে। বিশ্লেষকদের মতে, দেশের শীর্ষ পদে থাকা এ দুই ব্যক্তি একই দলের সদস্য এবং তাদের মধ্যকার মতবিরোধ ভবিষ্যতে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে পারে।

[বিগত দিনের ইসলামী খেলাফতের ধারক বর্তমান প্রশাসন কি তাদের হারানো ইসলামী শাসন পদ্ধতি ফিরিয়ে আনতে পারেন না? প্রয়োজনে এর উপর জনমত যাচায়ই করুন (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বোতলজাত পানি কম নিরাপদ!

ট্যাপের পানির চেয়ে বোতলের পানির দাম অনেক বেশী হ'লেও তা ভোক্তাদের স্বাস্থ্যের জন্য কম নিরাপদ। যুক্তরাজ্যের একদল বিজ্ঞানী সম্প্রতি এক গবেষণায় এ তথ্য পেয়েছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, ট্যাপের পানির বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে নিয়মিত পরীক্ষা হয়ে থাকে। সে তুলনায় বোতলজাত বিভিন্ন ধরনের পানির বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের পরীক্ষায় কম সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। ফলে বোতলজাত পানি দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী এবং এই পানি রোগ জীবাণুর উৎস হ'তে পারে। এছাড়া ব্যাকটেরিয়ার মতো ক্ষতিকর জীবাণুর সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্যাপের পানিতে পরিমিত ক্লোরিন থাকে। কিন্তু একবার বোতলজাত করার পর পানি বিক্রি হওয়ার আগ পর্যন্ত মাসের পর মাস ধরে তা গুদামে পড়ে থাকে। ক্লোরিন জাতীয় পদার্থের অনুপস্থিতিতে তখন সেই পানিতে জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। আবার বোতল একবার খোলার পর সেই পানিতে জীবাণু জন্মানোর সুযোগ থাকে। তাই দু-এক দিনের মধ্যেই সেই পানি খেয়ে ফেলার বিকল্প নেই।

[মিনারেল ওয়াটার নামের ভাঁওতাবাজ পানি ব্যবসায়ীরা সাবধান হও। নইলে আল্লাহ্র গযবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। সরকারের দায়িত্বশীলরা এ ব্যাপারে সাবধান হবেন কি? (স.স.)]

ব্যাটারী ছাড়াই চলবে হার্টবিট-পাওয়ার্ড পেসমেকার

ব্যাটারীর বদলে হৃদপিণ্ডের স্পন্দন থেকে পাওয়া শক্তিতেই চলবে ভবিষ্যতের হৃদরোগীদের পেসমেকার। এমন আশা যোগাচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের বিজ্ঞানীদের তৈরী প্রোটোটাইপ কার্ডিয়াক এনার্জি হারভেস্টার। বর্তমানে পেসমেকার ব্যবহারকারীদের ৫ থেকে ১০ বছর পর পর অপারেশনের মধ্য দিয়ে যেতে হয় পেসমেকারটির ব্যাটারী বদলাতে। বিজ্ঞানীদের তৈরী নতুন পেসমেকারের প্রোটোটাইপটি সফল হ'লে বার বার যেতে হবে না ডাক্তারের ছুরির নিচে। ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের ইরানী বিজ্ঞানী আমিন কারামী এ ব্যাপারে বলেন, 'হৃদপিণ্ডের সমস্যায় ভুগতে থাকা রোগীদের অনেকেই শিশু। এই প্রযুক্তির ব্যবহার সফলভাবে সম্ভব হ'লে কতগুলো অপারেশন থেকে ওরা বেঁচে যাবে, তা আপনারা বুঝতেই পারছেন।'

অ্যারোবিক ব্যায়ামে স্মরণশক্তি বাড়ে

উন্মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম করাকে এরোবিক ব্যায়াম বলে। যেমন সকালে দ্রুতপায়ে হাঁটা, সাইকেল চালানো, মাঠে ঘাম ঝরিয়ে কাজ করা, জগিং করা ইত্যাদি।

অ্যারোবিক ব্যায়ামে মানুষের স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। এই ব্যায়ামকারীরা তুলনামূলকভাবে বেশী চটপটে হয়। নিউজিল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব ওটাগোর গবেষকরা বলছেন, যারা নিয়মিত অ্যারোবিক ব্যায়াম করেন না তাদের তুলনায় অনেক বেশী চটপটে এ ধরনের ব্যায়াম অভ্যাসকারীরা। শরীরচর্চার এ বিশেষ দিকটি মস্তিষ্কের সার্বিক কার্যক্রমকে আরও বেশী সক্রিয় ও সচল করে তোলে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসিকতায় এক ধরনের অবসাদ আসতে থাকে বা মানসিক শক্তি কমতে থাকে। কিন্তু যারা অ্যারোবিক ব্যায়াম করেন তাদের ক্ষেত্রে ফলাফল সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্মরণশক্তি থেকে শুরু করে গুছিয়ে কাজ করার স্পৃহা বাড়ে এ ধরনের চর্চায়। তারা কাজের দিক থেকে অনেক বেশী চটপটে। তাই শরীর ও মনকে চনমনে ও চটপটে করতে অ্যারোবিক ব্যায়াম চর্চার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন

সকল পথ ছেড়ে আল্লাহ্র পথে ফিরে আসুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

কুষ্টিয়া-পূর্ব, ২২ ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শহরের পাবলিক লাইব্রেরী ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** নেতৃবৃন্দের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ধর্মনেতা ও সমাজ নেতাগণ নানা মত ও পথে বিভক্ত। প্রত্যেকে নিজ নিজ মতে দৃঢ়। অথচ মুক্তির পথ রয়েছে কেবল ছিরাতে মুস্তাক্বীমে। আর তা নিহিত রয়েছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণের মধ্যে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মানুষকে সে পথেই আহ্বান জানায়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী আব্দুল ওয়াহহাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল কিবরিয়া, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ হাশিমুদ্দীন ও রাজবাড়ী যেলার নতুন আহলেহাদীছ মুহাম্মাদ আব্দুল গফুর প্রমুখ।

আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করুন

কুমিল্লা ৫ জানুয়ারী, শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে শহরের টাউন হল ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** দেশের নেতৃবৃন্দ ও যুবকদের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যুবশক্তি হ'ল দেশের মূল শক্তি। রাষ্ট্র ও সমাজ নেতাগণ যদি তাদেরকে তাদের হীন স্বার্থের ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করেন, তাহ'লে পরিণামে তারাই এর তিক্ত ফল ভোগ করবেন। অতএব তাদেরকে সৎ, যোগ্য ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সমাজ সচেতন ব্যক্তিদের সক্রিয় ভাবে এগিয়ে নেওয়া কর্তব্য।

যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা হাফেয মাওলানা আব্দুল মতীন সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ প্রমুখ। উল্লেখ্য, টাউন হলে মহিলাদের পৃথক বসার ব্যবস্থা ছিল।

এলাকা সম্মেলন

যারা কুরআনে অনুসারী হবে তারাই সফলকাম হবে

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

কাকনহাট, রাজশাহী ১২ জানুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কাকনহাট এলাকার উদ্যোগে কাকনহাট হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত এলাকা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, কুরআন ও হাদীছ কখনোই মানুষকে হিংসা-বিদ্বেষে প্ররোচিত করে না। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এদেশের সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলার আন্দোলন করে থাকে।

এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আহলহাজ্জ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, সোনামণি-র কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন ও সঊদী আরবের রিয়াদ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল বারী।

কর্মী প্রশিক্ষণ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১১ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে নগরীর নওদাপাড়াস্থ দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রস্তাবিত) জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা রুস্তম আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার সুলতান আহমাদ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ডাঃ সিরাজুল হক।

শীতবস্ত্র বিতরণ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে গত ২৯ ডিসেম্বর '১২ ও ৭ জানুয়ারী '১৩ দুই দিন নগরীর বিভিন্ন বস্তি এলাকায় শীতার্ত গরীব-অসহায় মানুষের মাঝে প্রায় ২৫০০ পিস শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে ছিল কম্বল, সুয়েটার, জ্যাকেট, চাদর ও অন্যান্য পোষাক। উক্ত শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বারী, সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মোফাক্কার হোসাইন, মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার সুলতান আহমাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক ডাঃ সিরাজুল হক, অর্থ সম্পাদক আলহাজ্জ গিয়াছুদ্দীন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীন, দফতর সম্পাদক অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম, মহানগর 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মামূন বিন রুস্তম, প্রচার সম্পাদক মোকাম্মাল, রাজশাহী কলেজ শাখার অর্থ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম প্রমুখ ।

যুবসংঘ

গোপালপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ২৩ ডিসেম্বর'১২ রবিবার : অদ্য বাদ আছর গোপালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ মুস্তাকীম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মৌগাছি এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব নিযামুদ্দীন, সহ-সভাপতি মাওলানা ময়েযুদ্দীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ' রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আশরাফুল ইসলাম।

রামপুর-পূর্বপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ৪ জানুয়ারী'১৩ শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব রামপুর-পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি জনাব মুজীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘে'র রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মুহসিন।

মহিলা সংস্থা

(১) রঘুনাথপুর, পিরোজপুর, ৭ ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বেলা ১১-টায় 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' রঘুনাথপুর শাখার উদ্যোগে যেলার নাজিরপুর উপযেলার রঘুনাথপুর গ্রামে শেখ শামসুল হকের বাড়ীতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রয় মজলিসে শূরা সদস্য ও পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ।

(২) সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী ২৫ ডিসেম্বর'১২ মঙ্গলবর : অদ্য বাদ যোহর সমসপুর শাখার উদ্যোগে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব মুহাম্মাদ আকবর আলীর সভাপতিত্বে তাঁর বাড়ীতে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'যুবংঘে'র রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুহসিন ও সমসপুর হাফেযিয়া মাদরাসার শিক্ষক হাফেয মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন।

মৃত্যু সংবাদ

(১) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলামের পিতা? মেহেরপুর শহর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শওকত হোসেন (৮৭) গত ১৪ নভেম্বর রোজ বুধবার বেলা ১টা ৩০ মিনিটে নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্নালিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৫ ছেলে ও ৪ মেয়ে রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, মৃত্যুর পূর্বে তাঁর দু'টি কিডনিই বিকল হয়ে গিয়েছিল। একই দিন রাত ১০-টায় শহরের শামসুযযোহা পার্কে তাঁর ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর অছিয়ত অনুযায়ী আমীরে জামা'আত-এর অনুপস্থিতিতে তাঁর অনুমতিক্রমে জানাযায় ইমামতি করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে জানাযায় উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য মাস'ঊদ অরুন, মেহেরপুরের পৌর মেয়র আলহাজ্জ মো'তাছিম বিল্লাহ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার সহ যেলা ও এলাকা 'আন্দোলন' এবং 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। তাকে স্থানীয় শেখপাড়া গোরস্থানে দাফন করা হয়।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উপদেষ্টা ও মাসিক আত-তাহরীক-এর একজন ভক্ত পাঠক নাযীর হোসায়েন সরদার (৭৯) গত ৯ জানুয়ারী রোজ বুধবার ভোর ৫-টায় গাইবান্ধা যেলার সাঘাটা থানাধীন ধনারুহা গ্রামের নিজ বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্নালিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে ও ৪ মেয়ে রেখে গেছেন। ঐ দিন বিকাল ৪-টায় তাঁর নিজ গ্রাম ধনারুহায় ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন গাইবান্ধা-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে জানাযায় উপস্থিত ছিলেন যেলা ও এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। তাঁকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

[আমরা তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' (বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী সহ দেশের ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় পাঁচশত ইয়াতীম (বালক/বালিকা) বর্তমানে প্রতিপালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণের জন্য দাতা সংগ্রহ করা হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ থেকে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করুন এবং দুস্থ-অসহায় শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

টাকা প্রেরণের হিসাব নম্বর:
পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প
হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক
কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

সাধারণ সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	১৫০০/=	১৮,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

দৃষ্টি আকর্ষণ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ গেইটে আয়োজিত ফেব্রুয়ারী মাসব্যাপী বই মেলায় **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** অংশগ্রহণ করেছে। এখানে মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক সহ হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত ও পরিবেশিত সকল বই, সিডি ও ডিভিডি পাওয়া যাচ্ছে। আপনার কাংখিত বই, সিডি-ডিভিডি, পত্রিকার প্রভৃতির জন্য যোগাযোগ করুন।

: ০১৯১৫-০১২৩০৭, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১১।

প্রশ্ন (১/১৬১) : জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ২ বছর পূর্বে তালাক দিয়েছে, কিন্তু এখনো তার বিবাহ হয়নি। এক্ষণে ঐ ব্যক্তি তার স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে কি?

-আব্দুল আলীম
শৈলেরকান্দা, জামালপুর।

উত্তর: যদি সে তালাকে রাজঈ অর্থাৎ এক তালাক অথবা দুই তালাক দিয়ে থাকে, তবে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবে। যদি এক সঙ্গে তিন তালাক দেয় তবুও। কারণ এক সঙ্গে হাযার তালাক দিলেও এক তালাকই গণ্য হয় *(আবুদাঊদ হা/২১৯৬; মুসলিম হা/১৪৭২)*। তবে যদি তিন মাসে তিন তালাক দেয় তাহলে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। যতক্ষণ স্বেচ্ছায় অন্যত্র বিবাহ না হবে এবং সেখান থেকে স্বেচ্ছায় তালাক না হবে *(বাকারাহ ২২৯-২৩০; বুখারী হা/৫২৬৫; মিশকাত হা/৩২৯৫)*। উল্লেখ্য যে, প্রচলিত হিল্লা প্রথা একটি জাহেলিয়াত। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) এদের লা'নত করেছেন *(আবুদাঊদ হা/২০৭৬; মিশকাত হা/৩২৯৬)*। *(বিস্তারিত দ্রঃ 'তালাক ও তাহলীল' বই)*।

প্রশ্ন (২/১৬২) : জেনে-শুনে সুদ-ঘুষ গ্রহীতা, মদ বিক্রেতা ইত্যাদি হারাম উপার্জন কারী ব্যক্তিদের অর্থ মসজিদ নির্মাণের জন্য গ্রহণ করা যাবে কি?

-রেজওয়ান
আদিতমারী, লালমণিরহাট।

উত্তর : গ্রহণ করা যাবে। কারণ হারাম উপার্জনের জন্য দাতা দায়ী হবে; গ্রহীতা নয়। রাসূল (ছাঃ) অমুসলিমদের হাদিয়া গ্রহণ করেছেন *(বুখারী ২/১৯৫ পৃঃ, 'মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করা' অনুচ্ছেদ)*। এছাড়া পবিত্র কা'বা ঘরও মুশরিকদের দান দ্বারা নির্মিত হয়েছিল *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৬১, 'কা'বা ঘর নির্মাণ' অনুচ্ছেদ)*। তবে হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদ দান করলে তা আল্লাহ্র নিকটে কবুল হয় না *(মুসলিম হা/২২৪, মিশকাত হা/৩০১)*।

প্রশ্ন (৩/১৬৩) : মাহরাম ব্যক্তির সামনে একজন মহিলাকে কি পরিমাণ পর্দা করতে হবে?

-কামরুযযামান সোহাগ
বুয়েট, ঢাকা।

উত্তর : মাহরাম ব্যক্তিদের সামনে নারীগণ স্বীয় সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে *(নূর ৩১)*। এখানে সৌন্দর্যের অর্থ হ'ল, মাথা, গলা, হাত, পা এবং যেসব অঙ্গে সাজ-সজ্জার জন্য অলংকার ইত্যাদি পরিধান করা হয় সেগুলিকে বুঝায় *(ইবনু কাছীর)*। এই অঙ্গগুলি মাহরামের সামনে প্রকাশ করা বৈধ। তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দেহের গোপন ও বাহ্যিক সৌন্দর্য এমনভাবে প্রকাশ না পায়, যা শালীনতা বিরোধী এবং অন্যকে আকৃষ্ট করে। তাছাড়া মাহরাম পুরুষদেরও তাদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট তার মায়ের কাছে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, তুমি তার অনুমতি নাও। তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে চাও? *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৪৬৭৪)*।

প্রশ্ন (৪/১৬৪) : হাদীছ অনুযায়ী কোন মুসলিমের সাথে তিন দিনের বেশী কথা বন্ধ রাখা জায়েয নয়। কিন্তু জনৈক মাযহাবী বিদ'আতী ভাইয়ের সাথে আমার বহুদিন যাবৎ সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে উক্ত হাদীছের বিধান কি হবে?

-আল-আমীন
কাউনিয়া, রংপুর।

উত্তর: উক্ত হাদীছটি কোন দ্বীনী কারণ ব্যতীত পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু দ্বীনের ত্রুটির কারণে শিক্ষা দেয়ার স্বার্থে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবুকের যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা তিন ব্যক্তির সাথে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছিলেন *(বুখারী হা/৪৪১৮; মুসলিম হা/৭১৯২)*। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) তাঁর ছেলে বেলালের সাথে হাদীছ প্রত্যাখ্যান করার কারণে আজীবন কথা বন্ধ রেখেছিলেন *(মুসলিম হা/১০১৭, মিশকাত হা/১০৮৪; সনদ ছহীহ, আহমাদ হা/৪৯৩৩)*। তবে সাক্ষাতে অবশ্যই সালাম ও কুশল বিনিময় এবং সম্ভবপর উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কারণ এর মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি বিদ'আত ছেড়েও দিতে পারে। ইসলাম সর্বদা মানবীয় সম্পর্ককে উজ্জীবিত করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা মানুষকে সুসংবাদ দাও, তাড়িয়ে দিও না। মধ্যপন্থী হও ও আল্লাহ্র নৈকট্য অনুসন্ধান কর' *(বুখারী হা/৬৯, ৬৯)*।

প্রশ্ন (৫/১৬৫) : একজন মুসলিম ব্যক্তির জন্য কতটুকু ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা ফরয? আশপাশের সকল স্কুলেই সেক্যুলার শিক্ষাপদ্ধতি। এক্ষেত্রে সন্তানকে মাদরাসায় পড়ানো কি আবশ্যক?

-আব্দুর রহমান
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : দ্বীনের মৌলিক বিশ্বাস, বিধি-বিধান, হালাল-হারাম ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা সকল মুসলিম ব্যক্তির উপর ফরয *(ইবনু মাজাহ হা/২২৪; ছহীহুল জামে' হা/৩৯১৩, ৩৯১৪)*। তাই সন্তানকে ঐ প্রতিষ্ঠানেই ভর্তি করাতে হবে, যেখানে সে ইসলামী আদর্শে গড়ে উঠতে পারে। কারণ দুনিয়াবী সফলতা কখনোই প্রকৃত সফলতা নয়। বরং পরকালীন সফলতাই প্রকৃত সফলতা।

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (৬/১৬৬) : আমানতের খেয়ানতকারীর পরিণাম কি? কারু বলা গোপন কথা প্রকাশ করে দিলে তা কি খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত হবে?

-সফিউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ আমানতের খেয়ানত করা এবং কারো গোপন কথা প্রকাশ করা কবীরা গুনাহ এবং তা মুনাফিকের আলামত। আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনে-শুনে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে এবং নিজেদের পারস্পরিক আমানতের খেয়ানত করোনা *(আনফাল ২৭)*। যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে সতর্ক থাকে তারাই প্রকৃত মুমিন *(মুমিনুন ৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকদের চারটি স্বভাবের অন্যতম *(বুখারী হা/৩৩, মুসলিম হা/২১৯)*। তবে দ্বীনের ও অন্যের জন্য ক্ষতিকর কোন গোপন কথা প্রকাশ করা যাবে। যেমন হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এ নীতি প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

প্রশ্ন (৭/১৬৭) : ওযূ করার পর কাপড় বা লুঙ্গি হাঁটুর উপর উঠে গেলে ওযূর কোন ক্ষতি হবে কি?

-আব্দুর রশীদ
বুড়িমারী, লালমণিরহাট।

উত্তর : হাঁটুর উপর কাপড় ওঠা অযূ ভঙ্গের কারণ সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং প্রয়োজন বোধে হাঁটুর উপর কাপড় উঠানো যায় *(বুখারী হা/৩৭১, মুসলিম হা/২৪০১)*। তবে সতরের অংশ হিসাবে সর্বাবস্থায় তা ঢেকে রাখা কর্তব্য *(তিরমিযী হা/২৭৯৬, আহমাদ হা/২২৫৪৮, ইরওয়াউল গালীল ১/২৯৭)*।

প্রশ্ন (৮/১৬৮) : মহিলারা আযান ও ইক্বামত দিতে পারে কি?

-আফরোজা, তেজগাঁও, ঢাকা।

উত্তর : মহিলারা মহিলাদের জামা'আতে আযান ও ইক্বামত দিতে পারে। আয়েশা (রাঃ) আযান ও ইক্বামত দিয়ে মহিলাদের জামা'আতে ইমামতি করেছেন *(বায়হাক্বী কুবরা হা/১৭৮১. তামামুল মিন্নাহ পৃঃ ১৫৩, সনদ ছহীহ)*। ইবনে ওমর (রাঃ)-কে একদা জিজ্ঞেস করা হল যে, 'মহিলাদের উপর আযান আছে কি? তিনি রেগে গিয়ে বলেন, আমি আল্লাহ্র যিকর করতে মানা করব কি? হাফছা (রাঃ) যখন ছালাত আদায় করতেন, তখন ইক্বামত দিতেন' *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শাইবা হা/২৩৩৮ ১/২২৩ পৃঃ)*। তবে তা নিম্নস্বরে দিতে হবে *(ভূপালী, আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/৩২২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৯/১৬৯) : হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ কি? কিছু ইসলামী সংগঠন বলছে, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এরূপ জিহাদ ব্যতীত অন্য কোন পথ খোলা নেই। এক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সোহরাব, রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তর : হরতাল, অবরোধ ইত্যাদি ডেকে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা জায়েয নয়। কারণ এতে মানুষের চলাচলে যেমন বিঘ্ন ঘটে, তেমন দেশও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি রাস্তায় পতিত একটি গাছের ডালের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বলল, অবশ্যই আমি এ ডাল রাস্তা হ'তে সরিয়ে ফেলব। যাতে এটা তাদের কষ্ট না দেয়। অতঃপর সে সেটা সরিয়ে ফেলল। ফলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হ'ল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮০৯)*। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মানব রচিত একটি জাহেলী পদ্ধতি, যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। আর অবৈধ কোন পদ্ধতিকে অবৈধ কোন বস্তুর মাধ্যমে দূর করা যায় না। তাছাড়া প্রচলিত এ পদ্ধতি দ্বারাই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে এই দর্শন ভুল। কারণ রাসূল (ছাঃ) যখন ইসলামী বিধান চালু করেন তখন জাহেলী কোন রীতির সাথে তিনি আপোষ করেননি। তাই ইসলামী দলগুলোর উচিত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের রাজনৈতিক দর্শনের অনুকূলে জনমত গঠন করা এবং ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া *(দ্রঃ 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' বই)*।

প্রশ্ন (১০/১৭০) : আমার বন্ধু একটি মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করেছে। কিন্তু বন্ধুর বাবা-মা কোনভাবেই মেয়েটিকে মেনে নিবে না। বাবা-মায়ের দিকে তাকিয়ে যদি আমার বন্ধু বাধ্য হয়ে মেয়েটিকে দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করে তালাক দেয়া শরী'আতসম্মত হবে কি?

-মাহবুব হাসান
আরাপপুর, ঝিনাইদহ।

উত্তর : 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী হা/১৮৯৯)*। বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য ছেলের জন্য পিতা-মাতার সম্মতি শর্ত নয়। যদিও তাঁদের সন্তুষ্টি যরূরী *(আহমাদ হা/২২১২৮; মিশকাত হা/৬১)*। মেয়ে তার পিতা বা বৈধ অভিভাবকের সম্মতি নিয়ে বিয়ে করে থাকলে সে বিয়ে হয়ে গেছে *(তিরমিযী হা/১১০২; মিশকাত হা/৩১৩১)*। অতএব শারঈ কোন কারণ ছাড়া তালাক দেয়া বৈধ হবে না। এক্ষণে পিতা-মাতার কর্তব্য হবে ছেলে-বৌকে সাদরে গ্রহণ করা। আল্লাহ বলেন, তোমরা কোন বস্তুকে অপসন্দ কর, অথচ সেটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর কোন বস্তুকে তোমরা ভাল মনে কর, অথচ সেটি তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। (প্রকৃত বিষয়) আল্লাহ জানেন। তোমরা জানো না' *(বাক্বারাহ ২/২১৬)*।

প্রশ্ন (১১/১৭১) : মহিলাদের জন্য কুরবানীর পশু যবেহ করতে কোন বাধা আছে কি?

-আব্দুল করীম, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : মহিলারা কুরবানী সহ যেকোন পশু যবেহ করতে পারে *(বুখারী হা/৫৫০৫ 'মহিলা ও দাসী কর্তৃক যবেহ করা' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১২/১৭২) : মহিলারা যত সন্তান জন্ম দিবে ততটি কবুল হজ্জের নেকী পাবে। উক্ত হাদীছের সত্যতা আছে কি?

-আলতাফ হোসেন মুকুল
হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য বানাওয়াট। যেমন গর্ভধারণের ফযীলত হিসাবে বর্ণিত হয়েছে যে, 'গর্ভধারিণী নারী ছিয়াম পালন কারিনী ও আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ কারীর সমান নেকী অর্জন করে'। উক্ত হাদীছ জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৫৫)*।

প্রশ্ন (১৩/১৭৩) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, শুক্রবার আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির কাজ একত্রে জমা হয়েছিল বলে এই দিনটিকে জুম'আ বলা হয়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-তোফায়েল, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। ইবনু কাছীর বলেন, মুসলিমরা প্রতি সপ্তাহে এই দিনে মসজিদে একত্রিত হয়ে থাকে বলে জুম'আ নামকরণ করা হয়েছে *(ইবনু কাছীর ৮/১১৯)*। কেননা ইতিপূর্বে আরবরা এদিনটিকে 'আরূবা' (العروبة) বলত।

প্রশ্ন (১৪/১৭৪) : আমরা দুইভাই নওমুসলিম। আমি নিঃসন্তান। আমার মৃত্যুর পর রেখে যাওয়া সম্পদে স্ত্রী, ভাই, মা ও বোনদ্বয় অংশ পাবে কি?

-আব্দুল্লাহ, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : তারা সবাই অমুসলিম হ'লে কেউ ওয়ারিছ হবে না *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩০৪৩)*। আর যদি মুসলিম হয়, তাহ'লে আপনার মোট সম্পদকে ২৪ দিয়ে ভাগ করে ৬ ভাগ পাবে স্ত্রী, মা ৪ ভাগ এবং বাকী ১৪ থেকে ভাই পাবে ৭ ভাগ আর দু'বোন সাড়ে তিন করে ৭ ভাগ পাবে।

প্রশ্ন (১৫/১৭৫) : ইসলামী ব্যাংকে নিছাব পরিমাণ টাকা ৫ বছর মেয়াদের জন্য রাখা হয়েছে। উক্ত অর্থের লভ্যাংশই পরিবারের একমাত্র উপার্জনের মাধ্যম। এক্ষণে যাকাত কি মূল অর্থ না লভ্যাংশসহ মোট অর্থের উপর দিতে হবে?

-ফারুক, উপশহর, রাজশাহী।

উত্তর : প্রথমতঃ টাকা ব্যাংকে রেখে লভ্যাংশ ভোগ করা যাবে না। কারণ উক্ত লভ্যাংশ সূদের অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসায় যুক্ত মূল টাকার সাথে লভ্যাংশ যদি একত্রিত হয়, আর একবছর গচ্ছিত থাকে, তাহ'লে লভ্যাংশসহ যাকাত দিতে হবে। অথবা খরচ করার পর লভ্যাংশের যে পরিমাণ অর্থ মূল টাকার সাথে গচ্ছিত থাকবে, তার যাকাত দিতে হবে। আর প্রতি মাসে লভ্যাংশ খরচ হয়ে গেলে তার যাকাত দিতে হবে না। কেবল মূল টাকার যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন (১৬/১৭৬) : জনৈক আলেম সূরা মায়েদাহ ৩৩ আয়াত এবং আবুদাঊদ হা/৪৩৫৩ উল্লেখ করে ৪ প্রকার দণ্ডের কথা উল্লেখ করেন। আমরা জানি মুরতাদের শাস্তি কেবল মৃত্যুদণ্ড। এক্ষণে এ ব্যাপারে সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শায়খুল ইসলাম, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা।

উত্তর : মুরতাদের জন্য একমাত্র শাস্তি হ'ল মৃত্যুদণ্ড। রাসূল (ছাঃ)-এর বলেন, مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ 'যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীনকে পরিবর্তন করল, তাকে হত্যা কর *(বুখারী হা/৩০১৭, মুসলিম হা/১৭৭৬; মিশকাত হা/৩৫৩৩)*। তবে অবশ্যই তা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইসলামী রাষ্ট্রীয় আদালতের মাধ্যমেই বাস্তবায়ন হবে। যে কেউ বাস্তবায়ন করতে পারবে না। আল্লাহ বলেন, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর তাঁর রাসূলের ও তোমাদের মধ্যকার শাসন কর্তৃপক্ষের'...*(নিসা ৪/৫৯)*। সূরা মায়েদার ৩৩ নম্বর আয়াতে মুসলিমদের মধ্য হ'তে ডাকাত, ছিনতাইকারী প্রভৃতি সমাজবিরোধী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। জমহূর মুফাসসিরগণ এ ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন। পরবর্তী ৩৪ নং আয়াত থেকেই তা স্পষ্ট বুঝা যায়। আবূদাঊদে বর্ণিত হাদীছটিও একই অর্থবোধক।

প্রশ্ন (১৭/১৭৭) : জনৈক আলেম বললেন, সমস্ত মাখলূক আল্লাহ্র পরিবারের ন্যায়। অর্থাৎ তার সন্তানতুল্য। উক্ত হাদীছের সঠিক ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এস. এম. ইসলাম

সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফাহ হা/১৯০০, মিশকাত হা/৪৯৯৯)*। এখানে عِيَالُ اللهِ 'আল্লাহ্র পরিবার' বলতে সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্র প্রতিপালন বুঝানো হয়েছে। যেভাবে পিতা-মাতা তার সন্তানদের প্রতিপালন করে থাকেন। 'আল্লাহ্র পরিবার' কথাটি এখানে গৌণ অর্থে এসেছে, প্রকৃত অর্থে নয়। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, কুরআনের ধারকগণ আল্লাহ্র আপনজন ও তাঁর খাছ বান্দা *(আহমাদ হা/১২৩১৪, ইবনু মাজাহ হা/২১৫ সনদ ছহীহ)*। এখানে আল্লাহ্র আপনজন বলতে কুরআনের হাফেয ও তার একনিষ্ঠ অনুসারী আল্লাহ্র বন্ধুদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন (১৮/১৭৮) : জনৈকা মহিলা তার স্বামীকে তালাক দিয়ে কাউকে না জানিয়ে অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। এরূপ তালাক ও বিবাহ শরী'আত সম্মত হয়েছে কি?

-আবুল কালাম

আলিপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : হয়নি। কেননা স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে না। বরং স্বামীর নিকট থেকে 'খোলা' করে নিতে পারে। বৈধ অভিভাবকের মাধ্যমে স্বামীকে জানিয়ে 'খোলা' করে একমাসের ইদ্দত গণনা শেষে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে *(বুখারী হা/৫২৭৩, মিশকাত হা/৩২৭৪, আবুদাঊদ হা/২২২৯-৩০)*। মহিলা তার বৈধ অভিভাবককে না জানিয়ে বিবাহ করলে, তা বাতিল বলে গণ্য হবে *(আবূদাঊদ হা/২০৮৩, ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৯)*। অতএব দ্রুত বিচ্ছিন্ন হয়ে তওবা করতে হবে।

প্রশ্ন (১৯/১৭৯) : কোন কোন দেশে ৬ মাস রাত ও ৬ মাস দিন। তাহ'লে সেদেশের মানুষ কিভাবে ছালাত ছিয়াম পালন করবে?

-হামীদুল ইসলাম, টাঙ্গাইল।

উত্তর : রাত-দিন হিসাবে ২৪ ঘণ্টার সময় ভাগ করে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশের সাথে মিলিয়ে ছালাত ও ছিয়াম পালন করবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা দিনে ও রাতে মোট ৫ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। এছাড়া দাজ্জালের আবির্ভাবের সময়ে তার প্রথম দিন বর্তমানের এক বছরের সমান, দ্বিতীয় দিন একমাসের, এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। বাকী ৩৭ দিন বর্তমানের দিনের সমান হবে মর্মে রাসূল (ছাঃ) হাদীছ বর্ণনা করলে ছাহাবীগণ সেদিনের ছালাত কিভাবে পড়তে হবে তা জানতে চাইলে তিনি উক্ত সমাধান প্রদান

করেন *(মুসলিম হা/২৯৩৭, তিরমিযী হা/২২৪০, আবুদাঊদ হা/৪৩২১)*। তবে সম্পূর্ণরূপে কোন দেশই এর আওতায় পড়ে না। যেমন কানাডা, আইসল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের উত্তরাংশে এরূপ অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়।

প্রশ্ন (২০/১৮০) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, ছাহাবীগণ দাওয়াতী কাজের জন্য দীর্ঘ সফরে বের হতেন। আর এখান থেকেই ইলিয়াসী তাবলীগের নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-তামীমুল ইসলাম, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীগণকে সঠিক ইসলামী তা'লীম দিয়ে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করতেন। পক্ষান্তরে প্রচলিত তাবলীগে স্বপ্নে পাওয়া মিথ্যা কল্প-কাহিনী দিয়ে লোকদের প্রেরণ করা হয়। রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের দাওয়াতে তিন দিন বা চল্লিশ দিনকে ফরয করে নেয়ার কোন বানোয়াট পদ্ধতি ছিল না। ছাহাবীগণের দাওয়াতে কোন বানাওয়াট হাদীছ আর শির্ক-বিদ'আত মিশ্রিত মিথ্যা কাহিনী ছিল না। উক্ত দলটির কার্যক্রম রাসূল (ছাঃ) নির্দেশিত সেই দলের সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ, যাদের থেকে দূরে থাকার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, শেষ যামানায় একদল মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, যারা এমনসব হাদীছ শুনাবে, যা কখনোই তোমরা বা তোমাদের বাপ-দাদারা শুনেননি। তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকো। যেন তারা তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে না পারে ও ফিৎনায় ফেলতে না পারে' *(মুসলিম হা/৭; মিশকাত হা/১৫৪)*। অতএব আল্লাহভীরু ও বিজ্ঞ দাঈদের কর্তব্য হ'ল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গঠনের প্রতি জনগণকে দাওয়াত দেয়া। দ্বিতীয়তঃ যাবতীয় কুসংস্কার ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মানুষকে সাবধান করা।

প্রশ্ন (২১/১৮১) : রাসূল (ছাঃ)-এর বংশতালিকা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আশরাফুল ইসলাম
চাপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর বংশধারাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। ১ম ভাগে মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'তে ঊর্ধ্বতন পুরুষ আদনান পর্যন্ত ২২টি স্তর। যে ব্যাপারে কারু কোন মতভেদ নেই। এর উপরে ২য় ভাগে আদনান থেকে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত ৪১টি স্তর এবং তার উপরে তৃতীয় ভাগে ইবরাহীম (আঃ) হ'তে আদম (আঃ) পর্যন্ত ১৯টি স্তর। যেখানে নাম ও স্তরের ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এখানে আদনান পর্যন্ত বংশধারা উল্লেখ করা হ'ল, যাতে সবাই একমত।- (১) মুহাম্মাদ বিন (২) আব্দুল্লাহ বিন (৩) আব্দুল মুত্ত্বালিব বিন (৪) হাশেম বিন (৫) আবদে মানাফ বিন (৬) কুছাই বিন (৭) কিলাব বিন (৮) মুররাহ বিন (৯) কা'ব বিন (১০) লুওয়াই বিন (১১) গালিব বিন (১২) ফিহ্র (লকব কুরায়েশ) বিন (১৩) মালেক বিন (১৪) নাযার বিন (১৫) কিনানাহ বিন (১৬) খুযায়মা বিন (১৭) মুদরেকাহ বিন (১৮) ইলিয়াস বিন (১৯) মুযার বিন (২০) নাযার বিন (২১) মা'দ বিন (২২) আদনান *(বুখারী, মানাক্বিবুল আনছার অধ্যায়, ২৮ অনুচ্ছেদ)*। এর মধ্যে পরদাদা হাশেম-এর নামে হাশেমী গোত্র এবং দ্বাদশতম পুরুষ ফিহ্র যার উপাধি ছিল কুরায়েশ, তার নামানুসারে কুরায়েশ বংশ প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় বংশ সম্পর্কে বলেন, 'আল্লাহ ইবরাহীমের সন্তানগণের মধ্য থেকে ইসমাঈলকে বেছে নিয়েছেন। অতঃপর ইসমাঈলের সন্তানগণের মধ্য থেকে বনু কিনানাহকে বেছে নিয়েছেন। অতঃপর বনু কিনানাহ থেকে কুরায়েশ বংশকে বেছে নিয়েছেন। অতঃপর কুরায়েশ থেকে বনু হাশেমকে এবং বনু হাশেম থেকে আমাকে বেছে নিয়েছেন *(মুসলিম হা/২২৭৬, মিশকাত হা/৫৭৪০)*। *(বিস্তারিত দ্রঃ আর-রাহীকুল মাকতূম পৃঃ ৭৪)*।

প্রশ্ন (২২/১৮২) : সূরা নিসা ১১৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ফরীদ, গাযীপুর, ঢাকা।

উত্তর : অনুবাদ : 'তারা (মক্কার মুশরিকরা) আল্লাহকে ছেড়ে শুধু কতকগুলো দেবীরই পূজা করে, তারা কেবল আল্লাহদ্রোহী শয়তানের পূজা করে *(নিসা ১১৭)*। এ আয়াতে বর্ণিত 'ইনাছা' শব্দের ব্যাখ্যায় ছাহাবী উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, مَعَ كُلِّ صَنَمٍ جِنِّيَّةٌ প্রত্যেক মূর্তির সাথে একজন করে মাদী জিন থাকে *(আহমাদ হা/২১২৬৯, সনদ হাসান)*। অতএব উক্ত আয়াতে তাদের দেবীদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাছাড়া আরবদের সকল দেব-প্রতিমা নারীদের নামেই ছিল।

প্রশ্ন (২৩/১৮৩) : ছালাতের মধ্যে ওযূ ভেঙ্গে গেলে, ছালাত ছেড়ে দিয়ে বাইরে এসে পুনরায় ওযূ করতে হবে কি? না ওযূবিহীন অবস্থায় ছালাত শেষ করলে পরে তা আদায় করতে হবে কি?

-রবীউল ইসলাম
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : ছালাত ছেড়ে দিয়ে পুনরায় ওযূ করে শুরু থেকে পূর্ণ ছালাত আদায় করতে হবে *(মুসলিম হা/৩৬২; মিশকাত হা/৩০৬)*।

প্রশ্ন (২৪/১৮৪) : ভাটা মালিকরা ভাটা চালু হবার ৪ মাস পূর্বে জনগণের কাছে অগ্রিম ইট বিক্রয় করে। ইট যখন বের হয় তখন ক্রেতাদেরকে ইট সরবরাহ করে। এতে ইটের দাম প্রতি হাযারে তিন হাযার টাকা কম লাগে। এই ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে কি?

-রবীউল ইসলাম, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : এভাবে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। ইসলামী শরী'আতের ভাষায় এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কে বাইয়ে সালাম বা বাইয়ে সালাফ বলা হয় *(আবুদাঊদ হা/৩৪৬৪, তিরমিযী হা/১৩১১)*। যার পদ্ধতি হ'ল, পণ্যের অনুপস্থিতিতে মূল্য গ্রহণ করে পরবর্তীতে নির্দিষ্ট সময়ে কোন প্রকার অস্পষ্টতা ছাড়া চুক্তিভিত্তিক সুনির্দিষ্ট ধরণ ও প্রকারের পণ্য সরবরাহ করা।

প্রশ্ন (২৫/১৮৫) : বৈমাত্রেয় বোনের নাতনীকে বিবাহ করা যাবে কি? দুই সন্তানের জনক এমন বিবাহিত দম্পতির ক্ষেত্রে করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কাপাসিয়া, গাযীপুর।

উত্তর : বৈমাত্রেয় বোনের নাতনীকে বিবাহ করা হারাম। কারণ সে মাহরামের অন্তর্ভুক্ত *(নিসা ৪/২৩)*। এছাড়া সহোদরা, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন, তাদের কন্যা এবং এ ধারাগুলি যত নিম্নের হউক না কেন তাদের বিয়ে করা হারাম *(তাফসীর ফৎহুল ক্বাদীর ১/৪৪৫; কুরতুবী ৫-৬/৭১; ফৎহুল বারী ৯/১৯২)*। অজ্ঞতাবশতঃ এরূপ করে থাকলে উক্ত বিবাহ বিচ্ছেদ হবে। এ ক্ষেত্রে মেয়েটি মোহর পাবে। সন্তান তাদেরই সন্তান বলে গণ্য হবে। যদি তারা জেনে বুঝে এরূপ কাজ করে থাকে, তাহ'লে তাদের সন্তানরা জারজ সন্তান এবং অপরাধটিও হত্যাযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে *(আবূদাঊদ হা/৪৪৫৭, নাসাঈ হা/৩৩৩২)*। তবে তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের *(নিসা ৪/৫৯)*।

প্রশ্ন (২৬/১৮৬) : জৈবিক চাহিদা কমে গেলে তা বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত ঔষধ পাওয়া যায় সেগুলি সেবন করা শরী'আত সম্মত কি?

-আশিক
তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : স্বাভাবিক ও সুস্থ মানুষের জন্য এসব সেবন করা হারাম। তাছাড়া এগুলি স্বাস্থ্যের জন্য চরম ক্ষতিকর। রাসূল (ছাঃ) জৈবিক চাহিদাকে অবদমিত রাখতে যুবকদের নফল ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮০)*। অতএব এই চাহিদা বৃদ্ধির জন্য কোন কিছু সেবন বা ব্যবহার করা আদৌ শরী'আতসম্মত নয়। বরং এগুলি সমাজে যেনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ।

প্রশ্ন (২৭/১৮৭) : স্ত্রী স্বামীর ভাইদের সাথে পর্দার মধ্যে থেকে গল্প-গুজব ও খাদ্য পরিবেশন করতে পারবে কি? এছাড়া তাদের সাথে ভ্রমণ করার অনুমতি শরী'আতে আছে কি?

-নাজমুল হক,
আদিতমারী, লালমণিরহাট।

উত্তর : গল্প-গুজব নয়; বরং পর্দার মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় কথা বলতে পারবে এবং খাদ্য পরিবেশনও করতে পারবে। কিন্তু তা যেন নির্জনে না হয়। ফেতনায় পড়ার সম্ভাবনা থাকলে এগুলো থেকেও বিরত থাকা আবশ্যক। আর মাহরাম ছাড়া অন্য কারো সাথে ভ্রমণ বা সফর করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ *(বুখারী হা/৩০০৬; মুসলিম হা/১৩৪১; মিশকাত হা/২৫১৩)*।

প্রশ্ন (২৮/১৮৮) : ছালাতে কোন কোন সময় চোখ বন্ধ রাখলে মনোযোগ বিঘ্ন হওয়া থেকে বাঁচা যায়। এক্ষণে চোখ বন্ধ রেখে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুল মুমিন
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর

উত্তর : ছালাতের সময় সিজদার দিকে তাকিয়ে থাকাই সুন্নাত *(হাকেম হা/১৭৬১, আলবানী, ছিফাতু ছালা-তিন্নবী পৃঃ ৬৯)*। তবে ছালাতের খুশু-খুযূ বিনষ্টকারী কোন বস্তু কিবলার দিকে থাকলে কিংবা কোন কারণবশতঃ সাময়িকভাবে চোখ বন্ধ রাখা যেতে পারে। কেননা ছালাতে খুশু-খুযূ বজায় রাখার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হও বিনীতভাবে' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। তিনি বলেন, ঐ সকল মুমিন সফলকাম, যারা ছালাতে বিনয়াবনত' *(মুমিনূন ২৩/১-২)*। তবে সর্বাবস্থায় চোখ বন্ধ রেখে ছালাত আদায় করা সিদ্ধ নয়।

প্রশ্ন (২৯/১৮৯) : সম্প্রতি 'মিলাদ ও কিয়ামের অকাট্য প্রমাণ' নামে জনৈক মুফতী একটি বই বের করেছেন। সেখানে আপনাদের প্রকাশিত 'মীলাদ প্রসঙ্গ' বইয়ের ও তার বিজ্ঞ লেখকের বিরুদ্ধে অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ করা হয়েছে। উক্ত বইয়ে কুরআন-হাদীছের মাধ্যমে মীলাদ-কিয়াম প্রমাণ করা হয়েছে। তাতে মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আপনাদের বক্তব্য কি?

-আব্দুল্লাহ
পাটগ্রাম, লালমণিরহাট।

উত্তর : ৪৪ পৃষ্ঠার উক্ত বইটি আমাদের কাছে পৌঁছেছে। গালি-গালাজের বিষয়টি আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি এবং আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দিচ্ছি। বইয়ে বর্ণিত প্রমাণগুলি অতীব ভ্রমাত্মক। কেননা প্রচলিত মীলাদের আবিষ্কারই হয়েছে ৬০৫ মতান্তরে ৬২৫ হিজরীতে। যা বিদ'আত হওয়ার ব্যাপারে চার মাযহাবের প্রায় সকল বিদ্বান একমত। এমনকি উপমহাদেশের মুজাদ্দিদে আলফে ছানী, আল্লামা হায়াত সিন্ধী, রশীদ আহমাদ গাংগোহী, আশরাফ আলী থানভী, মাহমূদুল হাসান দেউবন্দী, আহমাদ আলী সাহারানপুরী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম সকলে এক বাক্যে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানকে বিদ'আত ও গুনাহের কাজ বলেছেন। সেখানে বর্তমান যুগের কিছু লোক মীলাদকে প্রকারান্তরে ফরয (?) প্রমাণ করার জন্য গলদঘর্ম হচ্ছেন। যেমন উক্ত বইয়ে কুরআন থেকে মীলাদের পক্ষে ৮টি ও কিয়ামের পক্ষে ৪টি আয়াত ও আয়াতাংশ পেশ করা হয়েছে। যথাক্রমে মীলাদের পক্ষে ৩/১৬৪, ৩৩/৯, ৯৩/১১, ৯/১২৮, ৯৪/৪, ৬১/৬, ১০/৫৮ এবং কিয়ামের পক্ষে ৪৮/৯, ৯৪/৪, ৩/১৯১, ২/১১৪। এছাড়াও তিনি প্রমাণ পেশ করতে চেয়েছেন যে, (১) ফেরেশতাগণ (২) পূর্বের নবী-রাসূলগণ (৩) আমাদের নবী স্বয়ং (৪) খুলাফায়ে রাশেদীন (৫) ছাহাবায়ে কেরাম এবং (৬) ইমাম ও মুজতাহিদগণ সকলে মীলাদ করেছেন বা তার পক্ষে ফৎওয়া দিয়েছেন।

বস্তুতঃ এগুলি সবই কুরআন ও হাদীছের অপব্যাখ্যা বৈ কিছুই নয়। রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনীই বড় প্রমাণ যে, সেযুগে মীলাদ-কিয়ামের কোন অস্তিত্ব ছিল না। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের সময়ে যেসব বিষয় 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত ছিল না, বর্তমান কালেও তা 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি ধর্মের নামে ইসলামে কোন নতুন প্রথা চালু করল, অতঃপর তাকে ভাল কাজ বা 'বিদ'আতে হাসানাহ' বলে রায় দিল, সে ধারণা করে নিল যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন' *(আল-ইনছাফ, পৃঃ ৩২)*।

প্রশ্ন (৩০/১৯০) : রামাযান মাসে ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে তার কাফফারা কি? রামাযানের বাইরে ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলেও কি কাফফারা ওয়াজিব? মিসকীনকে খাদ্য দানের পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত ছিয়াম কাযা আদায় করতে হবে এবং কাফফারা দিতে হবে। তা হ'ল, ১- একজন দাস মুক্ত করবে। এতে তার সামর্থ্য না থাকলে ২- দু'মাস একটানা ছিয়াম পালন করবে। তাতেও সক্ষম না হলে ৩- ষাটজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য দান করবে *(বুখারী হা/১৯৩৬; মুসলিম হা/১১১১; মিশকাত হা/২০০৪ 'ছওম' অধ্যায়)*। রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব নয়। কেননা তা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। উপরোক্ত দলীলে শুধুমাত্র রামাযান মাসকে খাছ করা হয়েছে। মিসকীনকে খাদ্য দানের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। ১- খাদ্য রান্না করে ষাট জন মিসকীনকে এক ওয়াক্ত খাওয়াবে। অথবা ২- প্রত্যেক মিসকীনকে দৈনিক আধা ছা' অর্থাৎ সোয়া এক কেজি করে চাউল দান করবে *(বুখারী হা/১৮১৬)*।

প্রশ্ন (৩১/১৯১) : তাওহীদে আসমা ওয়াস ছিফাত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার উপকারিতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুঈনুল হক
হরিহরা, পাকুড়, ভারত।

উত্তর : আল্লাহ্‌র একত্ব সম্পর্কে জানার জন্য যে তিন প্রকার তাওহীদ সম্পর্কে জানা আবশ্যক তার মধ্যে তাওহীদে আসমা ওয়াছ ছিফাত অন্যতম। এর অর্থ আল্লাহ্‌র নামসমূহ ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। যার মাধ্যমে মানুষ বিবিধ কল্যাণ লাভ করতে পারে। যেমন- ১-মানুষ যখন আল্লাহ্‌কে 'রাযযাক' বা একমাত্র রিযিকদাতা বলে বিশ্বাস করে, তখন সে রুযী নিয়ে চিন্তিত হয় না। ২- মানুষ যখন জানবে যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। তখন মানুষ শিরকমুক্তভাবে ইবাদত করবে। ৩- মানুষ যখন জানবে যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। তখন স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌র প্রতি তার ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। ৪- মানুষ যখন জানবে যে, আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা, তখন সে কোন অন্যায় কাজ করতে ভয় পাবে। ৫- মানুষ যখন জানবে যে, আল্লাহ হায়াত ও মউতের মালিক, তিনি সন্তানদাতা এবং রোগ ও আরোগ্যদাতা, তখন সে এসব নিয়ে কোনরূপ দুশ্চিন্তায় ভুগবে না। এভাবে মানুষ যখন আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জানবে তখন সে বুঝতে পারবে যে, তার জন্য এসব কিছু শোভা পায় না। মনে রাখা অবশ্যক যে, অধিকাংশ বাতিল ফেরকারই জন্ম হয়েছে এই তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে। একই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে অনেক তাফসীরবিদ তাদের তাফসীর গ্রন্থসমূহে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে অবমাননাকর ও ঈমানবিধ্বংসী আকীদাসমূহ প্রচার করেছেন।

প্রশ্ন (৩২/১৯২) : বর্তমানে অধিকাংশ বক্তা ওয়াযকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে অর্থ উপার্জনে লিপ্ত হয়েছেন। এরূপ করা কি শরী'আতসম্মত?

-মুহাম্মাদ রহমতুল্লাহ
রাজপাট, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : ওয়াযকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আলেমগণ নবীদের ওয়ারিছ *(আবুদাঊদ হা/৩৬৪১, ইবনু মাজাহ হা/২২৩)*। ওয়াযের উদ্দেশ্য হবে দ্বীনের দাওয়াত মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়া। কোন নবীই এলাহী দাওয়াতের বিপরীতে মানুষের নিকট থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করেননি। বরং তারা সকলেই বলেছেন আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান কেবল বিশ্বপালকের কাছেই রয়েছে' *(শো'আরা ২৬/১০৯; সাবা ৩৪/৪৭; যুমার ৩৯/৮৬)* অতএব প্রত্যেক আলেমের কর্তব্য হ'ল সাধ্যমত মানুষকে বিনা পারিশ্রমিকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করা এবং উপার্জনের জন্য ভিন্ন কোন বৈধ পথ তালাশ করা।

এক্ষণে যদি কোন আলেম কেবল দাওয়াতের জন্য নিযুক্ত হন, তাহ'লে তার বিনিময়ে পারিতোষিক গ্রহণ করা শরী'আতসম্মত হবে। যেমন অন্য সকল কাজে নিযুক্তির বেলায় হয়ে থাকে। নিজের এলাকা ব্যতীত অন্য এলাকায় দাওয়াতের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। তাঁর জন্য ভদ্রোচিত যাতায়াত খরচ এবং সম্মানী গ্রহণ করা জায়েয। তবে এ ব্যাপারে তাক্বওয়া, পরহেযগারিতা এবং উন্নত মর্যাদাবোধকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোনরূপ ব্যবসায়িক মনোভাব দেখা দিলে নেকী থেকে বঞ্চিত হ'তে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যাকে আমরা কোন কাজে নিযুক্ত করি, তার রিযিকের ব্যবস্থাও করে থাকি। তার বাইরে নিলে সেটা খেয়ানতে পরিণত হবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৪৮)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৯৩) : সন্তানের নাম রাখার ব্যাপারে শরী'আতের কোন দিক-নির্দেশনা আছে কি? আমার 'বিপ্লব' নামের ব্যাপারে কোন পরামর্শ আছে কি?

-কামরুল ইসলাম বিপ্লব
মালে, মালদ্বীপ।

উত্তর : সন্তানদের সুন্দর নাম রাখার ব্যাপারে শরী'আতে দিক নির্দেশনা আছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক প্রিয় নাম হলো আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান *(বুখারী হা/৪৯৪৯)*। রাসূল (ছাঃ) মন্দ নাম পরিবর্তন করে দিতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৭৭৪; ছহীহাহ হা/২০৭-৯)*। অমুসলিমদের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও শিরক-বিদ'আতযুক্ত নাম বা ডাকনাম রাখা যাবে না। তাছাড়া অনারবদের জন্য আরবী ভাষায় নাম রাখা উচিৎ। কেননা অনারব দেশে এটাই মুসলিম ও অমুসলিমের নামের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। আজকাল এ পার্থক্য ঘুচিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। তাই নাম রাখার আগে সচেতন ও যোগ্য আলেমের কাছে পরামর্শ নিতে হবে। আপনার 'বিপ্লব' নামটি বাংলা নাম। এতে আপনার ধর্মীয় পরিচয় নেই বিধায় পরিবর্তনযোগ্য *(বিস্তারিত দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী ও আকীকা' বই)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৯৪) : ফজর, মাগরিব এবং এশার ক্বাযা ছালাত অন্য সময় পড়লে সেখানে ক্বিরাআত সরবে না নিরবে পড়তে হবে। ক্বাযা ছালাতের একামত দিতে হবে কি?

-আলী হাসান
বড়ইকান্দী, সারিয়াকান্দী, বগুড়া।

উত্তর : জেহরী ছালাতের ক্বাযা আদায়ের সময় জামা'আতবদ্ধ ভাবে হ'লে সরবে এবং একাকী হলে নিরবে পড়াই উত্তম। এ সময় ইক্বামত দিতে হবে *(মুসলিম হা/৬৮০, আবুদাউদ হা/৪৩৫)*।

প্রশ্ন (৩৫/১৯৫) : বর্তমানে অনেক মসজিদে সতর্কতার জন্য ফজরের আযান ছুবহে ছাদিকের পূর্বে দেওয়া হয়। এরূপ করা জায়েয হবে কি? উক্ত আযানে ছালাত আদায় করা শুদ্ধ হবে কি?

-আলমগীর, বাড্ডা, টাংগাইল।

উত্তর : শরী'আত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আযান দিলে তা ছালাতের আযান বলে গৃহীত হবে না; বরং ছালাতের সময় হ'লে পুনরায় আযান দিতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই ছালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফরয করা হয়েছে' *(নিসা ১০৩)*। তবে পুনরায় আযান না দিয়ে ছালাত আদায় করলেও তা শুদ্ধ হবে। কিন্তু আযান যেহেতু ফরযে কেফায়াহ, সেহেতু তা অনাদায় থেকে যাওয়ার গোনাহ উক্ত মসজিদের মুছল্লীদের সকলের উপরে বর্তাবে *(আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-জাবরীন, আহকামুল আযান, পৃঃ ১৭-১৮)*। উল্লেখ্য যে, ওয়াক্তের পূর্বে আযান দেওয়া যাবে না, এ মর্মে সকল বিদ্বান একমত। তবে ফজরের আযান ওয়াক্তের পূর্বে দেওয়া যাবে বলে ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহমাদ, আবু ইউসুফ প্রমুখ বিদ্বানগণ মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ ফজরের পূর্বে আযান দিলে ওয়াক্ত হওয়ার পরে তা পুনরায় দিতে হবে না। বরং ওয়াক্তের পূর্বে দেওয়া আযানই যথেষ্ট হবে। তাঁদের দলীল হ'ল বেলাল (রাঃ)-এর সাহারী ও তাহাজ্জুদের আযান এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-এর ফজরের আযান দেওয়া প্রসঙ্গে বুখারী, নাসাঈ প্রভৃতিতে বর্ণিত হাদীছ। যেখানে বলা হয়েছে, উভয় আযানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল খুবই কম। একজন নামতেন, অন্যজন উঠতেন *(মুসলিম হা/১০৯২; মির'আত ২/৩৮০)*। ইমাম নববী বলেন, 'বিদ্বানগণ এর অর্থ করেছেন এই মর্মে যে, বেলাল ছুবহে ছাদিক-এর পূর্বেই আযান দিতেন। অতঃপর ফজর উদিত হওয়ার পর মিনার থেকে অবতরণ করে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমকে জাগাতেন। অতঃপর ইবনে উম্মে মাকতূম পেশাব-পায়খানা, ওযূ-গোসল সেরে এসে ফজরের ওয়াক্তের শুরুতেই আযান দিতেন' *(তানক্বীহ শরহ মিশকাত ১/১৩০ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬ হা/৬৮০-এর ব্যাখ্যা)*। ছাহেবে মির'আত বলেন ফজরের আযান ওয়াক্তের সামান্য পূর্বে (بِزَمَانٍ يَسِيْرٍ) দেওয়া যেতে পারে এবং তা পুনরায় দেওয়া ওয়াজিব নয়' *(মির'আত ২/৩৮২)*। তবে এ বিষয়ে আবুদাঊদে বর্ণিত হাদীছই যথেষ্ট বলে অনুমিত হয়। যেখানে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেলালকে নির্দেশ দেন যে, لاَ تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِيْنَ لَكَ الْفَجْرُ هٰكَذَا، وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا 'তুমি আযান দিয়ো না যতক্ষণ না তোমার নিকটে ফজর স্পষ্ট হয়ে যায়। এ বলে তিনি স্বীয় দুই হাত বিস্তৃত করে দেখালেন' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫০০; নায়লুল আওত্বার ২/১১৮ পৃঃ)*। অতএব ফজরসহ সকল ছালাতের ওয়াক্তের পরেই আযান দেওয়া কর্তব্য, পূর্বে নয়।

প্রশ্ন (৩৬/১৯৬) : কোন ব্যক্তি বিবাহের পর সহবাসের পূর্বে মারা গেলে উক্ত স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে কি?

-নযরুল ইসলাম
পাইকপাড়া, কুষ্টিয়া।

উত্তর : উক্ত স্ত্রীকে শোক পালনের জন্য শরী'আত নির্ধারিত সময় ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে *(বাক্বারাহ ২৩৪)*। তা সহবাসের পূর্বে বা পরে হউক তাতে কোন পার্থক্য নেই *(বুখারী ৮০৩ পৃঃ)*। উক্ত স্ত্রী তার মোহর পাবে এবং স্বামীর সম্পদের ওয়ারিছ হবে। কারণ স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন মারা গেলে বিবাহের সম্পর্ক ছিন্ন হয়না যতক্ষণ না সেই স্ত্রী ইদ্দত পালনের পর অন্যত্র বিবাহিতা হয় *(মাজমু'আ ফাতাওয়া, শেখ ছালেহ আল-ফাওযান ২/৬২৮)*। তবে সহবাসের পূর্বে স্বামী তালাক দিলে সেই স্ত্রীর জন্য কোন ইদ্দত নেই *(আহযাব ৪৯)*।

প্রশ্ন (৩৭/১৯৭) : হাত উঁচু করে ইশারার মাধ্যমে সালাম দেওয়া বা নেওয়া যাবে কি?

-নো'মান, পোরশা, নওগাঁ।

উত্তর : স্বাভাবিক অবস্থায় হাত উঁচু করে ইশারায় সালাম দেয়া যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা ইহুদী-নাছারাদের ন্যায় সালাম বিনিময় করো না। তারা হাত, মাথা এবং ইশারার মাধ্যমে সালাম বিনিময় করে থাকে *(নাসাঈ, সুনানুল কুবরা, ছহীহাহ হা/১৭৮৩)*। তবে দূরবর্তিতার কারণে অথবা কেউ বধির হলে সেক্ষেত্রে মুখে সালামের শব্দগুলি উচ্চারণপূর্বক হাত দ্বারা ইশারার মাধ্যমে সালাম বিনিময় করা যাবে *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০৪৭, আলবানী, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩৮/১৯৮) : জনৈক ব্যক্তি বললেন, সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ছালাত ও দো'আ রয়েছে। উক্ত ছালাত ও দো'আ সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুছ ছাদেক
সোনাপুর, বাংলা হিলি, জয়পুরহাট।

উত্তর : কেবল সম্পদ বৃদ্ধির জন্য নয়, বরং যে কোন বৈধ হাজত পূরণের জন্য দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব *(ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৫)*। এক্ষেত্রে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর সালাম ফিরানোর পূর্বে প্রয়োজনীয় বিষয়টির কথা নিয়তের মধ্যে এনে নিম্নোক্ত সারগর্ভ দো'আটি পাঠ করবেন- اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ– 'হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দিন ও আখেরাতে মঙ্গল দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হ'তে রক্ষা করুন'।

প্রশ্ন (৩৯/১৯৯) : আমি কিছু টাকা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করতে চাচ্ছি এই মর্মে যে, উক্ত ব্যাংক ও একটি মাদরাসার মধ্যে চুক্তি হবে যে, উক্ত অর্থের বার্ষিক লভ্যাংশ মাদ্রাসার শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে স্কলারশীপ হিসাবে দেওয়া হবে। এভাবে আমার মৃত্যুর পরও উক্ত অর্থ দিয়ে স্কলারশীপ প্রদান চলমান থাকবে। এক্ষণে বিষয়টি শরী'আত সম্মত হবে কি?

-শারমিন সুলতানা
ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর : বর্তমানে প্রচলিত কোন ব্যাংকই ১০০% সূদমুক্ত নয়। তাই এরূপ না করে বরং মূল অর্থ থেকে স্কলারশীপ প্রদান করতে হবে। কারণ সূদী কর্মকাণ্ডে সাহায্য করার মাধ্যমে উদ্দিষ্ট নেকীর বদলে গুনাহ অর্জিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ব্যতীত কবুল করেন না *(মুসলিম হা/ ১০১৫, মিশকাত হা/২৭৬০)*।

প্রশ্ন (৪০/২০০) : সম্প্রতি 'যুগে যুগে শয়তানের হামলা' নামে সশস্ত্র জিহাদে উদ্বুদ্ধ করে বাজারে বই ছাড়া হয়েছে। সেখানে আপনাদের প্রকাশিত কিছু বই যেখানে মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের বিপক্ষে বক্তব্য রয়েছে, তার তীব্র সমালোচনা করে আপনাদেরকে এ যুগের শয়তান, ইহুদীদের এজেন্ট ইত্যাদি বলা হয়েছে। অমনিভাবে ঢাকার মোহাম্মদপুর থেকে জনৈক তরুণ মুফতীর গরম গরম বক্তৃতায় ও লেখনীতে উৎসাহিত হয়ে অনেক আহলেহাদীছ ছেলে ঐ দলে ভিড়ে যাচ্ছে। তারা বলছে আপনারা ছহীহ হাদীছ মানেন ঠিক আছে, কিন্তু ইসলাম বিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন না। অনেকে বলছে, আপনাদের আক্বীদা ভাল, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য আপনাদের কোন পদক্ষেপ নেই। এ বিষয়ে আপনাদের জবাব কি?

-নাজমুল হাসান, লালবাগ, ঢাকা।

উত্তর : ভুয়া নাম ও ঠিকানা সম্বলিত সুদৃশ্য মলাটে মোড়ানো ২২৪ পৃষ্ঠার উক্ত বইটি সম্প্রতি আমাদের কাছে এসেছে। পুরো বইটিতে যে প্রচণ্ড হিংসা ও বিদ্বেষের বিষ ছড়ানো হয়েছে, তাতে পরিচয়হীন এই লেখকের অসৎ উদ্দেশ্য পরিষ্কার। যদিও তার লেখনীর মধ্যেই তার দাবীর বিরুদ্ধে জওয়াব বিদ্যমান। যেমন তিনি সূরা তওবা ৫ আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যে, ভূপৃষ্ঠের যেখানে মুশরিকদের পাও, তাদেরকে বধ কর, পাকড়াও কর' হারাম শরীফ ব্যতীত' *(পৃঃ ৯২)*। অতঃপর তিনি হাদীছ পেশ করে বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি গোটা মানব সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই...'। তিনি যেহেতু শেষনবী, অতএব এই নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে'। এরপর তিনি উপসংহার টেনে বলেছেন, আমরা উপরের কয়েকটি আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রথমে মক্কায় ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দেন। অতঃপর মদীনায় হিজরতের পর জিহাদ ও ক্বিতাল ফরয করে দেন। এই ফরয আদায়ের জন্য তিনি ও সাহাবাগণ আমরণ জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। এই জিহাদের মাধ্যমেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয় *(পৃঃ ৯৪)*। অর্থাৎ লেখকের দাবী মতে, এখন দেশের যেখানেই অমুসলিম পাবে, সেখানেই তাকে হত্যা করবে এবং এখুনি সেটা করতে হবে। আমরা যেহেতু সেটা করছি না, সেহেতু আমরা 'শয়তান' এবং 'ইহুদীদের এজেন্ট'। বস্তুতঃ সংস্কারমুখী আন্দোলনের কারণে ১৯৮০ সাল থেকেই আমাদের নেতৃবৃন্দ ঘরে-বাইরে এরূপ গালি খেয়ে আসছেন। যেহেতু আমরা এগুলি নই, তাই হাদীছ অনুযায়ী এগুলি অপবাদ দানকারীদের উপরেই বর্তাবে *(মুসলিম হা/৬০)*। শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ)-এর ভাষায় 'এসবই আহলেহাদীছ-এর বিরুদ্ধে বিদ'আতীদের ক্রোধাগ্নি ও হঠকারিতার বহিঃপ্রকাশ ব্যতীত কিছুই নয়' *(কিতাবুল গুনিয়াহ ১/৯০)*।

উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছে 'উক্বাতিলা' (পরস্পরে যুদ্ধ করা) বলা হয়েছে, 'আক্বতুলা' (হত্যা করা) বলা হয়নি। 'যুদ্ধ' দু'পক্ষে হয়। কিন্তু 'হত্যা' এক পক্ষ থেকে হয়। যেটা বোমাবাজির মাধ্যমে ক্বিতালপন্থীরা করতে চাচ্ছে। অত্র হাদীছে বুঝানো হয়েছে যে, কাফির-মুশরিকরা যুদ্ধ করতে এলে তোমরাও যুদ্ধ করবে। কিংবা তাদের মধ্যকার যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে। কিন্তু নিরস্ত্র, নিরপরাধ বা দুর্বলদের বিরুদ্ধে নয়। কাফির পেলেই তাকে হত্যা করবে সেটাও নয়। তাছাড়া উক্ত হাদীছে 'যারা কালেমার স্বীকৃতি দেবে, তাদের জান-মাল নিরাপদ থাকবে ইসলামের হক ব্যতীত এবং তাদের বিচারের ভার আল্লাহ্র উপর রইল' বলা হয়েছে। এতে স্পষ্ট যে, আমাদের দায়িত্ব মানুষের বাহ্যিক আমল দেখা। কারু অন্তর ফেড়ে দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়। অতএব সরকার যদি বাহ্যিকভাবে মুসলিম হয় এবং ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে অবস্থান না নেয়, তাহ'লে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের সুযোগ কোথায়?

আমরা বলি, লেখক যদি বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের দাবীতে সত্য হন, তাহ'লে তিনি নিজে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে জিহাদ ও ক্বিতালে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন না কেন? তার বীরত্ব দেখে অন্যেরাও ঝাঁপিয়ে পড়ত। সরকারও গদি ছেড়ে পালাতো। তিনিও সহজে ক্ষমতা দখল করে দ্বীন কায়েম করতে পারতেন! কেবল বইয়ের পাতা ও ইন্টারনেট গরম করে কি জিহাদ হয়? মূলতঃ জিহাদের নামে এই সকল অতি উৎসাহী মুফতীরা যে অর্থহীন হম্বি-তম্বি করে থাকেন, তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এই শ্রেণীর বায়বীয় আবেগপ্রবণ ব্যক্তিদের কাজে লাগিয়ে মুসলিম দেশগুলিতে জঙ্গীবাদ সৃষ্টি করছে আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী চক্র ও তাদের দোসররা। উল্লেখ্য যে, ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারের পূর্বে আমাদের প্রকাশিত 'দাওয়াত ও জিহাদ' বইয়ের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে ভুয়া নাম-ঠিকানাধারী জনৈক লেখক সশস্ত্র জিহাদ ও ক্বিতালের পক্ষে জোরালো বক্তব্য দিয়ে বই লিখে আমাদের মারকাযে পাঠিয়েছিলেন। বর্তমান তৎপরতা তারই ধারাবাহিকতা হওয়াটা বিচিত্র নয়।

জেনে রাখা উচিৎ যে, মানুষ হত্যা করা ইসলামের মিশন নয়। কোন নবী মানবহত্যার দায়িত্ব নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হননি। আল্লাহ প্রেরিত ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানবজাতিকে দুনিয়াবী কল্যাণের পথ দেখানো ও পারলৌকিক মুক্তির পথ প্রদর্শনই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। আর সে লক্ষ্য বাস্তবায়নেই তারা অত্যাচারী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন মূলতঃ আত্মরক্ষার জন্য এবং অন্যায়কে প্রতিরোধের জন্য। মুশরিকদের হত্যা করাই যদি আল্লাহ্র

নির্দেশ হ'ত, তাহ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কেন মদীনায় গিয়ে ইহুদীদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করলেন? কেন ইহুদী বালককে তাঁর বাড়ীতে গোলাম হিসাবে রাখলেন? এমনকি মৃত্যুকালেও খাদ্যের বিনিময়ে জনৈক ইহুদীর কাছে তাঁর বর্মটি বন্ধক ছিল। বস্তুতঃ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ব্যতীত অন্য কারু প্রতি অস্ত্র ধারণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনাদর্শই বাস্তব প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। অতএব জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ না করেই যারা চটকদার কথা বলে জিহাদের নামে জঙ্গীবাদকে উসকে দিচ্ছে, তারা ইসলামের বন্ধু তো নয়ই, বরং ইসলামের শত্রু এবং খারেজী চরমপন্থীদের দলভুক্ত। যাদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বহুপূর্বেই মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে গিয়েছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৯৪; মিশকাত (বঙ্গানুবাদ) হা/৫৬৪২)*।

২য় প্রশ্নের জবাব এই যে, রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেকই আমরা কোন মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ সমর্থন করি না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭১; মিশকাত (বঙ্গানুবাদ) ৭/২৩৩ পৃঃ, বিস্তারিত দ্রঃ 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' বই)*। ৩য় প্রশ্নের জবাব এই যে, নবীদের হেদায়াত অনুযায়ী মানুষের আক্বীদা ও আমল সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধনই আহলেহাদীছ আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র ইসলামী আইন ও বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য এ আন্দোলন সংঘবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্র ইচ্ছা হ'লে এর মাধ্যমেই একদিন 'খেলাফাত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত' প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। বড় কথা হ'ল অমুসলিম বা কপট মুসলিম সবাইকে যদি হত্যাই করে ফেলা হয়, তাহ'লে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে কোথায়? আমাদের রাসূল (ছাঃ) এসেছিলেন জগদ্বাসীর জন্য রহমত হিসাবে *(আম্বিয়া ১০৭)*। তিনি মানুষ হত্যার মাধ্যমে দ্বীন কায়েম করেননি; বরং কুরআন ও সুন্নাহ্র মাধ্যমে মানুষের আক্বীদা ও আমল সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করেছেন *(জুম'আ ২)*। আর তাদের হাতে গড়া সেই সোনার মানুষগুলোর মাধ্যমেই ইসলামের চূড়ান্ত সামাজিক বিপ্লব সাধিত হয়েছিল। আমরাও সে লক্ষ্যে সাধ্যমত আন্দোলন পরিচালনা করে যাচ্ছি।

জানা আবশ্যক যে, কেবল 'রাফঊল ইয়াদায়েন' করলেই তাকে 'আহলেহাদীছ' বলা হয় না। বরং ছহীহ আক্বীদা ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমলের মাধ্যমেই প্রকৃত 'আহলেহাদীছ' হওয়া যায়। অতএব আহলেহাদীছ তরুণরা সাবধান!

হাফেয আবশ্যক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর হেফয বিভাগের জন্য একজন অভিজ্ঞ হাফেয শিক্ষক আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীদেরকে স্বহস্তে লিখিত আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ নিম্নোক্ত ঠিকানায় আগামী ৫ই মার্চ' ১৩ তারিখের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

যোগাযোগ : অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস- সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৭৬১৩৭৮।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

(বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্ঘন্ট অনুসারে)

হিজরী ১৪৩৪ ॥ খৃষ্টাব্দ ২০১৩ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪১৯

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ ফেব্রুয়ারী	১৯ রবীঃ আউঃ	১৯ মাঘ	৫ঃ১৬	১২ঃ১৫	৩ঃ১৪	৫ঃ৪৫	৭ঃ০৭
০৫ ,,	২৩ ,,	২৩ ,,	৫ঃ১৪	১২ঃ১৫	৩ঃ১৫	৫ঃ৪৭	৭ঃ১০
১০ ,,	২৮ ,,	২৮ ,,	৫ঃ১২	১২ঃ১৫	৩ঃ১৫	৫ঃ৫০	৭ঃ১৩
১৫ ,,	০৪ রবীঃ আখের	০৩ ফাল্গুন	৫ঃ০৯	১২ঃ১৫	৩ঃ১৬	৫ঃ৫৩	৭ঃ১৫
২০ ,,	০৯ ,,	০৯ ,,	৫ঃ০৬	১২ঃ১৪	৩ঃ১৬	৫ঃ৫৬	৭ঃ১৯
২৫ ,,	১৪ ,,	১৩ ,,	৫ঃ০২	১২ঃ১৪	৩ঃ১৭	৫ঃ৬৯	৭ঃ২২